নীলমূর্তি রহস্য

॥ ১ ॥

দুপুরবেলা হঠাৎ কলেজ ছুটি হয়ে গেল। একজন প্রোফেসর পদ্মশ্রী খেতাব পেয়েছেন, সেইজন্য। বাইরে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, কিছু ছেলেমেয়ে সেই বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল। সন্তু কলেজের গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবছে বৃষ্টিতে ভিজবে কি ভিজবে না, এই সময় তার বন্ধু জোজো তার পিঠে হাত দিয়ে বলল, "চল সন্তু, কোথাও ট্রেনে করে ঘুরে আসি।"

জোজো সন্তুদেরই পাড়ায় থাকে, প্রায়ই ওরা একসঙ্গে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরে। জোজো একেবারে গুল ঝাড়বার রাজা। ওর কথা শুনলে মনে হবে, পৃথিবীর সমস্ত বড়-বড় লোক ওর বাবা-মা'কে চেনে। ফিডেল কাস্ট্রো ওদের বাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে গেছেন, ইন্দিরা গান্ধী এক সময় ওদের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে কিছুদিন লুকিয়ে ছিলেন, বাংলাদেশ যুদ্ধের সময় জোজোর বাবাই তো আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে টেলিফোন করে বলেছিলেন, 'খবর্দার, বঙ্গোপসাগরে সেভেনথ ফ্লিট পাঠাবেন না, তা হলে আপনার প্রেসিডেন্টগিরি ঘুচে যাবে!' জোজোর বাবা শিবচন্দ্র সেনশর্মাকে সবাই এত মানে, কারণ তিনি একজন নাম-করা জ্যোতিষী। এমনকী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচারও নাকি আগের ইলেকশানের সময় ওর বাবার কাছ থেকে মন্ত্রপূত আংটি নিয়েছিলেন।

সন্তু জোজোর এই সব গল্প বিনা-প্রতিবাদে শুনে যায়। তার ভালই লাগে। জোজো সব সময় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, সন্তুর কাকাবাবুর চেয়ে তার বাবা অনেক বেশি বিখ্যাত। সন্তুর কোনও অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী কাগজে বেরুলেই জোজো এসে বলবে, 'আরে তুই তো মোটে নেপালে গিয়েছিলি! বাবা আমাকে গত মাসে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল জানিস? সাইবেরিয়ায়! কেন জানিস? না, সেটা বলা চলবে না, ভীষণ সিক্রেট, স্টেট সিক্রেট যাকে বলে, ফাঁস হয়ে গেলেই আমার ফাঁসি হবে।'

জোজোর ট্রেনে করে ঘুরে আসার প্রস্তাব শুনে সন্তু বলল, "কোথায় যাব? দিল্লি? বম্বে?"

জোজো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "ধুৎ, ওসব জায়গায় তো কতবার গেছি; নিউইয়র্ক, মস্কো, হেলসিংকি দেখার পর কি আর দিল্লি-বম্বে ভাল লাগে ? এই সব বৃষ্টির দিনে যেতে হয় কোনও নতুন জায়গায় ; মনে কর, কোনও গ্রামের মধ্যে ছোট্ট একটা স্টেশান, চারদিকে সবুজ গাছপালা, একটা ছোট্ট নদী বয়ে যাচ্ছে। একটাই দোকান আছে সেই গ্রামে, সেই দোকানে বসে তেলে-ভাজা, মুড়ি আর চা খাওয়া কী রকম দারুণ না ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, শুনতে বেশ ভাল লাগল। কিন্তু ট্রেনে যে চাপব, পয়সা পাব কোথায় ? পকেট তো ঢন্‌ঢন্‌ !"

জোজো এমনভাবে হাসল যেন সন্তুটা একেবারে ছেলেমানুষ, কিছুই বোঝে না ! সে ঠোঁট উল্টে বলল, "বেড়াতে আবার পয়সা লাগে নাকি ? তুই আমার সঙ্গে আছিস না ? শিয়ালদা স্টেশনের স্টেশন মাস্টার আমার আপন মামা, আর হাওড়ার স্টেশন-মাস্টার আমার পিসেমশাই। তুই ইন্ডিয়ার কোথায় যেতে চাস বল না ! এক্ষুনি বিনা পয়সায় নিয়ে যেতে পারি।"

সন্তু মিনমিন করে বলল, "স্টেশন-মাস্টার আত্মীয় হলেই বুঝি ট্রেনে বিনা পয়সায় চাপা যায় ; অন্য স্টেশনে ধরবে না ?"

জোজো বলল, "তুই টেস্ট করে দেখতে চাস ; চল, শিয়ালদায় চল, আমি তোকে হাতে-হাতে প্রমাণ করে দিচ্ছি। টিকিট চাইবে কী রে ? আমাদের জন্য আলাদা কম্পার্টমেন্ট, স্যালুন কাকে বলে জানিস, তাই জুড়ে দেবে। আমরা যেখানে বলব সেখানে থামবে !"

সন্তু বলল, "ঠিক আছে, পরে কোনওদিন তোর সঙ্গে ওইভাবে বেড়াতে যাব, এখন বাড়ি চলি।"

জোজো অবাক হয়ে ভুরু তুলে বলল, "এর মধ্যে বাড়ি যাবি ? আজ তো আমাদের সাড়ে চারটে পর্যন্ত ক্লাস হওয়ার কথা ছিল। এখন মোটে একটা দশ বাজে। এতখানি সময়, আমরা অনায়াসেই কোনও জায়গা থেকে ঘুরে আসতে পারি।"

সন্তু বলল, "এই কয়েক ঘন্টায় ট্রেনে চেপে কোথা থেকে ঘুরে আসব ?"

জোজো বলল, "কেন, ডায়মন্ডহারবার, বনগাঁ, চন্দননগর, উলুবেড়িয়া, যে-কোনও জায়গায় যাওয়া যেতে পারে, ফিরতে বড়জোর সন্ধে হবে।"

সন্তু ততক্ষণে ঠিক করে ফেলেছে, জোজোর পাল্লায় পড়া মোটেই বুদ্ধির কাজ হবে না। ডায়মন্ডহারবার বা ওই সব জায়গায় যেতে-আসতেই তিন চার ঘন্টা লেগে যাবে। বাড়িতে কোনও খবর না দিয়ে শুধু-শুধু এরকম ঘুরতে যাওয়ার কোনও মানে হয় না।"

জোজো হঠাৎ যেন কিছু একটা আবিষ্কার করার মতন আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বলল, "সোনারপুর ! মনে পড়েছে ! দ্যাট্‌স ইট ! চল্‌ সোনারপুর ঘুরে আসি। তোকে সিংহ দেখাব !"

সন্তু আর না হেসে পারল না। সোনারপুর জায়গাটার নাম সে শুনেছে, সে জায়গাটা আফ্রিকায় নয়, চব্বিশ পরগনায়। সেখানে সিংহ ?

সন্তুর অবিশ্বাসী দৃষ্টি অগ্রাহ্য করে জোজো বলল, "তুই তো ইজিপ্টে গিয়ে উটের পিঠে চেপেছিস, তাই না, হাতির পিঠে চেপেছিস কখনও ? বল, সত্যি করে বল ?"

সন্তু স্বীকার করতে বাধ্য হল যে, সে কখনও হাতির পিঠে চাপেনি।

জোজো বলল, "সোনারপুরে তোকে আমি হাতির পিঠে চাপাব। আমি তোর পাশেপাশে উটে চেপে যাব। সুন্দরবন পর্যন্ত ঘুরে আসব !"

সোনারপুরে সিংহ শুধু নয়, উট, হাতি ! উঃ সত্যি, জোজোকে নিয়ে আর পারা যায় না ! গুলেরও তো একটা সীমা থাকা উচিত ! সন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে সুন্দরবন ঘুরে এসেছে, ওই সোনারপুরের পাশ দিয়েই যেতে হয়েছিল। সোনারপুর তো দূরের কথা, গোটা সুন্দরবনেই একটাও হাতি নেই। উট আর সিংহ থাকার কথা তো কল্পনাও করা যায় না !

এইসময় ওদের আর-এক বন্ধু অরিন্দম পেছন থেকে এসে বলল, "এই, গেটের সামনে দাঁড়িয়ে কী গ্যাঁজাল্লি করছিস ; বাড়ি যাবি না ? এর পর রাস্তায় জল জমে ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে যাবে !"

সন্তু বলল, "অরিন্দম, তুই সোনারপুর জায়গাটার নাম শুনেছিস ?"

অরিন্দম বলল, "কেন শুনব না ? এই তো শিয়ালদা লাইনে, বোধহয় চার পাঁচটা স্টেশন ! আমি ওই স্টেশন দিয়ে পাস করেছি অনেকবার ?"

"সোনারপুরে জঙ্গল আছে ?"

"জঙ্গল ? মানুষ থিকথিক করছে ! ওই স্টেশন থেকে যতরাজ্যের তরকারিওয়ালারা ওঠে। তবে দু' চারটে বাগানবাড়ি আছে শুনেছি।"

"জোজো বলছে, ওই সোনারপুরে নাকি বাঘ-সিংহ, হাতি-উট-গণ্ডার ঘুরে বেড়ায় !"

অরিন্দম হা-হা করে হেসে উঠে বলল, "ওফ্ জোজো, দিস ইস টু মাচ্ ! তুই সন্তুকে ভালমানুষ পেয়ে আর কত গুল ঝাড়বি ? অ্যাঁ ?"

জোজো গম্ভীরভাবে বলল, "আমি বাঘ কিংবা গণ্ডারের কথা বলিনি। সন্তু বাড়াচ্ছে। কিন্তু যদি সিংহ দেখাতে পারি ?"

অরিন্দম বলল, "আফ্রিকার কোনও রাজা বুঝি তোর বাবাকে সিংহ প্রেজেন্ট করেছে ? তুই মাঝে-মাঝে সিংহ নিয়ে মর্নিং ওয়াক করতে যাস ?"

সন্তু বলল, "শুধু সিংহ নয়, জোজো বলছে, সোনারপুরে গেলে ও আমাদের হাতি কিংবা উটের পিঠে চাপাতে পারে।"

অরিন্দম বলল, "জোজো, তুই শুধু-শুধু কেন এই পচা কলেজে পড়ে আছিস ? তুই ওয়ার্ল্ড গুল কমপিটিশানে নাম দে। নির্ঘাত ফার্স্ট হয়ে যাবি। তারপর গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে তোর নাম উঠে যাবে।"

জোজো গম্ভীরভাবে ডান হাতের পাঞ্জাটা বাড়িয়ে বলল, "কত বেট ?"

অরিন্দম বলল, "কিসের বেট ! তুই ওয়ার্ল্ড গুল কমপিটিশানে ফার্স্ট হবি কি না ? নিশ্চয়ই হবি ।"

জোজো বলল, "সে কথা বলছি না। আমি যদি এখন থেকে ঠিক দু'ঘন্টার মধ্যে তোদের হাতির পিঠে চাপাতে পারি, তা হলে কতটাকা বাজি হারবি ?"

অরিন্দম জোজোর থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বলল, "আহা রে, চাঁদু ! আমাদের বোকা পেয়েছিস ? চিড়িয়াখানায় গেলেই তো হাতির পিঠে চাপা যায় ।"

জোজো মিটিমিটি হেসে বলল, "চিড়িয়াখানায় নয় !"

অরিন্দম বলল, "তা হলে কোনও সার্কাসের হাতি !"

জোজো একইভাবে বলল, "সার্কাসেরও নয় ।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আর উট আর সিংহ ?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, সিংহ দেখাব । উটও দেখাব ।"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "তুই সার্কাসের জানোয়ার দেখিয়ে আমাদের ঠকাবি না ?"

জোজো বলল, "কোন সার্কাসে সিংহ থাকে রে ? তা ছাড়া বলছি তো, সার্কাসের কোশ্চেনই উঠছে না ।"

অরিন্দম বলল, "তুই এই সবগুলো একসঙ্গে আমাদের দেখাবি ? তা হলে দশ টাকা বাজি !"

জোজো বলল, "ডান্ ! তা হলে চল, এক্ষুনি স্টার্ট করি ।"

বৃষ্টি বেশ জোর হয়েছে এখন । এর মধ্যে ট্রামে-বাসে উঠতে গেলেও ভিজে যেতে হবে । তবু তিনজনে দৌড় লাগাল । বাস স্টপে এসেই পেয়ে গেল একটা শিয়ালদার বাস ।

বাসে উঠে জোজো অরিন্দমকে বলল, 'তুই আমাদের তিনজনের টিকিটটা কেটে ফ্যাল তো !"

অরিন্দম বলল, "বাজির দশ টাকা থেকে এই বাসভাড়ার পয়সাগুলো কাটা যাবে ।"

সন্তু বলল, "কাটা যাবে কী রে, যোগ হবে বল্ । জিতব তো আমরাই ।"

জোজো বলল, "দ্যাখ না কী হয় !"

বাসে ভিড় বেশি নেই । ওরা আরাম করে বসল । সন্তু আর অরিন্দম পাশাপাশি, জোজো অন্য দিকে । এর মধ্যেই ওরা দুটো পার্টি হয়ে গেছে ।

সন্তু আর অরিন্দম পরে আছে প্যান্ট আর শার্ট । জোজোর গায়ে একটা মেরুন রঙের গেঞ্জি, তাতে সাদা অক্ষরে লেখা 'ভিকট্রি' ।

ওই গেঞ্জিটা নাকি ব্রাজিল থেকে পেলে পাঠিয়েছে জোজোকে । জোজোর বাবার পাঠানো ফুল আর বেলপাতা পকেটে নিয়ে পেলে সব সময় খেলতে নামত ।

জোজোর চেহারাটা সুন্দর, ওই গেঞ্জিটায় তাকে সুন্দর মানিয়েছে।

সন্তু ফিসফিস করে অরিন্দমকে বলল, "আমরা তো যাচ্ছি ওর সঙ্গে কিন্তু জোজোর কাছ থেকে বাজির টাকা আদায় করতে পারবি ?"

অরিন্দম বলল, "আমি ঠিক আদায় করে ছাড়ব। এর আগে তো কেউ জোজোর কথা চ্যালেঞ্জ করেনি।"

জোজো তাকিয়ে থাকে জানলা দিয়ে। হঠাৎ সে একটা চলন্ত গাড়ি দেখে মুখ বাড়িয়ে হাসল, হাতছানি দিল।

তারপর বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, "কে গেল জানিস ?"

অরিন্দম বলল, "কী করে জানব ?"

হাসি-ঝলমলে মুখে জোজো বলল, "কপিল দেব ! আমার বাবার সঙ্গেই দেখা করতে যাচ্ছে। জানতুম, আসতেই হবে। এবারে অস্ট্রেলিয়া যাওয়ার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করে যেতে ভুলে গেছে, তাই তো এই কাণ্ড !"

অরিন্দম বলল, "চুপ, একটু আস্তে বল। সবাই শুনতে পাবে।"

জোজো বলল, "তোরা বিশ্বাস করছিস না ?"

অরিন্দম বলল, "আচ্ছা জোজো, তোর বাবা পরীক্ষায় পাশ করার কোনও মাদুলি-টাদুলি দ্যান ?"

জোজো সঙ্গে সঙ্গে বলল, "না। ওইটা কক্ষনো দ্যান না। তা হলে আমিই তো সব পরীক্ষায় ফার্স্ট হতাম !"

সন্তু মনে মনে স্বীকার করল জোজোটার বুদ্ধি আছে। অরিন্দমের প্রশ্ন করার আসল উদ্দেশ্যটা ঠিক সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেলেছে।

একটু বাদেই ওরা পৌঁছে গেল শিয়ালদায়। স্টেশনের মধ্যে ঢুকে অরিন্দম টিকিট কাউন্টারের দিকে এগোতে যাচ্ছে, সন্তু তার হাত টেনে ধরে বলল, "ওদিকে যাচ্ছিস কী রে ! আমাদের তো টিকিট লাগবে না। আমরা যাব স্পেশাল কম্পার্টমেন্টে !"

জোজো বলল, "চল, আগে বড় মামার সঙ্গে দেখা অরে আসি।"

'স্টেশন-মাস্টার' লেখা একটা ঘরের সামনে এসে সে বন্ধুদের বলল, "তোরা এখানে দাঁড়া, আমি এক্ষুনি ব্যবস্থা করে ফেলছি।"

দরজার বাইরে একজন বেয়ারা বসে আছে টুলে। তাকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়েই জোজো দরজা ঠেলে গেল ভেতরে। বেয়ারাটি হা হা করে তেড়ে গেল তার পেছনে।

জোজো কিন্তু তক্ষুনি বেরিয়ে এল না। মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। তারপর বেরিয়ে এল হাসতে হাসতে।

সন্তু ভাবল, তা হলে সত্যিই কি জোজোর এত চেনাশুনো ?

জোজো কাছে এসে বলল, "একটা মজার ব্যাপার হয়েছে রে। আমার বড়মামাকে প্রাইম মিনিস্টার কী জন্য যেন ডেকেছেন। উনি তো দিল্লি চলে

গেছেন কাল।"

অরিন্দম বলল, "তুই যখন দরজা ঠেলে ঢুকলি, তখন দেখলুম যে, ওদিকে চেয়ারে একজন বসে আছেন!"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, উনি তো এখন অ্যাকটিং। ওঁকেও আমি খুব ভাল চিনি। উনি কী বললেন জানিস? আমাদের সোনারপুর যাওয়ার কথাটা উড়িয়েই দিলেন। উনি একটু ব'দেই একটা ইনস্‌পেকশানে দমদম যাবেন, আমাদেরও সেই সঙ্গে যেতে বললেন। যাবি দমদম?"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "দমদমেও সিংহ আছে নাকি?"

জোজো বলল, "দমদম গেলে আমি তোদের ভাল চমচম খাওয়াতে পারি। একটা দোকানে চেনা আছে।"

অরিন্দম বলল, "কোথায় সিংহ আর কোথায় চমচম। আমি ভাই সিংহ দেখব বলে বাজি ফেলেছি।"

সন্তু বলল, "আমিও ভাই সিংহ দেখার জন্য এসেছি।"

জোজো এদিক-ওদিক তাকিয়ে বলল, "ঠিক আছে, তা হলে সোনারপুরেই যাওয়া যাক। এইটুকু তো মোটে রাস্তা, কতই বা টিকিটের দাম হবে। তোদের কাছে কত টাকা আছে রে?"

সন্তু অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে বলল, "আমরা অবশ্য বিনা পয়সায় ট্রেনে যাওয়া নিয়ে কোনও বাজি ফেলিনি।"

অরিন্দম বলল, "স্টেশন-মাস্টার প্রাইম মিনিস্টার না রেল-মিনিস্টার কার কাছে যাবে, সে-বিষয়েও আমাদের তর্ক তোলা উচিত নয়।"

সন্তু বলল, "আমরা সোনারপুরে সিংহ দেখতে চাই।"

অরিন্দম বলল, "দ্যাট্‌স রাইট। তার সঙ্গে হাতি প্লাস উট।"

সন্তুর কাছে দু'টাকা আছে। অরিন্দমের কাছে একটা পাঁচ টাকার নোট। জোজো বলল, "দে, দে, ওতেই হয়ে যাবে।"

অরিন্দম বলল, "ফেরার ভাড়া রাখতে হবে।"

জোজো বলল, "ফেরার জন্য চিন্তা করিস না। ওখানে আমার ছোট মেসোমশাই থাকেন, তাঁর গাড়িতে ফিরে আসব।"

বহু দূর দুর্গম জায়গা ঘুরে এলেও সন্তুর এই সামান্য দূরের একটা জায়গায় ট্রেনে করে যাওয়ার চিন্তায় বেশ উত্তেজনা হচ্ছে। দেখাই যাক না জোজোর গুলের দৌড় কতদূর যায়।

টিকিট কাটার পর প্ল্যাটফর্ম খুঁজে-খুঁজে ওরা সোনারপুর লোকাল দেখতে পেল। দুপুর বেলায় ট্রেন, একেবারে ফাঁকা।

ট্রেনটা ছাড়ার পর সবে মাত্র একটু দূর গেছে, এমন সময় জোজো জিভ কেটে বলে উঠল, "এই রে, এতক্ষণে মনে পড়েছে! জায়গাটা তো সোনারপুর নয়। আমরা ভুল ট্রেনে চেপেছি।" ট্রেনের একটা পাখা দারুণ শব্দ করে

ঘুরছে। আর তিনটে পাখার জায়গায় কিছুই নেই। কামরার মেঝেতে অনেক মুড়ি ছড়ানো। কারুর হাত থেকে বোধহয় মুড়ির ঠোঙা পড়ে গিয়েছিল। সন্তু, জোজো আর অরিন্দম দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে, যদিও বসবার জায়গা খালি আছে অনেক। বাইরে থেকে বৃষ্টির ছাঁট আসছে। খোঁচা-খোঁচা দাড়িওয়ালা একজন লোক বসে বসে শশা খাচ্ছে। সেই লোকটি বলল, "আপনারা বসুন না, শুধু-শুধু ভিজছেন কেন ?"

জোজো বলল, "আমরা ভুল ট্রেনে উঠে পড়েছি। আমরা যাব বারুইপুর, এটা তো সোনারপুরের ট্রেন।"

সন্তু আর অরিন্দম চোখাচোখি করল। জোজোর চালাকি শুরু হয়ে গেছে। সিংহ-হাতি দেখাবার নাম করে কলা দেখাবে। এতক্ষণ সোনারপুর বলছিল, এবারে বারুইপুর হয়ে গেল। এরপর সিংহ হয়ে যাবে বেড়াল আর হাতি হয়ে যাবে ছাগল।

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, "বারুইপুর যাবেন ? তার জন্য কি ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমে পড়তে হবে নাকি ? বসুন, এ ট্রেনেও যাওয়া যাবে।"

ওরা তিনজনে এবারে এসে বসল।

সন্তু ভাবল, ওই দাড়িওয়ালা লোকটি নিশ্চয়ই এদিকেই থাকে। সোনারপুরের সিংহ হাতির কথা জিজ্ঞেস করলে, ও নিশ্চয়ই বলতে পারবে ?

সন্তু তবু কিছু জিজ্ঞেস করল না। সে আবার ভাবল, থাক। ট্রেনে যখন উঠে পড়াই গেছে, তখন শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না কী হয় !

দাড়িওয়ালা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করল, "আপনারা বারুইপুরে কোথায় যাবেন ?"

জোজো বলল, "অংশুমান চৌধুরীর বাড়ি, আপনি চেনেন ? ওয়ার্ল্ড ফেমাস সায়েন্টিস্ট !"

লোকটি দু'দিকে মাথা নেড়ে জানাল যে, চেনে না।

সন্তু আবার তাকাল অরিন্দমের দিকে। বারুইপুরে শুধু সিংহই থাকে না, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিকরাও থাকে ! জোজোর স্টকে আরও কত কী আছে !

জোজো ওদের দিকে ফিরে বলল, "তোদের আগে এই অংশুমান চৌধুরীর কথা বলিনি, না ? আমার পিসেমশাই হন। উনি কী করেছেন জানিস ? সাইবেরিয়াতে বরফের তলায় সাত ফুট খুঁড়ে কয়েকটা গমের দানা পাওয়া গিয়েছিল। তার মানে, ওখানে গমের খেত ছিল, কোনও এক সময় বরফে চাপা পড়ে গিয়েছিল। ওই গমের দানাগুলো দশ হাজার বছরের পুরনো।"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "কী করে জানল, ওই গমের দানাগুলো, অত বয়েস ?"

জোজো বলল, "ওসব টেস্ট করে বলে দেওয়া যায়। মাটির তলা থেকে যে কয়লা তোলা হয়, তাও টেস্ট করে বলা যায় কতদিনের পুরনো।"

সন্তু মাথা নাড়ল। এটা জোজো বানিয়ে বলছে না। কাকাবাবুর কাছ থেকে সেও কার্বন টেস্টের কথা শুনেছে।

সে জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "তোর পিসেমশাই ওই গমের দানাগুলো সাইবেরিয়া থেকে খুঁড়ে বার করেছেন ?"

জোজো বলল, "না, উনি খুঁড়ে বার করেননি। তা করেছে ওখানকার লোকেরাই। পিসেমশাই সাঙ্ঘাতিক একটা কাণ্ড করেছে। উনি ওই দশ হাজার বছরের পুরনো গমের দানা মাটিতে পুঁতে গাছ তৈরি করেছেন। সেই গাছে আবার গম ফলেছে।"

অরিন্দম বলল, "তাতে কী হয়েছে ?"

জোজো বলল, "তুই বুঝতে পারছিস না ? কত বড় ব্যাপার ! দশ হাজার বছরের পুরনো গম থেকে আবার গাছ হল !"

অরিন্দম বলল, "ধুস্ ! এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। পুঁতেছে, তা থেকে আপনা আপনি গাছ হয়েছে। এতে তোর পিসেমশাইয়ের কৃতিত্বটা কী ? তিনি কি ফুঁ দিয়ে দিয়ে গাছটা বড় করেছেন !"

জোজো কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, "তুই এসব বুঝবি না !"

দাড়িওয়ালা লোকটি বলল, "ধান চাষের চেয়ে গমের চাষ অনেক সহজ।"

অরিন্দম বলল, "জোজো, তোর ওই পিসেমশাই আর কী কী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করেছেন শুনি ?"

জোজো বলল, "তোরা অ্যামির ধূমকেতুর নাম শুনেছিস ?"

অরিন্দম বলল, "সেটা আবার কী, হ্যালির ধূমকেতুর ছোট ভাই নাকি ?"

"জোজো বলল, "ঠিক তাই। তবে ছোট ভাই না বলে বড় ভাই বলতে পারিস। এই ধূমকেতুটা পৃথিবীতে ফিরে আসবে দু'শো বছর অন্তর অন্তর। আমার পিসেমশাই এটা আবিষ্কার করেছেন। দেখিসনি সব কাগজেই তো খবরটা বেরিয়েছিল !"

জোজো সন্তুর দিকে সরু চোখে তাকাল। অর্থাৎ সে বুঝিয়ে দিতে চায়, শুধু তার বাবা নয়, তার পিসেমশাইও সন্তুর কাকাবাবুর চেয়ে অনেক বেশি বিখ্যাত।"

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "ওই ধূমকেতুটার নাম অ্যামি কেন ?"

জোজো বলল, "পিসেমশাইয়ের নাম অংশুমান, মানে এ. এম.। তার থেকে অ্যামি।"

অরিন্দম বলল, "নামটা একটু অদ্ভুত শোনাচ্ছে। নাম দেওয়া উচিত ছিল চৌধুরী'জ কমেট। যাক গে ! উনি আর কী আবিষ্কার করেছেন ?"

জোজো বলল, "এরকম অনেক আছে !"

অরিন্দম বলল, "উনি আকাশে ধূমকেতু আবিষ্কার করছেন। আবার বরফের তলা থেকে গমের দানা বার করছেন। প্রফেসার শঙ্কু নাকি ?"

জোজো বলল, "প্রফেসার শঙ্কু তো ফিকটিশাস্ ক্যারেকটার। আমার পিসেমশাইকে বারুইপুরে গেলেই দেখতে পাবি।"

"উনি বুঝি সিংহের পিঠে চেপে রোজ হাওয়া খেতে যান?"

"সিংহের সঙ্গে ওঁর কোনও সম্পর্কই নেই। উনি জন্তু-জানোয়ার একদম পছন্দ করেন না। এমনকী, বেড়াল দেখলেও ভয় পান। একবার কী হয়েছিল জানিস? পিসেমশাইকে কেনিয়া থেকে ডেকেছেন খুব জরুরি কাজে। উনি যেতে রাজি হলেন না। কারণ, নাইরোবি শহরে যখন-তখন সিংহের গন্ধ পাওয়া যায়।"

"সন্তু, তুই কাকাবাবুর সঙ্গে একবার নাইরোবি গিয়েছিলি না?"

সন্তু মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ, দু'বছর আগে।"

"কী হয়েছিল রে সেখানে?"

সন্তু বলল, "এখন আমার সেটা বলতে ইচ্ছে করছে না। জোজো একবার প্রশান্ত মহাসাগরের কোন্ দ্বীপে গিয়েছিল ওর বাবার সঙ্গে, সেই গল্পটা বরং শোনা যাক।"

ট্রেন এসে থেমেছে বালিগঞ্জ স্টেশনে।

জোজো জানলায় মুখ রেখে বলল, "দ্যাখ এদিকে বৃষ্টি নেই। একটু বাদাম কেন না, অরিন্দম। বেশ খিদে পেয়ে গেছে।"

ট্রেন থামা মাত্রই ছেড়ে দেয় বলতে গেলে। অরিন্দম একটা বাচ্চা বাদামওয়ালাকে ডাকতেই সে লাফিয়ে কামরায় উঠে পড়ল।

সন্তু বলল, "এদের কী মজা তাই না? টিকিট কাটতে হয় না, যখন যে-ট্রেনে ইচ্ছে উঠে পড়ে, যে কোনও স্টেশনে নেমে পড়ে।"

অরিন্দম বলল, "আমারও ইচ্ছে করে এরকম ট্রেনে-ট্রেনে ঘুরে বেড়াতে। কলেজের পড়া ছেড়ে দিয়ে বাদাম বিক্রির কাজ নিলে কেমন হয়?"

সন্তু বলল, "তাতে তোর একটা ক্ষতি হবে এই যে, তুই জোজোর গল্পগুলো শুনতে পাবি না।"

অরিন্দম বলল, "সেটা একটা বড় ক্ষতি।"

জোজো বলল, "আমি গল্প বলি না, আমি যা বলি সব সত্যি।"

তিন ঠোঙা বাদাম কেনা হল। এই স্টেশনে ওদেরই বয়েসি আর কয়েকটি ছেলে উঠে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে শুরু করে দিল খেলার আলোচনা। সন্তুদের আর গল্প জমল না। ওরাও শুনতে লাগল সেই গল্প।

সন্তুর শুধু ভয় হতে লাগল, এই ছেলেগুলোর সামনে জোজো যদি হঠাৎ বলে বসে যে, সুনীল গাভাসকার যে-বার ব্রাডম্যানের চেয়ে বেশি সেঞ্চুরি করল সেবারে সে ওর বাবার কাছ থেকে মাদুলি নিতে এসেছিল, কিংবা কপিলদেব এখন ওদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে, তা হলে এরা কি শুধু হাসবে না চাঁটি মারতে শুরু করবে।

জোজো অবশ্য মুখ খুলল না। সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। তার চোখ বোজা।

অরিন্দম একটু পরে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে বলল, "এই জোজো, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি?"

জোজো যেন মুখে মিষ্টি হাসি দিয়ে বলল, "না রে, আমি কক্ষনো দিনের বেলা ঘুমোই না। তবে মাঝে-মাঝে চোখ বুজে একটু ধ্যান করে নিই।"

"ধ্যান করিস? কেন?"

"তোরা ধ্যান করার উপকারিতা তো জানিস না। মাঝে-মাঝে করে দেখলে পারিস। ঠিকমতন ধ্যান করা শিখলে চোখ বুজে ভবিষ্যতের অনেক জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।"

"মহা ঋষি মহেশ যোগী তোর কাকা না মামা কী যেন?"

"তুই অনেকটা ঠিক ধরেছিস। মহেশ যোগী আমার জ্যাঠামশাইয়ের গুরু-ভাই। আমার জ্যাঠামশাই-ই মহেশ যোগীকে সব কিছু শিখিয়েছেন।"

"তোর জ্যাঠামশাই কোথায় থাকেন?"

"গত কুড়ি বছর ধরে আমার জ্যাঠামশাইকে দেখতে পাওয়া যায়নি। উনি মহেশ যোগীকে সব কিছু শিখিয়ে দিয়ে হিমালয়ের আরও গভীরে চলে গেছেন। শুনেছি, উনি এভারেস্টের ঠিক নীচেই থাকেন।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে। কে যেন বলেছিল, তোর জ্যাঠামশাই দুটো ইয়েতি পুষেছিলেন। লোকে যেমন বাড়ি পাহারা দেওয়ার জন্য কুকুর পোষে, সে রকম তোর জ্যাঠামশাইও তাঁর গুহা পাহারা দেওয়ার জন্য দুটো ইয়েতিকে রেখেছিলেন। সন্তু, তুই শুনিসনি?"

জোজো এমনভাবে একটা অবজ্ঞার হাসি দিল, যেন অরিন্দম নিছক একটি শিশু। তারপর বলল, "তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছিস? ইয়েতি বলে আবার কিছু আছে নাকি? সন্তু ওর কাকাবাবুর সঙ্গে একবার নেপাল থেকে কোথায় যেন গিয়েছিল, তারপর ফিরে এসে ইয়েতি সম্পর্কে গাঁজাখুরি গল্প রটিয়েছিল! আমার জ্যাঠামণি কোনওদিন ইয়েতি দেখেননি!"

সন্তু বলল, "বারুইপুরে যদি আমরা সিংহ, হাতি, উট দেখতে পাই, তা হলে সেটা হবে ইয়েতি দেখার চেয়েও আশ্চর্য ব্যাপার।"

জোজো বলল, "বাজি তো ধরাই আছে, আর একটুখানি ধৈর্য ধরে থাক!"

অরিন্দম বলল, "ওর পিসেমশাইকেও দেখে আসতে হবে।"

গড়িয়া স্টেশনে এক সঙ্গে অনেকে নেমে গেল। দাড়িওয়ালা লোকটি এখন একটা খবরের কাগজ পড়ছে। বাইরের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এদিকটায় আজ এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি। মাটি একেবারে শুকনো।

সন্তু জানলা দিয়ে দেখছে বাইরের দৃশ্য। জোজো আর অরিন্দম কী কথা বলছে সে আর শুনছে না মন দিয়ে। সিংহ দেখা যাক বা না যাক, ট্রেনে করে

এই যে হঠাৎ খানিকটা ভ্রমণ হল, তাই-ই বা মন্দ কী ! সন্তুর বেশ ভালই লাগছে।

লাইন সারানো হচ্ছে বলে এখান দিয়ে ট্রেন যাচ্ছে আস্তে আস্তে। দু'দিকেই ফাঁকা মাঠ, একদিকে ট্রেনের লাইন ঘেঁষে একটা সরু রাস্তা। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে একসময় সন্তু চমকে উঠল।

মুখ ফিরিয়ে সে দেখল, জোজো আর অরিন্দম যেন কী নিয়ে তর্কে মেতে উঠেছে। সন্তু জোজোর গায়ে ধাক্কা দিয়ে বলল, "তুই কি বারুইপুরে আমাদের ভাল্লুক দেখাবার কথাও বলেছিলি ?"

জোজো মাথা নেড়ে গম্ভীরভাবে বলল, "না, তা বলিনি। ওখানে ভাল্লুক নেই।"

সন্তু জোর দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আছে। তুই জানিস না। ওই দ্যাখ ভাল্লুক !" সবাই ছুটে এসে জানলা দিয়ে মুখ বাড়াল। কিন্তু অরিন্দম বা জোজো কিছুই দেখতে পেল না। জোজো তো ধরেই নিয়েছে যে, সন্তু মিথ্যে কথা বলেছে তাদের চমকে দেওয়ার জন্য, অরিন্দম অবশ্য সন্তুকে অবিশ্বাস করে না। সন্তু একেবারে বাজে কথা বলবে না। ওরা দু'জনেই বলতে লাগল, 'কই ? কই ?' ট্রেনটা এত আস্তে যাচ্ছে যে চলছে কি না বোঝাই যাচ্ছে না। লাইনের ধারে ধারে কাজ করছে কয়েকজন লোক। ঝাঁঝাঁ করছে রোদ। এর মধ্যে একটা ভাল্লুক দেখতে পাওয়ার চিন্তাটাই অসম্ভব বলে মনে হয়।

সন্তু বলল, "দেখতে পাচ্ছিস না ? ওই যে বড় গাছটার নীচে...ভাল করে চেয়ে দ্যাখ !"

দৃশ্যটা অতি সুন্দর। একটা ঝাঁকড়া তেঁতুলগাছের গোড়ায় বসে আছে একজন আধবুড়ো লোক, তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছে একটা ভাল্লুক। ভাল্লুকটার গায়ের রোঁয়া উঠে গেছে খাব্‌লা-খাব্‌লা। লোকটার এক হাতে ডুগডুগি, আর এক হাতে সে ভাল্লুকটার মাথা চাপড়ে দিচ্ছে, ঠিক যেন ঘুম পাড়াচ্ছে।

বোঝাই যায় যে, এই লোকটা নাচের খেলা দেখায়। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছে। তা ছাড়া এই দুপুরের রোদ্দুরে কেইবা ভাল্লুক-নাচ দেখবে।

জোজো বলল, "ধুস্‌, এটা একটা ঘেয়ো মার্কা ভাল্লুক ! তুই এমন চমকে দিয়েছিলি, সন্তু !"

অরিন্দম বলল, "তুই বুঝি বারুইপুরে আমাদের তাগড়া তাগড়া জোয়ান সিংহ দেখাবি ? যদি শেষ পর্যন্ত দেখাতে পারিস তো দেখব সার্কাসের একটা হাড়-জির-জিরে সিংহ !"

জোজো বলল, "কতবার বলছি না, সার্কাসের নয় ! সার্কাসে বাঘ কিংবা হাতি থাকে, কিন্তু কোনও সার্কাসে সিংহের খেলা দেখেছিস ? ওরা সিংহ পাবে

কোথায়। সিংহ কি আর গাছে ফলে!"

সন্তু বলল, "বারুইপুরের গাছে সিংহ ফলে নিশ্চয়!"

অরিন্দম বলল, "একী, ট্রেনটা যে একেবারে থেমে গেল।"

সত্যিই থেমে গেছে। কামরায় অন্য যে সব ছেলেরা একটু আগে চেঁচিয়ে-চেঁচিয়ে খেলার আলোচনা করছিল, এখন তারা সবাই চোখ বুজে ঘুমোচ্ছে। ওদের অভ্যেস আছে। ওরা নিশ্চয়ই জানে যে, প্রতিদিন এখানে ট্রেন থেমে যায়।

জোজো বলল, "এই রে, ট্রেন এইভাবে টিকটিকিয়ে চললে যে বাড়ি ফিরতে অনেক দেরি হয়ে যাবে। তোরা তো কেউ বাড়িতে কিছু বলে আসিসনি!"

সন্তু বলল, "সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফিরতেই হবে।"

অরিন্দম বলল, "তা হলে আর কী হবে, চল ট্রেন থেকে নেমে উল্টো দিকে হাঁটতে শুরু করি। এখন থেকে হাঁটলে সন্ধের মধ্যে বাড়ি পৌঁছে যাব নিশ্চয়ই। আজ আর সিংহটিংহ দেখার দরকার নেই। কী রে, সন্তু তাই করবি?"

জোজো বলল, "তোরা যদি হাঁটতে চাস, আমার আপত্তি নেই। আমি একবার চার ঘন্টায় তিরিশ মাইল হেঁটে গিয়েছিলাম!"

অরিন্দম হো-হো করে হেসে উঠে সন্তুকে বলল, "দেখলি, দেখলি! জোজো জানত এ লাইনের ট্রেন বেশি দূর এগোয় না। সিংহ-টিংহ সব ফক্কা!"

জোজোও হেসে উঠল একই রকমভাবে।

অন্য যাত্রীরা দু' একজন ঢুলুঢুলু চোখে তাকাল ওদের দিকে। এরা এরকম পাগলের মতন হাসছে কেন?

ট্রেনটা হঠাৎ আবার চলতে শুরু করে দিল। জোজো হাসি বন্ধ না করেই বলল, "তা হলে আমাদের ফেরা হচ্ছে না!"

এক সময় ওরা পৌঁছে গেল বারুইপুর স্টেশনে। জোজোর মুখে কিন্তু কোনও উদ্বেগের ছায়া নেই। এবার যে তার জারিজুরি ফাঁস হয়ে যাবে। তার জন্যও ভয় নেই ওর।

ওদের মধ্যে শুধু অরিন্দমের হাতেই ঘড়ি আছে। জোজো বলল, "ক'টা বাজে দ্যাখ তো।"

অরিন্দম বলল, "দুটো পনেরো!"

জোজো বলল, "ওঃ, ঢের সময় আছে। আমরা ঠিক সময়েই বাড়ি ফিরে যেতে পারব। ভয় নেই, তোদের হেঁটে যেতে হবে না।"

স্টেশন থেকে বেরিয়ে জোজো বলল, "দুটো রিকশা নিতে হবে। সন্তু আর অরিন্দম একটা রিকশায় ওঠ, আমি আর একটাতে উঠছি।"

নিজের রিকশায় উঠে জোজো বেশ জোরে জোরে বলল, "যে বাড়িতে সিংহ আছে সেই বাড়িতে চলো তো?"

রিকশাওয়ালার চোখ বড়-বড় হল না, মুখ হাঁ হল না, সে কোনও প্রতিবাদ করল না। ঘাড় নেড়ে প্যাডেলে চাপ দিল।

সন্তু আর অরিন্দমেরই বিস্ময়ে চোখ গোল গোল হয়ে গেল। তা হলে এখানে সত্যিই সিংহ আছে নাকি? বাড়িতে পোষা সিংহ?

সাইকেল রিকশা চলতে লাগল অনেক রাস্তা ঘুরে ঘুরে। তারপর আমাদের আগেকার আমলের মতো মস্ত বড় একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে থামল। জোজো আগের রিকশা থেকে নেমে মুখ ঘুরিয়ে ওদের জিজ্ঞেস করল, "গন্ধ পাচ্ছিস?"

সত্যিই বাতাসে একটা জন্তু জন্তু গন্ধ ভাসছে।

লোহার গেট পেরিয়ে এক পাশে একটা বেশ উঁচু ঘর। তার সামনেটা লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা। তার ভেতরে তাকাবার আগেই ওরা শুনতে পেল সিংহের চাপা গর্জন।

ভেতরে রয়েছে একখানা তাগড়া, জ্যান্ত সিংহ। মোটেই রোগা, হাড়-জিরজিরে নয়, সোনালি রঙের গা, মাথাভর্তি কেশর।

সন্তু আর অরিন্দম বিস্ময়ে কিংবা লজ্জায় কথাই বলতে পারছে না।

একটু বাদে অরিন্দম বলল, "জোজোর মুখে সত্যি কথা? বাজি হেরে গেছি, তা স্বীকার করছি! কিন্তু এখনও নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। হ্যাঁ রে, জোজো, এটা কি ম্যাজিক নাকি?"

জোজো বলল, "ঠিক ধরেছিস! এটা কার বাড়ি জানিস? এটাকে ম্যাজিকের বাড়ি বলতে পারিস। এটা পি. সি. সরকার জুনিয়ারের বাড়ি, তিনিই এই সিংহটা পুষেছেন।"

"সিংহ পুষেছেন? এখানে তিনি সিংহ পেলেন কোথায়?"

"আফ্রিকার কোনও রাজা কিংবা প্রেসিডেন্ট ওঁকে একটা বাচ্চা সিংহ প্রেজেন্ট করেছিলেন, সেটাকেই তিনি খাইয়ে-দাইয়ে এত বড় করেছেন।"

"উনি ম্যাজিকে এই সিংহটা অদৃশ্য করে দিতে পারেন?"

"ওঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। এইবার চল, তোদের হাতি আর উট দেখাব! সাইকেল রিকশা দুটোকে সেই জন্য ছাড়িনি।"

"থাক, আর কিছু দেখবার দরকার নেই।"

"না, না, না, তোদের দেখতেই হবে। তোরা আমার কথা অবিশ্বাস করেছিলি। ভেবেছিলি জোজো সব সময় গুল মারে, তাই না?"

সন্তু ভাবল, জোজো আসলে খুব চালাক ছেলে। সবাই ওর কথা অবিশ্বাস করে বলে, মাঝে-মাঝে জোজো দু'একটা অদ্ভুত ধরনের সত্যি কথা বলে সবাইকে চমকে দেয়। এখন জোজোর কাছে বাজি হেরে যাওয়ার পর ওরা যদি শোনে যে, জোজো ওর বাবার সঙ্গে একবার মঙ্গল গ্রহ ঘুরে এসেছে, তাহলে কি চট করে উড়িয়ে দিতে পারবে?

গেট থেকে বেরিয়ে জোজো বলল, "এর আগেরবার যখন এই সিংহটা দেখতে আসি, তখন কী হয়েছিল জানিস ?"

অরিন্দম বলল, "সিংহটা খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছিল আর তুই খালি হাতে ওকে পোষ মানিয়েছিলি ? তা হতে পারে, হতে পারে, আমি তোকে আর অবিশ্বাস করছি না রে, জোজো।"

জোজো পাতলা হেসে বলল, "না, সে রকম কিছু হয়নি। তোর যত সব অদ্ভুত ধারণা ! সেবার আমরা বাবার সঙ্গে এসেছিলুম। আমার বাবা তো সব জীবজন্তুর ভাষা জানেন। বাবা এই সিংহটার সঙ্গে এক ঘন্টা আলাপ করে আফ্রিকা সম্পর্কে অনেক নতুন খবর জেনে নিয়েছিলেন।"

সন্তু হাসি চাপতে পারল না। জোজো এখন যা ইচ্ছে বলে যাবে। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। সে তবু বলল, "তোর বাবা সিংহের সঙ্গে কীভাবে কথা বললেন ? হালুম হালুম করে ?"

জোজো বলল, "তুই একটা ইডিয়েট ! জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে কথা বলতে গেলে চ্যাঁচামেচি করতে হয় না। মনে মনে বলতে হয়, অবশ্য ভাষাটা জানতে হয়।"

সন্তু হার স্বীকার করে বলল, "ও !"

অরিন্দম বলল, "সেবারে আর কী হয়েছিল ?"

জোজো বলল, "আর বিশেষ কিছু হয়নি। চল, হাতি দেখতে যাবি চল !"

খানিক দূরের আর একটা ঘরে রয়েছে একটা হাতি। দুটি পা লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা। হাতিটা তখন মনের আনন্দে একটা কলাগাছ খাচ্ছে।

জোজো বলল, "এটার পিঠে চাপবি ?"

সন্তু আর অরিন্দম দু'জনেই একই সঙ্গে বলে উঠল, "না, না, দরকার নেই।"

জোজো বলল, "কোনও অসুবিধে নেই। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। ভয়েরও কিছু নেই।"

সন্তু আর অরিন্দম দু'জনে আবার জোর দিয়ে 'না' বলল।

জোজো বলল, "হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। আগের বার আর-একটা কাণ্ড হয়েছিল। আগের বার ভুলে এই হাতিটার পিঠে চেপেই আমার পিসেশমাইয়ের বাড়ি চলে গিয়েছিলুম। তার ফলে গুলি খেয়ে মরছিলুম আর একটু হলে !"

সন্তু বলল, "কেন ? কে গুলি করতে এসেছিল ?"

"বাঃ, তোদের বলিনি যে আমার পিসেমশাই জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারেন না ! ওঁর বাড়িতে গোরু-ছাগল ঢোকে না, উনি কুকুর পোষেন না। বেড়াল নেই, ইঁদুর নেই, এমনকী আরশোলাও নেই।"

অরিন্দম বলল, "আরশোলাও নেই সে বাড়িতে ?"

"হ্যাঁ, আরশোলাও নেই, সত্যি !"

"তা হলে তো দারুণ কাণ্ড করেছেন বলতে হবে। আরশোলা তাড়ানো কি সোজা কথা ; শুনেছি অ্যাটমবোমায় পৃথিবী ধ্বংস হয়ে গেলেও আরশোলারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না !"

"আমার পিসেশমাই একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন, তার ভাইব্রেশানে আরশোলা-পোকামাকড়ও সব মরে যায়।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তোর পিসেশমাই তোকে দেখতে পেয়েও গুলি করতে এসেছিলেন ?"

জোজো বলল, "হয়তো আমাকে চিনতে পারেননি। আমি হাতির পিঠে চেপে ও বাড়ির গেটের দিকে এগোচ্ছি। এমন সময় শুনতে পেলুম ছাদের ওপর থেকে উনি চেঁচিয়ে বলছেন, 'আর এক পা এগোলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব গুলি করে !' আসলে অবশ্য কথাটা উনি নিজে বলেননি। ছাদে একটা ইলেকট্রনিক যন্ত্র ফিট করা আছে। কেউ কোনও জীব-জন্তু নিয়ে ওই বাড়ির এক শো গজের মধ্যে এলেই ওই যন্ত্র থেকে আপনি আপনি ওই রকম ভয় দেখানোর কথা বেরিয়ে আসে।"

সন্তু উৎসাহের সঙ্গে বলল, "চল, তোর পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা করে আসি।"

জোজো বলল, "এখনও যে উট দেখা বাকি আছে ?"

সন্তু অরিন্দম আর উট দেখতে রাজি নয়। তারা বাজিতে হেরে গেছে। তারা এখন অংশুমান চৌধুরীকে দেখতে চায়।

জোজো বলল, "চল তা হলে।"

বাড়িটা আধখানা নতুন, আধখানা পুরনো। পুরনো বাড়িটার মাঝখান দিয়েই নতুন একটা দোতলা বাড়ি উঠেছে, সেই বাড়িটার রং হলদে, আর পুরনো অংশটার দেওয়ালে শ্যাওলা জমে আছে। সেদিককার দেওয়াল ফাটিয়ে উঠেছে একটা বেশ তেজি অশত্থ গাছ। গাছটা বাড়ির ছাদটার কাছে ছাতার মতন হয়ে আছে। বাড়ির ছাদে টিভি অ্যান্টেনা ছাড়া আরও যন্ত্রপাতি রয়েছে।

বাড়ির লোহার গেটটা মস্ত বড়, কিন্তু মর্চে-ধরা। ওপরের দিকে বর্শা-বর্শা করা ছিল, তার মধ্যে ভেঙে গেছে কয়েকটা। গেটটা আধখানা খোলা, কাছাকাছি কেউ নেই। ভেতরে দেখা যায় খানিকটা বাগানের মতন, সেখানে একটা নাদুস-নুদুস চেহারার গোরু আপন মনে ঘাস খাচ্ছে।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "হ্যাঁরে, তোর পিসেমশাইয়ের বাড়িতে ঢুকতে গেলে কী আগে থেকে খবর দিতে হয় ? ছাদ থেকে কেউ গুলি টুলি করবে না তো !"

জোজো একটু ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বলল, "না, না, আমার নিজের পিসেমশাইয়ের বাড়ি। আমি যখন খুশি যেতে পারি। তবে, কথা হচ্ছে..."

জোজো থেমে যেতেই অরিন্দম বলল, "তবে মানে ?"

সে ভয়ে-ভয়ে ছাদের দিকে তাকাল।

জোজো বলল, "আমি ভাবছি লোহার গেটটা ইলেট্রিফায়েড ছিল। হাত দিলে যদি শক্ মারে?"

সন্তু ভেতর-দিকটা দেখেছিল। সে বলল, "এই জোজো, তুই যে বললি তোর পিসেমশাই কোনও জন্তু-জানোয়ার পছন্দ করেন না, বাড়িতে গোরু-ছাগল ঢোকে না? ওই যে দেখছি একটা গোরু?"

জোজো বলল, "তাই তো।"

সন্তু বলল, "এটাকে তো বাইরের গোরু মনে হচ্ছে না, মনে হচ্ছে পোষা!"

অরিন্দম বলল, "হ্যাঁরে, এটা ঠিক তোর পিসেমশাইয়ের বাড়ি তো? ভুল করে অন্য বাড়িতে আসিসনি?"

জোজো বলল, "বাঃ, আমার পিসেমশাইয়ের বাড়ি আমি চিনব না? কতবার এসেছি! হ্যাঁ, গোরুটার কথা মনে পড়েছে। তবে প্রত্যেকদিন সকালে এই গোরুটাকে কার্বলিক অ্যাসিড মাখিয়ে চান করানো হয়।"

সন্তু বলল, "তারপর বোধহয় পাউডারও মাখানো হয়। দেখছিস না ওর গা'টা কেমন ধপধপ করছে!"

জোজো চেঁচিয়ে ডেকে উঠল, "কেষ্ট! কেষ্ট!"

কয়েকবার এই রকম ডাকার পর বাড়ির ভেতরের দরজা খুলে একজন মাঝবয়েসি মহিলা মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

জোজো বলল, "কেষ্ট আছে?"

মহিলাটি এবারে বেরিয়ে এলেন। লাল পাড় সাদা শাড়ি পরা, হাতে একটা কাটারি।

তিনি বললেন, "কেষ্ট আবার কে? ও নামে তো কেউ এখানে থাকে না!"

সন্তু আর অরিন্দম তাকাল জোজোর দিকে। জোজো বলল, "এখানে বাগানের যে মালি ছিল..."

মহিলাটি বললেন, "বলছি তো কেষ্ট বলে কেউ নেই!"

জোজো বলল, "তা হলে বোধ হয় ওর নাম বিষ্টু!"

"এখানে কেষ্ট-বিষ্টু কেউ থাকে না!"

"ওঃ হো, মনে পড়েছে। তার নাম ভোলানাথ!"

"তুমি কি বাছা এখানে সব ঠাকুর-দেবতার নাম করতে এসেছ? ওই নামেও কেউ নেই!"

অরিন্দম ফিসফিস করে সন্তুকে বলল, "আর দরকার নেই, চল, ফিরে যাই!" সন্তুও মাথা নাড়ল।

অরিন্দম জোজোর পিঠে হাত দিতেই জোজো হো-হো করে হেসে উঠে হাত দিয়ে ঠেলে খুলে ফেলল লোহার গেটটা। তারপর ভেতরে ঢুকে বলল, "শিবুর মা, আমায় চিনতে পারছ না। আমি জোজো! পিসেমশাইয়ের সঙ্গে দেখা

করতে এসেছি !”

মহিলাটির ভুরু কোঁচকানো ছিল, আস্তে আস্তে তা সোজা হয়ে গেল। তারপর মুখে হাসি ফুটল। তিনি বললেন, “ওমা, জোজো! তাই তো, চিনতেই পারিনি, তোমার যে একটু-একটু গোঁপ উঠে গেছে! তারপর ওখানে দাঁড়িয়ে কী সব কেষ্ট-বিষ্টুর নাম বলছিলে!”

জোজো বন্ধুদের দিকে ফিরে বলল, “আয়!”

তারপর সে মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করল, “পিসেমশাই আছেন তো?”

মহিলা বললেন, “হ্যাঁ, আছেন। তবে ঘুমোচ্ছেন। রাত্তিরে তো ঘুমোন না, দুপুরে এই সময়টা ঘুমিয়ে নেন। তোমরা ওপরে গিয়ে বোসো গে!”

সন্তু অরিন্দমের দিকে তাকাল। জোজো আজ আগাগোড়াই নতুন কায়দা দেখাচ্ছে। সে এমনভাবে কথা বলছে যেন সন্তু আর অরিন্দম অবিশ্বাস করতে বাধ্য হয়। তারপর সবগুলোই মিলে যাচ্ছে। ইচ্ছে করে সে কেষ্ট আর বিষ্টুর নাম বলছিল।

বাড়ির ভেতর দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। সেখানে টানা একটা বারান্দার মাঝখানে একটা দরজা। সেই দরজা খুলে একটা ছাদ দেখা গেল, সেটা পুরনো বাড়ির অংশ। এই ছাদের ওপরেও ছাতা মেলে আছে অশত্থ গাছটা।

জোজো তার বন্ধুদের নিয়ে এল সেই ছাদে। সেখানে কয়েকটা বেতের চেয়ার ছড়ানো রয়েছে। আজ কলকাতায় বৃষ্টি হলেও এখানে বৃষ্টির কোনও চিহ্ন নেই।

জোজো বলল, “ব্যাস, আর কোনও চিন্তা নেই। পিসেমশাই আমাদের ফেরার ব্যবস্থা করে দেবেন। যদি একটু দেরিও হয়, সন্তু বাড়িতে খবর দিয়ে দেওয়া যাবে টেলিফোনে!”

সন্তু ছাদের এক পাশের দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে আছে। সেই দেওয়ালের মুখোমুখি সেঁটে রয়েছে দুটি বেশ তাগড়া চেহারার টিকটিকি। জোজো বলেছিল, ওর পিসেমশাই কোনও পোকামাকড়ও সহ্য করতে পারেন না, এ-বাড়িতে আরশোলাও নেই। তা হলে টিকটিকি রয়েছে কেন? অবশ্য টিকটিকি বাইরে থেকে চলে আসতে পারে। কিন্তু পোকামাকড় না থাকলে টিকটিকি আসবে কেন?

অশত্থ গাছটার ডালেও কিচির-মিচির করছে অনেক পাখি। জোজোর পিসেমশাই পাখি অপছন্দ করলেও কোনও উপায় নেই, আকাশ দিয়ে পাখির ওড়াওড়ি তো তিনি আটকাতে পারবেন না।

জোজো বলল, “ওই যে শিবুর মা'কে দেখলি, উনি নারকেল-কোরা, মুড়ি আর চিনি দিয়ে একটা চমৎকার খাবার তৈরি করেন। একটু বলে আসি, তোদের খিদে পায়নি?”

অরিন্দম বলল, "খুব ! শুধু মুড়ি-নারকেল কেন, আর কিছু পাওয়া যাবে না ?"

জোজো বলল, "দেখছি !"

জোজো নীচে নেমে চলে গেল। সন্তু আর অরিন্দম চেয়ারে না বসে দাঁড়াল এসে পাঁচিলের পাশে।

অরিন্দম বলল, "সন্তু, দেখছিস তো, আজ জোজো তোকে খুব ডাউন দিয়ে দিচ্ছে। যা যা বলছে সব মিলে যাচ্ছে।"

সন্তু বলল, "জোজোটার সত্যি খুব বুদ্ধি আছে। আমি ভাবছি, ওর পিসেমশাই মানুষটি কেমন হবেন ! শুনলাম তো, রাত্তিরে ঘুমোন না, দুপুরে ঘুমোন।"

অরিন্দম বলল, "বৈজ্ঞানিকরা ওইরকম হয় ! একটু পাগল না হলে বোধহয় বৈজ্ঞানিক হওয়া যায় না। আইনস্টাইন নাকি অন্য লোককে জিজ্ঞেস করতেন, আমি কি খেয়েছি ? আর নিউটন একটা খাঁচায় দুটো পাখি পুষে খাঁচাটার দুটো দরজা বানিয়েছিলেন। বড় দরজা বড় পাখিটার জন্য, আর ছোট পাখিটার জন্য একটা ছোট দরজা !"

সন্তু হেসে উঠল।

অরিন্দম বলল, "ওর পিসেমশাইয়ের গাড়ি আছে বলল জোজো। গাড়িটা কোথায় ? দেখছি না তো !"

জোজো তক্ষুনি ফিরে এসে বলল, "আসছে, অনেক রকম খাবার আসছে। প্রথমে আসছে ডাবের জল। আয়, চেয়ারে বসি।"

বেতের চেয়ারগুলোতে বসবার পর সন্তু আবার দেওয়ালটার দিকে তাকাল। টিকটিকি দুটো তখনও এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। অদ্ভুত প্রাণী এই টিকটিকি, সারাদিনে যে কতটুকু নড়াচড়া করে তার ঠিক নেই। দুটো টিকটিকি পরস্পরের দিকে এক দৃষ্টিতে চেয়ে কী দেখছে !

হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। টিকটিকি দুটো টপ্‌টপ্‌ করে দেওয়াল থেকে খসে পড়ে গেল মাটিতে। সন্তু অবাক হয়ে গেল। টিকটিকি তো এমনি-এমনি পড়ে যায় না। নীচে পড়ে গিয়েও ওরা নড়ছে না।

সন্তু চেয়ার ছেড়ে গিয়ে আরও অবাক হয়ে গেল। টিকটিকি দুটো উল্টো পড়ে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, ওদুটো মরে গেছে।

সন্তু চেঁচিয়ে বলল, "দ্যাখ, দ্যাখ !"

ওরা দু'জনও উঠে এল সন্তুর কাছে। সন্তু বলল, "দ্যাখ, দ্যাখ, এই টিকটিকি দুটো হঠাৎ এমনি এমনি মরে গেল !"

জোজো বলল, "টিকটিকি ? এ বাড়ির দেওয়ালে ? ও, বুঝেছি, তা হলে পিসেমশাই জেগে উঠেছেন ?"

অংশুমান চৌধুরী খুব রোগা আর লম্বা একজন মানুষ। গায়ের রং বেশ ফর্সা, মাথায় একটাও চুল নেই, দাড়ি-গোঁফ নেই, ভুরুর চুল সব পাকা, কিন্তু সেরকম বুড়ো থুরথুরে নন্। চোখ দুটি ঝকঝকে। তাঁর ঘরে অনেক কালের পুরনো একটা খাট, যার আর-এক নাম পালঙ্ক। খাটটি বেশ উঁচু, একটা টুলের ওপর পা দিয়ে সেটার ওপরে উঠতে হয়। সেটির সারা গায়ে কারুকার্য করা। ঘরের দেওয়ালে সোনালি ফ্রেমে বাঁধানো দুটি ছবি। একটি চাঁদের, আর একটি সূর্যের। দরজার পাশের দেওয়ালে, যেখানে আলো-পাখার সুইচ থাকে, সেখানে অন্তত কুড়ি-পঁচিশটা সুইচ।

অংশুমান চৌধুরী ঘুম থেকে উঠে তামাক খেতে লাগলেন। খাটের মাথার কাছে একটা বেশ বড় গড়গড়া। তার নলটা এত লম্বা যে, অংশুমান চৌধুরী সারা ঘরে পায়চারি করতে করতেও তামাক খেতে পারেন। তিনি পরে আছেন একটা ডোরাকাটা আলখাল্লা আর তাঁর পায়ের চটিজোড়া মনে হয় রুপো দিয়ে তৈরি। তিনি ঘুরে ঘুরে তামাক টানতে টানতে একটা গান ধরলেন, "এমন দিন কী হবে মা তারা..."। প্রত্যেকদিন বিকেলে এই সময় তাঁর গান গাওয়া অভ্যেস। তবে ওই একটি গান ছাড়া তিনি আর কোনও গান জানেন না।

দরজার কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে জোজো জিজ্ঞেস করল, "পিসেমশাই, আসব ?"

দারুণ চমকে গিয়ে অংশুমান চৌধুরী হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, "কে ?"

জোজো বলল, "পিসেমশাই, আমি জোজো। হঠাৎ চলে এলাম !"

অংশুমান চৌধুরী যেন বেশ রেগে গিয়ে কটমট করে তাকিয়ে রইলেন কয়েক মুহূর্ত। তারপর হেসে ফেলে বললেন, "তুই জোজো, তাই না ? আমি প্রথমে ভাবলুম বুঝি দাজু ! সে যখন-তখন এসে বড্ড বিরক্ত করে। তারপর তোর কী খবর বল ! তোর বাবা আর ক'জন রাজা-উজিরকে খতম করল ?"

জোজো বলল, "পিসেমশাই, আমার কলেজের দু'জন বন্ধুকে নিয়ে এসেছি।"

অংশুমান চৌধুরী চোখ থেকে চশমাটা খুলে সন্তু আর অরিন্দমকে দেখলেন ভাল করে। তারপর বললেন, "এসো, ভেতরে এসো !"

ঘরের মধ্যে মস্ত বড় খাটখানা ছাড়া আর রয়েছে একখানা ইজিচেয়ার। তার ওপরে একখানা সুন্দর কাশ্মিরী শাল জড়ানো। সন্তু আর অরিন্দম ভেতরে এসে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল।

জোজো তার পিসেশমাইয়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যেতেই তিনি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গিয়ে বললেন, "এই, এই, ছুঁস না আমাকে। ছুঁস না। তোর গায়ে কিসের গন্ধ, মনে হল জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ। নিশ্চয়ই ওই

সিংহ-টিংহগুলো দেখতে গিয়েছিলি !”

জোজো অপরাধীর মতন মাথা চুলকোতে লাগল।

সন্তু অবাকভাবে তাকাল অরিন্দমের দিকে। জোজোর পিসেশমাইয়ের এত তীব্র ঘ্রাণশক্তি ? ওরা সিংহটার কাছে একটুখানি দাঁড়িয়ে ছিল, তাতেই তাদের গায়ে এত গন্ধ হয়ে গেছে ! এরকম কথা সন্তু কখনও শোনেনি।

অংশুমান চৌধুরী নাক কুঁচকে বললেন, “জানিস না, আমি জন্তু-জানোয়ারের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারি না ! দ্যাখ, আমার ঘরে কোনও চামড়ার জিনিস নেই। আমি বেল্ট পরি না। চামড়ার জুতো পরি না !”

সন্তু আর অরিন্দম নিজেদের কোমরে হাত দিল। ওরা যদিও বাইরে জুতো খুলে রেখে এসেছে, কিন্তু ওদের কোমরে চামড়ার বেল্ট। এ-ঘরে সত্যিই কোনও চামড়ার জিনিস নেই।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, “ইচ্ছে করলে আমি ওই ম্যাজিশিয়ান ছোকরার পোষা সিংহ আর হাতিটাতিগুলোকে এখানে বসে বসেই মেরে ফেলতে পারি। ছোকরাকে আমি লাস্ট ওয়ার্নিং দেব। ও যদি ওগুলোকে কলকাতায় নিয়ে না যায়, তা হলে মেরে ফেলতেই হবে।”

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, “আমরা কি আমাদের বেল্ট বাইরে খুলে রেখে আসব ?”

অংশুমান চৌধুরী সে প্রশ্নের কোনও উত্তর না দিয়ে জোজোকে জিজ্ঞেস করলেন, “হঠাৎ বন্ধুদের নিয়ে বারুইপুরে এলি যে, এখানে কী দেখার আছে ?”

জোজো বলল, “আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্য নিয়ে এসেছি।”

অংশুমান চৌধুরী হেসে বললেন, “আমার সঙ্গে আলাপ ; এই বুড়োমানুষটার সঙ্গে কথা বলে ওদের কী ভাল লাগবে ?”

জোজো বলল, “আপনি একজন বিশ্ববিখ্যাত মানুষ !”

অংশুমান চৌধুরী হো হো করে হেসে বললেন, “বিশ্ববিখ্যাত বলছিস কেন ? বল্ মহাবিশ্ববিখ্যাত ! তা বিশুর মা তোদের কিছু খেতে টেতে দিয়েছে ? মুখচোখ তো শুকিয়ে গেছে দেখছি !”

জোজো বলল, “হ্যাঁ, আমরা খেয়েছি। পিসেমশাই, আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। আমার এই যে বন্ধুটাকে দেখছেন, ওর ডাক নাম সন্তু। ওর কাকার নাম রাজা রায়চৌধুরী। আপনি নাম শুনেছেন ? তিনি দু'একটা রহস্যের সমাধান করেছেন বলে কাগজে নাম বেরোয় মাঝে-মাঝে। আর সন্তুর পাশের জনের নাম অরিন্দম। ও আমার সঙ্গে বাজি ফেলে হেরে গেছে। ও বলেছিল...।”

অংশুমান চৌধুরী এতক্ষণ সন্তু বা অরিন্দমের দিকে ভাল করে তাকাননি। এবারে তিনি সন্তুর মুখের দিকে দারুণ অবাকভাবে চেয়ে রইলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, “রাজা রায়চৌধুরী তোমার কাকা ? রাজা রায়চৌধুরী

মানে সেই যার একটা পা ডিফেকটিভ ?"

সন্তু মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' জানাল।

অংশুমান চৌধুরী নিজের কপালে বাঁ হাত দিয়ে একটা চাপড় মেরে বললেন, "নিয়তি, নিয়তি ! জানতাম একদিন দেখা হবেই।"

"তারপর তিনি ঘরের কোনায় গিয়ে কাচের একটা আলমারির পাল্লা খুলে একটা জরিবসানো টুপি বার করে মাথায় পরলেন। আয়নায় নিজেকে ভাল করে দেখে টুপিটা ঠিকমতন বসাবার চেষ্টা করলেন একটুক্ষণ।

এবারে তিনি সন্তুর একেবারে কাছে চলে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাকাবাবু কি পুরোপুরি রিটায়ার করেছেন ? আজকাল আর কোনও সাড়াশব্দ পাই না ?"

সন্তু কিন্তু উত্তর দেওয়ার আগেই জোজো বলল, "না, উনি রিটায়ার করেননি তো ? এই তো কয়েকমাস আগে উনি ইজিপ্ট গিয়েছিলেন, পিরামিডের মধ্যে কী যেন আবিষ্কার করার জন্য। সন্তু সঙ্গে গিয়েছিল। কিন্তু কিছুই পাননি সেখানে। কী রে, ঠিক না ? এবারে ইজিপ্টে গিয়ে তো তোরা পিরামিডের মধ্যে কিছুই খুঁজে বার করতে পারসিনি। তাই না ? সোনাদানা কিছু পেয়েছিলি ?"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু গিয়েছিলেন, পিরামিডের মধ্যে দেওয়ালের গায়ে যেসব ছবি আঁকা আছে, তার ভাষা পড়তে। সোনাটোনা তো খুঁজতে যাননি। সোনা পেলেও আমরা নিতাম না।"

অংশুমান চৌধুরী ভুরু কুঁচকে বললেন, "পিরামিডের দেওয়ালের ভাষা ? ইয়রোগ্লিফিক্স ? রাজা রায়চৌধুরী আবার সে ভাষা পড়তে শিখল কখন ? ওটা তো আমার সাবজেক্ট !"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা পিসেমশাই, বাড়ির দেওয়ালে টিকটিকি বা আরশোলা বসলেও আপনি এই ঘরে বসেই মেরে ফেলেন কী করে ? সেটা আমাদের একটু দেখান না !"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওটা আর এমন কী ব্যাপার। এই যে সুইচগুলো দেখছিস, এর সঙ্গে প্রত্যেকটা ঘরের দেওয়ালের সঙ্গে যোগ আছে। যখনই আমি মন দিয়ে কাজ করি, তখন কোনও পোকামাকড়ের খারাপ গন্ধ আমার নাকে এলেই আমি সেই জায়গায় সুইচ টিপে দিই, অমনি সেখানকার মেঝেতে, দেওয়ালে, ছাদে এমনই ভাইব্রেশান হয় যে, কোথাও পোকামাকড় আর সেখানে টিকতে পারে না। ছেলেবেলায় একটা কাঁকড়াবিছে আমায় কামড়ে ছিল ! মানে, ওরা তো কামড়াতে পারে না, হুল ফুটিয়ে দেয়। সেই থেকে আমি কোনও পোকামাকড় সহ্য করতে পারি না।"

জোজো বলল, "আপনি তো কুকুর-বেড়ালও..."

"একবার একটা কুকুরও কামড়ে দিয়েছিল আমাকে। তখন আমি ঠিক

করেছিলুম, পৃথিবী থেকে সব কুকুর ধ্বংস করে দেব ! ইচ্ছে করলেও পারি ।”

কথাটা শুনে সন্তু একটু শিউরে উঠল। তার নিজের একটা পোষা কুকুর আছে। সে কুকুর ভালবাসে। একবার একটা কুকুর কামড়েছে বলে ইনি সব কুকুর ধ্বংস করে দিতে চান !

অংশুমান চৌধুরী আবার সন্তুর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি আমার এই টুপি-পরা চেহারাটা ভাল করে দেখে রাখো। তারপর বাড়ি ফিরে তোমার কাকাবাবুকে আমার কথা বলো ! তোমার কাকা রাজা রায় চৌধুরীকে আমি আমার জীবনের প্রধান শত্রু বলে মনে করি। দশ বছর আগে আমাদের দেখা হয়েছিল আফগানিস্তানে। তখন উনি একটা ব্যাপারে আমাকে হারিয়ে দিয়েছিলেন। সে অপমান আমি আজও ভুলিনি। আশা করি, এবারে আবার দেখা হবে। এবারে আমি শোধ নেব !"

তারপর তিনি হেসে সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বললেন, "তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমার কোনও ক্ষতি করব না !"

॥ ৩ ॥

জাতীয় গ্রন্থাগারে কাকাবাবু একটা দরকারি বইয়ের খোঁজে এসেছিলেন। এখানে অনেকেই তাঁর চেনা। প্রধান গ্রন্থাগারিক নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে গিয়ে চা খাওয়ালেন। তারপর কাকাবাবু বই দেখলেন অনেকক্ষণ ধরে। সেখান থেকে বেরুতে বেরুতে সন্ধে হয়ে গেল। গেটের বাইরে এসে তিনি একটাও ট্যাক্সি দেখতে পেলেন না। সাধারণত চিড়িয়াখানার সামনে এই সময় অনেক ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। পরপর দুটো বাস এল, তাতে দারুণ ভিড়। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে এরকম ভিড়ের বাসে উঠতে পারেন না। তিনি ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

এক সময় একজন মোটাসোটা চেহারার লোক তাঁর সামনে থমকে দাঁড়াল। বিগলিতভাবে হেসে বলল, "কেমন আছেন, স্যার ?"

তারপর সে নিচু হয়ে কাকাবাবুর এক পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

কাকাবাবু খুব বিব্রত বোধ করলেন। তিনি যাকে-তাকে প্রণাম করেন না, যার-তার প্রণাম নেওয়াও পছন্দ করেন না। তিনি একটুখানি পিছিয়ে গেলেন।

লোকটি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "কোথায় গেছিলেন, স্যার ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই একটু ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে..."

লোকটি কাকাবাবুর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আস্তে-আস্তে বলল, "আপনাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি, আপনার সঙ্গে আমার জরুরি দরকার আছে।"

কাকাবাবু এবারে একটু কড়া গলায় বললেন, "কিন্তু আমি এখন একটু ব্যস্ত

আছি। দরকার থাকলে আপনি আমার বাড়িতে এসে দেখা করবেন।"

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "আপনার ঠিকানাটা..."

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে দিয়ে বললেন, "এই যে, এতে আমার ঠিকানা পাবেন।"

লোকটি কার্ডটা উল্টেপাল্টে দেখে নিয়ে বলল, "বাঃ! খুব উপকার হল। দেখা করব একদিন। সত্যি খুব দরকার।"

লোকটি আর দাঁড়াল না, হনহন করে চলে গেল ডান দিকে। কাকাবাবু সেদিকে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। কে লোকটা, আগে কোথাও দেখেছেন কি না কিছুই মনে পড়ল না।

পুলিশ কমিশনার বলেছিলেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, দিনকাল ভাল নয়। আপনি একলা-একলা রাস্তায় বেরোবেন না। বিশেষত সন্ধের পর। আপনার তো শত্রু কম নয়, কে কখন প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবে, তার ঠিক কী! যদি চান তো আপনার একজন বডিগার্ড ঠিক করে দিতে পারি।"

কাকাবাবু পুলিশ কমিশনারের এই প্রস্তাব উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সব সময় সঙ্গে একজন বডিগার্ড নিয়ে ঘোরার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না। তাঁর ওপর অনেকের রাগ আছে বটে। তিনি গুপ্তচক্র ভেঙেছেন, অনেক বদমাশকে জেলে ভরেছেন। তাদের সঙ্গী সাথীরা তাঁর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু কাকাবাবুর ধারণা, যে মানুষ নিজে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না, তার ঘর থেকে বেরোনোই উচিত না।

আরও মিনিটপাঁচেক দাঁড়াবার পর কাকাবাবুর ধৈর্য নষ্ট হয়ে গেল। ট্যাক্সি পাওয়ার আর আশা নেই। কাকাবাবু হাঁটতে লাগলেন। ময়দানের দিকে গেলে নিশ্চয়ই ট্যাক্সি পাওয়া যাবে।

ক্রাচে ভর দিয়ে তিনি হাঁটতে লাগলেন আস্তে-আস্তে। চিড়িয়াখানার পাশ দিয়ে এসে তিনি ব্রিজের ওপর উঠতে লাগলেন। সন্ধে হয়ে এসেছে। রাস্তার দু'দিকে ছুটন্ত গাড়ির হেডলাইট। এইখানটায় কেমন যেন বুনো-বুনো গন্ধ পাওয়া যায়। 'ক্যাঁকাও ক্যাঁকাও' করে কী একটা পাখি ডেকে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে। কাকাবাবু ভাবলেন, অনেকদিন চিড়িয়াখানায় আসা হয়নি। মাঝে-মাঝে এলে মন্দ হয় না। চিড়িয়াখানায় এলে নতুন করে বোঝা যায়, এই পৃথিবীতে মানুষ ছাড়াও কতরকম প্রাণী আছে!

ব্রিজটার মাঝামাঝি যখন এসেছেন, তখন তাঁর পাশে একটি ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। সেটা খালি। ড্রাইভারটি মুখ বার করে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, কোথায় যাবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "হাওড়া স্টেশনেও যেতে পারি, টালিগঞ্জেও যেতে পারি। যেখানে আমার খুশি।"

ড্রাইভারটি বলল, "উঠে পড়ুন।"

কাকাবাবু তবু জিজ্ঞেস করলেন, "আমি যেখানে যেতে চাইব, সেখানেই যাবেন তো ?"

ড্রাইভারটি বলল, "নিশ্চয়ই !"

কাকাবাবু এবারে দরজা খুলে ভেতরে এসে বললেন, "আপনি কি দেবদূত ? আজকাল তো ট্যাক্সিওয়ালারা সন্ধের পর কোথাও যেতে চায় না !"

ড্রাইভারটি হেসে বলল, "আমি তো আপনাকে চিনি। আমার গাড়িতে আপনি অনেকবার চেপেছেন। এখন কোথায় যাবেন, বলুন স্যার।'

কাকাবাবু তাকে বাড়ির ঠিকানা জানালেন। তাঁর মনটা খুশি হয়ে গেল। কলকাতা শহরটা তা হলে একেবারে খারাপ হয়ে যায়নি। পুলিশ কমিশনার তাঁকে বিপদের ভয় দেখিয়েছিলেন, আবার এরকমও তো হয়, সন্ধেবেলা এক ট্যাক্সিওয়ালা অযাচিতভাবে তাঁকে বাড়ি পৌঁছে দিতে চান। কিংবা তিনি খোঁড়া বলেই কি ট্যাক্সিওয়ালাটির মায়া হয়েছে ? সেটাও খারাপ কিছু নয়। অনেক সময় তো এরা অসুস্থ লোককেও নিতে চায় না।

বাড়িতে ফিরেও মনটা খুশি-খুশি রইল। দরজা দিয়ে ঢোকার পর তাঁর বউদি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু তোমার সঙ্গে যায়নি ?"

কাকাবাবু বললেন "না তো ? আমি দুপুরে ন্যাশনাল লাইব্রেরি গিয়েছিলাম।"

বউদি বললেন, "সাতটা বেজে গেল, সন্তু এখনও ফিরল না !"

কাকাবাবু কিছু না বলে হাসলেন। সন্তু এখন কলেজে পড়ে, মাঝে মাঝে একটু-আধটু দেরি তো হতেই পারে। ও তো আর ছোট ছেলেটি নেই।

তিনি উঠে গেলেন ওপরে।

সন্তু ফিরল রাত ন'টার একটু পরে। মায়ের বকুনি ভাল করে না শুনেই সে ছটফটিয়ে বলল, "দাঁড়াও, পরে সব বলছি। কাকাবাবুর সঙ্গে আমার খুব দরকারি কথা আছে।"

দুমদাম করে ওপরে ছুটে এসে সে বলল, "কাকাবাবু, তুমি অংশুমান চৌধুরীকে চেনো ? আজ তাঁর সঙ্গে..."

কাকাবাবু রিভলভিং চেয়ার ঘুরিয়ে বললেন, "হাঁপাচ্ছিস কেন ? জামাটা ঘামে ভিজে গেছে। যা, আগে জামা-টামা খুলে চান করে আয় !"

কিন্তু সন্তুর এক মিনিটও তর সইছে না। সে এক্ষুনি বারুইপুরের ঘটনাটা কাকাবাবুকে জানাতে চায়। সে আবার কিছু বলার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু আবার বাধা দিয়ে বললেন, "উঁহু, এখন আমি কিছু শুনতে চাই না। আগে চানটান করে, খাবার খেয়ে, সেই সঙ্গে তোর মায়ের বকুনি খেয়ে তারপর আয়। তখন সব শুনব।"

চেয়ার ঘুরিয়ে কাকাবাবু আবার বই পড়ায় মন দিলেন।

সন্তুকে বাধ্য হয়ে নীচে গিয়ে বাথরুমে ঢুকতে হল। আবার সে ওপরে উঠে

এল প্রায় আধঘন্টা বাদে।

কাকাবাবু বললেন, "বোস ! এবার বল, কলেজ থেকে কোথায় গিয়েছিলি ?"

সন্তু কাকাবাবুর কাছে একটা মোড়া টেনে নিয়ে বসে পড়ে বলল, "দুপুরে কলেজ থেকে আজ হঠাৎ বারুইপুরে চলে গিয়েছিলুম আমার দুই বন্ধুর সঙ্গে। সেখানে..."

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "ট্রেনে গিয়েছিলি, না বাসে ?"

সন্তু বলল, "ট্রেনে। আমার বন্ধু জোজোর পিসেমশাই থাকেন সেখানে। তাঁরই নাম অংশুমান চৌধুরী। তিনি নাকি একজন বৈজ্ঞানিক।"

কাকাবাবু বললেন, "তারপর, তিনি কী বললেন ?"

সন্তু উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে বলল, "তুমি তাঁকে চেনো না ? নাম শুনে কিছু মনে পড়ছে না ?"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "তোর বন্ধুর পিসেমশাইকে আমি চিনব কী করে ?"

"উনি যে বললেন, উনি একজন খুব বড় বৈজ্ঞানিক ?"

"তা হতে পারে। কিন্তু সব বৈজ্ঞানিককে তো আমি চিনি না !"

"উনি তোমাকে চেনেন। তোমার নাম জানেন !"

"কেমন চেহারা ভদ্রলোকের ?"

"অংশু মানে তো চাঁদ। ওর মাথাটা চাঁদের মতন !"

"তার মানে ?"

"ফর্সা মাথাটা ঠিক চাঁদের মতন চকচকে। একটাও চুল নেই। উনি বেশ লম্বা। আর রোগা।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ ভুরু কুঁচকে চিন্তা করে বললেন, "নাঃ, এরকম চেহারার কোনও লোককে চিনি বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল আফগানিস্তানে। বেশ কয়েক বছর আগে। ও হ্যাঁ, তখন ওঁর মাথায় টুপি ছিল। বাইরে বেরোবার সময় উনি নিশ্চয়ই টুপি পরেন। উনি বললেন, তুমি ওঁর কথা শুনলেই সব বুঝতে পারবে।"

কাকাবাবু আপনমনে বললেন, "আফগানিস্তানে ? টুপি পরা বাঙালি ? কী জানি ! আফগানিস্তানে তো আমি বেশ কয়েকবার গেছি ! সেরকম কোনও বাঙালির সঙ্গে দেখা হলেও হতে পারে। এখন মনে পড়ছে না ! তুই এত উত্তেজিত হচ্ছিস কেন, সন্তু ? ভদ্রলোককে যে আমার মনে পড়তেই হবে, তার কী মানে ?"

সন্তু চোখ বড় বড় করে বলল, "কারণ আছে, কারণ আছে ! ওই অংশুমান চৌধুরী তোমার শত্রু !"

কাকাবাবু হা হা করে অট্টহাসি হাসলেন এবারে !

সন্তু বলল, "তুমি বিশ্বাস করছ না ? উনি নিজের মুখে বললেন সেকথা।

তুমি ওর জীবনের সব চেয়ে বড় শত্রু !”

কাকাবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, “বড়-বড় ক্রিমিনালরা আমাকে শত্রু বলে মনে করতে পারে। কিন্তু তোর বন্ধুর পিসেমশাই, তিনি আবার বড় বৈজ্ঞানিক, তিনি আমার শত্রু হতে যাবেন কেন ?”

সন্তু বলল, “দশ বছর আগে তুমি আফগানিস্তানে কী একটা ব্যাপারে ওঁকে হারিয়ে দিয়ে অপমান করেছিলে।”

কাকাবাবু বললেন, “ধ্যাৎ ! কী সব বাজে কথা ! তুই এখন যা তো ! ওসব নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না। ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তোর সঙ্গে রসিকতা করেছেন।”

সন্তু আরও অনেক কিছু বলতে গেল, কিন্তু কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে থামিয়ে দিয়ে আবার বই পড়ায় মন দিলেন।

সন্তু ক্ষুণ্ণভাবে ফিরে গেল নিজের ঘরে।

পরদিন সকালবেলা সন্তু কলেজে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছে এমন সময় একজন লোক এসে খোঁজ করল কাকাবাবুর। কাকাবাবু প্রত্যেক সকালবেলা বেড়াতে বেরোন, কোনও-কোনও দিন দু'চারজন লোকের সঙ্গে দেখা করে একটু দেরিতে ফেরেন। আজ তিনি এখনও ফেরেননি।

লোকটি বলল, সে এসেছে বারুইপুর থেকে। কাকাবাবুর জন্য একটা জিনিস আছে। সই করে সেটা রাখতে হবে।

জিনিসটা একটা ছোট্ট পিচবোর্ডের বাক্স। তার ওপরে লেখা, “টু রাজা রায়চৌধুরী। ফ্রম অংশুমান চৌধুরী, বারুইপুর।”

সন্তু বলল, “আমি সই করে রাখলে চলবে না ?”

লোকটি মাথা নাড়ল। অর্থাৎ তাতেও হবে।

লোকটি যাওয়ার পর সন্তু আর কৌতূহল সামলাতে পারল না। খুলে ফেলল বাক্সটা।

প্রথমে সন্তুর মনে হল বাক্সটার মধ্যে কিছুই নেই। একেবারে ফাঁকা। কেউ ঠাট্টা করে পাঠিয়েছে। তারপর সে ভাল করে দেখল, তলায় এক কোণে পড়ে আছে কয়েকটা চুল। মানুষের চুল বলেই মনে হয়।

একতলার ঘরে খেতে বসে সন্তু উদগ্রীব হয়ে প্রতীক্ষা করতে লাগল কাকাবাবুর জন্য। একটা বাক্সের মধ্যে শুধু কয়েকটা চুল পাঠাবার মানে কী ? এটা দেখে কাকাবাবু কী বলবেন ? ওঁর কি কোনও কথা মনে পড়ে যাবে ?

সাড়ে দশটার মধ্যেও কাকাবাবু ফিরলেন না। সন্তু আর অপেক্ষা করতে পারছে না। তাকে কলেজে যেতেই হবে।

যাওয়ার সময় সে মাকে বলে গেল, “মা, কাকাবাবু এলেই এই বাক্সটা দেখিও। খুব দরকারি !”

রাস্তায় বেরিয়ে দৌড়ে গিয়ে বাসে ওঠবার আগেও সন্তু একবার এদিক ওদিক

তাকিয়ে দেখল, কাকাবাবুকে দেখা যায় কি না। দেখা গেল না। সন্তুর চিন্তার মধ্যে একটা দারুণ কৌতূহল রয়ে গেল।

কাকাবাবু ফিরলেন আরও এক ঘন্টা বাদে, সঙ্গে দু'জন ভদ্রলোককে নিয়ে। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওপরে উঠে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মা ডেকে বললেন বাক্সটার কথা।

কাকাবাবু বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে ওপরে লেখা নামগুলো পড়লেন। তারপর বাক্সটা খুলে তিনি কিছুই দেখতে পেলেন না। চুলগুলো তাঁর নজরে পড়ল না। তিনি ভুরু কুঁচকে কিছু একটা ভাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বেশি সময় খরচ করলেন না।

তিনি বিশেষ আগ্রহ না দেখিয়ে বাক্সটা বসবার ঘরের একটা টেবিলের ওপর রেখে দিলেন। তারপর রান্নার ঠাকুরকে বললেন, "তিন কাপ কফি চাই, আমার ঘরে দিয়ে এসো!"

দোতলায় কাকাবাবুর ঘরে একটা লম্বা সোফা ও কয়েকটা চেয়ার রয়েছে। বিশেষ কাজের কথা থাকলে তিনি কোনও-কোনও লোককে ওপরের ঘরে নিয়ে আসেন। আজ যাঁরা কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছেন, তাঁরা দু'জনেই অবাঙালি। এর মধ্যে একজনের নাম মাধব রাও, ইনি এ বাড়িতে আগেও এসেছেন দু-একবার। ইনি পরে আছেন পা জামা পাঞ্জাবি, অন্য লোকটি বেশ হৃষ্ট-পুষ্ট, সাফারি সুট পরা, সোফায় বসে তিনি একটি চুরুট ধরালেন।

কাকাবাবু একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেই লোকটির দিকে। তারপর বললেন, "মাফ করবেন, এখানে চুরুট না খেলে কি আপনার খুব অসুবিধে হবে?"

লোকটি তাড়াতাড়ি ঠোঁট থেকে চুরুটটা নামিয়ে বললেন, "না, মানে, কেন বলুন তো! আপনার এখানে বুঝি..."

কাকাবাবু লজ্জিতভাবে বললেন, "আসলে ব্যাপার কী জানেন, আমি নিজে একসময় খুব চুরুট খেতাম। একসময় প্রতিজ্ঞা করে ছেড়ে দিয়েছি। কিন্তু চুরুট সম্পর্কে দুর্বলতাটা ছাড়তে পারিনি। সামনে কেউ চুরুট টানলে, সেই গন্ধটা নাকে এলে আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। কাজের কথায় মন বসাতে পারি না।"

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে সামনের অ্যাশট্রেতে চুরুটটা নিভিয়ে দিয়ে বললেন, "না, না, থাক। আগে কাজের কথা হয়ে যাক।"

তিনি তাকালেন মাধব রাও-এর দিকে। অর্থাৎ কথাবার্তা মাধব রাও-ই চালাবেন।

মাধব রাও একটু ইতস্তত করে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, প্রথমেই আমি বলে রাখি, আমাদের প্রস্তাবটা শুনে আপনার একটু অদ্ভুত লাগতে পারে। কিন্তু আপনি চট করে রেগে যাবেন না। আমাদের কথাটা আপনি একটু মন দিয়ে

শুনুন। তারপর ভাল মন্দ যা হয় আপনার মতামত জানাবেন। এর আগে আমি দু'একবার আপনার কাছে এসেছি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে। কিছু কিছু ব্যাপারে সাহায্য চাইবার জন্য। কিন্তু এখন আমি রিটায়ার করেছি। সুতরাং এবারে আমি সরকারি পক্ষ থেকে আসিনি।"

কাকাবাবু কোনও কথা না বলে মাথা নাড়লেন।

মাধব রাও আবার বললেন, আমার সঙ্গে যিনি এসেছেন, তাঁর একটু পরিচয় দিই। এঁর নাম অনন্ত পট্টনায়ক, ওড়িশার একজন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং আমার বন্ধু। ওঁদের পরিবার খুব নামকরা পরিবার। সম্বলপুরে ওঁদের বাড়িতে বহু পুরনো মূর্তি ও ছবির সংগ্রহ আছে। আপনি যদি চান, আপনাকে সেখানে একবার নিয়ে গিয়ে সব দেখাতে চাই।"

মাধব রাও কথা বলছেন ইংরেজিতে। এবারে অনন্ত পট্টনায়ক ভাঙা বাংলায় বললেন, "আপনার জন্য সব সময় নেমন্তন্ন রইল। আপনি যদি চান তো আপনাকে গাড়ি করে নিয়ে যেতে পারি কলকাতা থেকে। এই সপ্তাহে যেতে পারবেন ?"

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, "না, এক্ষুনি তো যাওয়া হবে না। পরে যদি কোনও সুযোগ হয় নিশ্চয়ই যাব।"

মাধব রাও এবারে জিজ্ঞেস করলেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি কখনও মধ্য প্রদেশের বস্তার জেলায় গেছেন ? ওদিকটা সম্পর্কে আপনার কোনও ধারণা আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, একবার গিয়েছিলাম, প্রায় বছর পনেরো আগে, তখন আমার দুটো পা-ই ভাল ছিল। অনেক ঘুরেছিলুম জঙ্গলে আর পাহাড়ে।"

মাধব রাও বললেন, "আপনি অবুঝমার পাহাড়ের দিকেও গিয়েছিলেন, যেখানে সহজে কেউ যেতে চায় না। ওখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে আপনি কয়েকদিন ওদের মধ্যে ছিলেন।"

কাকাবাবু একটু অবাক হয়ে ভুরু তুলে বললেন, "সে-কথা আপনি জানলেন কী করে ?"

"সেবার আপনার সঙ্গে পলাশ নন্দী বলে একটি ছেলে গিয়েছিল, দিল্লিতে সেই ছেলেটি কিছুদিন আমার আন্ডারে চাকরি করেছে, তার কাছ থেকে আপনার এই অভিযানের গল্প শুনেছি।"

"তা হলে আপনি জিজ্ঞেস করলেন কেন, আমি কখনও বস্তার জেলায় গেছি কি না ?"

মাধব রাও শুকনোভাবে হেসে ওঠে বললেন, "অনেকদিন আগে গিয়েছিলেন তো, আপনার মনে আছে কি না...তা ছাড়া এইভাবেই তো কথাবার্তা শুরু করতে হয়।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে এবারে আসল কাজের কথা হোক।"

মাধব রাও বললেন, "ওই বস্তার জেলায় ঝুংগি নামে একটা জায়গা আছে। সেটা জগদীশপুর থেকে একশো মাইল দূরে। সেখানে একজন আদিবাসী থাকে, তারা কিন্তু মারিয়া কিংবা মুরিয়া নয়, তারা আলাদা, তাদের নাম রোরো। এই রোরোদের মন্দিরে একটা মূর্তি অছে। কিন্তু সেখানে ওরকম কোনও মূর্তি থাকবার কথাই নয়। সেটা সূর্যমূর্তি। ভুবনেশ্বর টেম্পলের দেওয়ালে যেরকম একটি গামবুট-পরা পুরুষের মূর্তি আছে। অবিকল সেই রকম।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সেই মূর্তিটা আপনি নিজের চোখে দেখেছেন?"

মাধব রাও বললেন, "না, আমি নিজের চোখে দেখিনি। তবে ছবি দেখেছি। কিছুদিন আগে পল হাউসমান নামে একজন বিদেশি ওই মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের নিয়ে একটি বই বার করেছেন, সেই বইতে ওই মন্দিরের ছবি। মূর্তির ছবি। রোরোদের গ্রামের ছবি সব আছে। আপনাকে দেখাবার জন্য বইটা আমরা সঙ্গে এনেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "কিন্তু মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের গ্রামে কী মূর্তি রয়েছে তার সঙ্গে আপনাদের এখানে আমার আছে আসার সম্পর্ক কী তা তো বুঝতে পারছি না?"

মাধব রাও ভুরু তুলে খুব আশ্চর্য হবার ভাব দেখিয়ে বললেন, "ওই রকম জায়গায় গামবুট-পরা সূর্যের মূর্তি কী করে গেল, সে কথা জানার জন্য আপনার কৌতূহল হচ্ছে না?"

কাকাবাবু বললেন, "তার চেয়েও বেশি কৌতূহল হচ্ছে আপনারা আমার কাছে কী চান তা জানবার জন্য!"

মাধব রাও এবারে অনন্ত পট্টনায়কের দিকে তাকালেন। তিনি একটু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, "রায়চৌধুরীবাবু, ওই মূর্তিটা ছিল আমাদের বাড়ির সম্পত্তি। বেশ কিছু বছর আগে ওটা আমাদের বাড়ি থেকে চুরি গেছে। বাড়িরই কোনও কাজের লোক ওটা চুরি করছিল বলে আমাদের বিশ্বাস। আমার বাবা তার ডায়রিতে এই মূর্তির কথা লিখে গেছেন। এতদিন ওই মূর্তিটার কোনও খোঁজ ছিল না। এখন পল হাউসমানের বইয়ের ছবি দেখে বোঝা গেল, আমাদের পারিবারিক সম্পত্তিটিই ওখানে পৌঁছে গেছে কোনওভাবে।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওই মূর্তিটা আপনাদের বাড়িতে এসেছিল কীভাবে? তার কোনও রেকর্ড আছে?"

অনন্ত পট্টনায়ক বললেন, "না, তা নেই।"

মাধব রাও বললেন, "আপনি যা ভাবছেন তা নয়। ওই রকম মূর্তি আদিবাসীদের পক্ষে বানানো সম্ভব নয়। ওরা নিজেরা এখন জুতো পরতেই

জানে না, ওরা কি গামবুট পরা কোনও দেবতার মূর্তি বানাতে পারে ? ওটা চোরাই মূর্তি।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের বাড়ি থেকে মূর্তি চুরি গেছে পুলিশে খবর দিন। পুলিশ সেটা উদ্ধার করে দেবে।"

অনন্ত পট্টনায়ক বললেন, "কিন্তু ওই মূর্তিটা যে চুরি গেছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে। আমার ঠাকুরদার আমলে। তখন তো কিছু করা হয়নি। এতদিন পরে ও কথা বললে আর কে বিশ্বাস করবে ? তবে, মূর্তিটা আমাদেরই। ওরকম নীল পাথরের সূর্য মূর্তি আর কোথাও নেই।"

মাধব রাও বললেন, "আমি মধ্যপ্রদেশের পুলিশের আই জি-র সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তিনি বললেন, আদিবাসীদের গ্রাম থেকে ওই মূর্তি উদ্ধার করতে গেলে দাঙ্গা লেগে যাবে। ওরা যদি একবার খেপে যায়, তা হলে পুলিশকেও পরোয়া করে না।"

কাকাবাবু বললেন "সে তো ঠিকই বলেছেন তিনি।"

মাধব রাও বললেন, "সেই জন্যই আপনার কাছে আসা। আপনি ওই সব আদিবাসীদের মধ্যে ঘুরেছেন। ওদের সঙ্গে থেকেছেন। ওই মূর্তিটা আদিবাসীদের গ্রামে কী করে গেল, সে রহস্য একমাত্র আপনিই সমাধান করতে পারেন।"

অনন্তবাবু বললেন, "আপনি যদি মূর্তিটি উদ্ধারের ব্যবস্থা করে দেন, তা হলে আপনার কাছে আমরা চিরকৃতজ্ঞ থাকব। এজন্য আপনার খরচখরচা যা লাগবে, সব আমরা দিয়ে দেব তো বটেই। আমরা একলক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ করতে রাজি আছি!"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আচ্ছা নমস্কার। আপনারা এবারে আসুন। আমাদের কথাবার্তা শেষ হয়ে গেছে।"

মাধব রাও বললেন, "এই রে, এই রে, আপনি রেগে যাচ্ছেন ? প্রথমেই তো বলেছি, আমাদের সব কথা শুনুন আগে..."

কাকাবাবু এবারে তীব্র স্বরে বললেন, "আপনাদের সব কথা আমার শোনা হয়ে গেছে। আপনারা আমাকে আদিবাসীদের গ্রাম থেকে একটা মূর্তি চুরি করতে বলছেন ? চোর হিসেবে আমার এমন সুনাম আছে, তা তো জানতুম না!"

মাধব রাও বললেন, "আরে, ছি ছি ছি, আপনি শুধু শুধু ভুল বুঝছেন আমাদের। আপনি নানারকম অদ্ভুত রহস্যের সমাধান করেন, সেই জন্যই ভেবেছিলাম, আদিবাসীদের গ্রামে গামবুট-পরা একটি মানুষের মূর্তি কী করে গেল, সেই রহস্য সম্পর্কে আপনি কৌতূহলী হবেন। তারপর...ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে...ওদের ক্ষতিপূরণ...ওদের মন্দিরের জন্য আলাদা মূর্তি গড়িয়ে দিয়ে তারপর যদি আমাদের মূর্তিটা উদ্ধার করা যায়...আমার বন্ধু সেই কথাই

বলছিলেন ! আপনাকে আমরা শ্রদ্ধা করি...

কাকাবাবু বললেন, "ধন্যবাদ। আমার সব কথা শোনা হয়ে গেছে। আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড !"

অনন্তবাবু বললেন, "শুনুন, ওই মূর্তিটা যে আমাদেরই পরিবারের সম্পত্তি, সে সম্পর্কে যদি একটা প্রমাণ আপনাকে এনে দেখাতে পারি ?"

কাকাবাবু তাঁর চোখে চোখ রেখে বললেন, "বললুম না, আই অ্যাম নট ইন্টারেস্টেড অ্যাট অল। আমার সময়ের দাম আছে।"

এই সময় রঘু এসে হাজির হল তিন কাপ কফি নিয়ে।

তাতে কাকাবাবুর মেজাজ আরও চড়ে গেল। এত দেরি করে কফি আনবার কোনও মানে হয় ? এখন এই লোক দুটিকে কফি না খাইয়ে বিদায় করে দেওয়াটা অভদ্রতা। অথচ এই লোকদুটির সঙ্গে তাঁর আর এক মুহূর্তও সময় কাটাবার ইচ্ছে নেই।

মাধব রাও এবং অনন্ত পট্টনায়কও উঠে দাঁড়িয়েছেন। কাকাবাবু শুকনো গলায় বললেন, "কফিটা খেয়ে যান।

মাধব রাও হেসে বললেন, "ধন্যবাদ, এখন কফি খেতে গেলে গলায় বিষম লাগবে। আর একদিন এসে কফি খাব।"

অনন্ত পট্টনায়ক বললেন, "আমি কফি খাই না। মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি এত রেগে গেলেন কেন বুঝলাম না। আপনার কাছে আমরা একটা প্রস্তাব নিয়ে এসেছি, আপনি তাতে রাজি হতে পারেন, নাও হতে পারেন। ব্যাস, এইটুকুই ! আপনি রাজি না হলে ফুরিয়ে গেল !"

কাকাবাবু অতিকষ্টে রাগ দমন করে বললেন, "আমি যদি রূঢ় ব্যবহার করে থাকি, সে জন্য মাপ চাইছি। এ-ধরনের কাজ আমি করি না। আপনারা অন্য কারও কাছে যান।"

লোক দুটি চলে যাওয়ার পরেও কাকাবাবু ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। তাঁর মাথাটা জ্বলছে। তিনি একটি বই খুলে পড়বার চেষ্টা করলেন, তাঁর মন বসল না।

একটু পরে স্নান করে, খেয়ে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। ফিরলেন অনেক রাতে।

কলেজ থেকে ফিরেই সন্তু দেখল, বারুইপুর থেকে পাঠানো সেই বাক্সটা বসবার ঘরেই পড়ে আছে। সে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ছটফট করছিল। কাকাবাবু যখন ফিরলেন, তখন সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরদিন সকালে বারুইপুর থেকে একটি লোক আবার ঠিক ওই রকম একটি বাক্স নিয়ে এল !

আজ সন্তুর কলেজ ছুটি, আজ সে কাকাবাবুর সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলবে। অংশুমান চৌধুরী এসব কী অদ্ভুত জিনিস পাঠাচ্ছেন ? ভদ্রলোকের

চোখের দৃষ্টি সেদিন সন্তুর ভাল লাগেনি। কাকাবাবুর ওপর খুব রাগ। উনি কাকাবাবুর কিছু একটা ক্ষতি করবার চেষ্টা করবেন নিশ্চয়ই। অথচ ওঁর কথা সন্তুর মুখে শুনে কাকাবাবু একটুও পাত্তাই দিলেন না।

আজ যে বাক্সটা পাঠিয়েছেন, সেটার মধ্যেও প্রায় কিছুই নেই বলতে গেলে। চৌকো কাগজের বাক্সটা সুন্দরভাবে প্যাক করা, ওপরে কাকাবাবুর নাম লেখা। কিন্তু ভেতরে যে জিনিসটা রয়েছে, সেটা কেউ এরকম প্যাকেট করে পাঠাতে পারে, তা বিশ্বাসই করা যায় না। একটুখানি আলুর তরকারি! দু'তিন টুকরো আলু, তাতে মশলা মাখানো, কিন্তু ঝোল নেই, একেবারে শুকনো।

প্রথম দিন এল দু'তিনটে মানুষের চুল। তারপর এক চিমটে আলুর তরকারি। এর তো মাথা মুণ্ডু কিছুই বোঝা যায় না। কালকের বাক্সটা দেখে কাকাবাবু কোনও মন্তব্যও করেননি, কিন্তু সন্তু যে এই ব্যাপারটা কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারছে না।

কাকাবাবু এখনও মর্নিং ওয়াক থেকে ফেরেননি। দরজার কলিং বেল শুনে সন্তু ছুটে গেল। খাকি প্যান্ট ও হাফ-শার্ট পরা একজন পিওন শ্রেণীর লোক দাঁড়িয়ে আছে। সে জিজ্ঞেস করল, "ইয়ে রাজা চৌধুরী বাবুকা কোঠি হ্যায়? সাহাব হ্যায় ঘর মে?"

সন্তু বলল, "না, সাহেব আভি নেহি হ্যায়। আপকা কেয়া জরুরৎ হ্যায়?"

লোকটি বলল, "হামারা সাহাব রায় চৌধুরী বাবুকো বুলায়া।"

সন্তু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপকা সাহাব কৌন হ্যায়?"

লোকটি পকেট থেকে একটা ভাঁজ করা কাগজ বার করে সন্তুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, "ইসমে লিখা হ্যায়। রায়চৌধুরীবাবু লৌটনেসে তুরন্ত ইধার যানে বলিয়ে! বহুতই আর্জেন্ট হ্যায়।"

লোকটি কাগজটা দিয়ে চলে গেল। কাগজটি খুলে সন্তু আর-একপ্রস্থ অবাক হল। একটা সাধারণ হ্যান্ডবিল। পার্কস্ট্রিটের একটা কাপড়ের দোকানের নাম লেখা। বিজ্ঞাপন হিসেবে এরকম কাগজ রাস্তায় ছড়ানো হয়। ঠিকানার নীচে কেউ লাল কালির দাগ দিয়ে হাতে লিখে দিয়েছে ওয়ান পি. এম.।

সন্তুর চড়াত করে রাগ ধরে গেল। কাকাবাবুকে কেউ কখনও পিওন দিয়ে ডেকে পাঠায় না। কাকাবাবু সচরাচর কারও বাড়িতে যান না। কারও খুব দরকার থাকলে বাড়িতে এসে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করে। কাকাবাবুর তো ডিটেকটিভগিরি করা পেশা নয়। চুরি-ডাকাতি বা খুন-জখমের কেস নিয়ে যারাই আসে, কাকাবাবু তাদের বলেন, আমার কাছে এসেছেন কেন, পুলিশের কাছে যান।

আর এই লোকটার এত সাহস, সাধারণ একটা হ্যান্ডবিল পাঠিয়ে সেই ঠিকানায় কাকাবাবুকে দেখা করতে বলেছে? কে লোকটা? এখনও দৌড়ে গেলে হয়তো ওই পিওনটিকে ধরা যায়। কিন্তু ও সম্ভবত কিছুই বলতে পারবে

না !

কাকাবাবু ফিরলেন একটু পরেই।

সন্তু প্রথমেই বলল, "কাকাবাবু, বারুইপুরের অংশুমান চৌধুরী কাল তোমাকে একটা বাক্স পাঠিয়েছেন, সেটা তুমি দ্যাখোনি ?"

কাকাবাবুর মুখখানা আজও থমথমে কোনও ব্যাপারে খুব চিন্তিত। গম্ভীরভাবে বললেন, "হ্যাঁ, দেখেছি, ওর মধ্যে তো কিছু নেই। যা ছিল তুই বার করে নিয়েছিস ?"

"না তো। বাক্সটা ওই রকমভাবেই এসেছে। ওর মধ্যে শুধু কয়েকটা চুল পড়ে আছে। মানুষের চুল বলেই মনে হয়।"

"চুল ?"

"হ্যাঁ, আজও একটা বাক্স এসেছে। তার মধ্যে যা আছে, সেটাও পাঠাবার কোনও মানে বুঝতে পারছি না।"

"আজ আবার কী এসেছে, দেখি ?"

সন্তু দৌড়ে গিয়ে দ্বিতীয় বাক্সটা নিয়ে এল। কাকাবাবু সেটার মধ্যে কয়েক পলক দেখলেন মাত্র। তারপর বিরক্তভাবে বললেন, "ধ্যাত ? এ তো মনে হচ্ছে কোনও পাগলের কাণ্ড। ফেলে দে। এগুলো সব ফেলে দে !"

তারপর সন্তু একটু আগের হ্যাণ্ডবিলটার কথা বলল। কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে সেটা নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখে বললেন, "এই দোকানে আমি কখনও যাইনি। চেনা কেউ পাঠায়নি। মনে হচ্ছে, কেউ কেউ আমাকে অকারণে বিরক্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাতে তাদের কী লাভ কে জানে !"

"কাকাবাবু, তুমি অংশুমান চৌধুরীকে একেবারেই চেনো না !"

"কিছুই তো মনে পড়ছে না। তা ওই সব বাক্স-টাক্স না পাঠিয়ে সে নিজে এসে দেখা করতেই তো পারে।"

"আমার বন্ধু জোজোকে ডাকব। ওর পিসেমশাই হয়, ও অনেক কিছু বলতে পারবে। তাতে তোমার মনে পড়ে যেতে পারে।"

"এরকম পাগলকে নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না এখন। তবু ঠিক আছে, ডাকিস তোর বন্ধুকে, শুনে দেখব !"

এরপর কাকাবাবু ওপরে উঠে গেলেন।

সন্তু ঠিক করল, দুপুরবেলাতেই সে বেরিয়ে জোজোকে ডেকে আনবে। জোজো কাকাবাবুর সামনে কতরকম গুল ঝাড়তে পারে, সেটা দেখা যাক।

একটু বাদেই অরিন্দম এসে হাজির হল। সন্তু খুশি হয়ে বলল, "তুই এসেছিস ভালই হয়েছে। চল। একটু পরে জোজোদের বাড়ি যাব। জোজোর সেই পিসেমশাই কী কাণ্ড করেছে জানিস। কাকাবাবুকে রোজ একটা করে বাক্স পাঠাচ্ছে।

অরিন্দম বলল, "কিসের বাক্স ?"

সন্তু ওকে খুলে বলল। বাক্স দুটো এনে দেখাল। অরিন্দম হেসে উঠে বলল, "আরে জোজোর পিসেকে দেখে আমি ভেবেছিলুম, দ্বিতীয় এক প্রোফেসর শঙ্কু। এখন দেখছি বোম্বাগড়ের রাজা। ছবির ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখে আমসত্ত্ব ভাজা! অতদূর থেকে লোক দিয়ে এত বড় একটা বাক্স ভরে পাঠাচ্ছে এঁটো দু' টুকরো আলুর দম। কেন বাবা, বেশি করে পাঠালেই পারত, আমরা খেয়ে নিতুম। আর এগুলো যে মানুষের চুল তুই কী করে বুঝলি, সন্তু? ভাল্লুকের লোমও তো হতে পারে!"

সন্তু বলল, "উনি জন্তুজানোয়ার সহ্য করতে পারেন না, মনে নেই? সেই জন্যই আমি বুঝে নিয়েছি মানুষের চুল।"

অরিন্দম বলল, "আমাদের বড় জামাইবাবু সায়েন্স কলেজে পড়ান। তাঁকে ওই নামটা বললুম, বড় জামাইবাবু বললেন তিনি ওই নাম জন্মে শোনেননি। তবে সেলফ-মেইড্ সায়েন্টিস্ট হতে পারে। এরকম অনেক আছে। নিজের বাড়িতে কয়েকটা যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তারপর নিজেদের সায়েন্টিস্ট বলে প্রচার করে।"

"কাকাবাবুর ওপর এত রাগ কেন, সেটাই বুঝতে পারছি না। কাকাবাবুও কিছুই মনে করতে পারছেন না।"

হঠাৎ ওপর থেকে কাকাবাবু জোরে জোরে ডাকলেন, "সন্তু! সন্তু!"

অরিন্দম বলল, "তোকে কাকাবাবু ডাকছেন, যা শুনে আয়। আমি এখানে বসছি।"

সন্তু বলল, "তুইও চল না আমার সঙ্গে। কাকাবাবুর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব।"

কাকাবাবু অরিন্দমকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "এই-ই তোর বন্ধু জোজো নাকি?"

সন্তু বলল, "না, এর নাম অরিন্দম। এই অরিন্দমও আমাদের সঙ্গে বারুইপুরে গিয়েছিল।"

কাকাবাবুর মুখে এখন সেই গাম্ভীর্যের ভাবটা নেই। বরং ঠোঁট চাপা হাসি। তিনি বললেন, "ওই বারুইপুরের ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন আছে?"

সন্তু বলল, "তা তো ঠিক বলতে পারছি না। লক্ষ করিনি।"

"এ ভদ্রলোকের দেখছি সত্যিই মাথায় ছিট আছে। উনি আমায় এই যে এক-একটা বাক্স পাঠাচ্ছেন, এগুলো আসলে সাংকেতিক চিঠির একটা একটা টুকরো; বুঝলি! এরকম আরও পাঠাবেন। কিন্তু তার আর দরকার নেই, উনি কী বলতে চান আমি বুঝে গেছি। আমার সব মনে পড়ে গেছে। কিন্তু আফগানিস্তানে তো নয়, ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল পাঞ্জাব আর বেলুচিস্তানের সীমান্তে একটা ছোট জায়গায়। অনেকদিন আগেকার কথা। সেই জায়গার নাম ছিল কান্টালাপুরা। ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন থাকলে

আমি বলে দিতুম যে আপনাকে আর কষ্ট করে চিঠি পাঠাতে হবে না।"

"কাকাবাবু, উনি চুল আর আলুর তরকারি পাঠিয়ে কী চিঠি লিখলেন ?"

"তোদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। আমার আগেই ধরা উচিত ছিল, কিন্তু আমি মাথা ঘামাইনি। শোন্, বুঝিয়ে দিচ্ছি, চুলের ভাল বাংলা কী ?"

"কেশ।"

"আর একটা আছে, কুন্তল। আর ওই যে আলুর তরকারিটুকু, ওটা কী জানিস, একটা শিঙাড়া ভাঙলে তার মধ্যে ঠিক ওইটুকু তরকারি দেখতে পাবি। ওকে বলে পুর। কচুরি, শিঙাড়া, পিঠে এই সবের মধ্যে নানারকম পুর দেওয়া থাকে না ? তা হলে কী হলো, কুন্তলপুর। ওই যে কান্টালাপুরা জায়গাটার কথা বললুম, অনেকে বলে, ওই জায়গাটার আগেকার নাম ছিল কুন্তলপুর।"

অরিন্দম বলল, "শুধু ওই নামটা একটা কাগজে লিখে পাঠিয়ে দিলেই পারতেন ?"

"সেইজন্যই তো বলছি, ভদ্রলোকের মাথায় খানিকটা ছিট আছে। তবে লোক খারাপ নয়। একটু ছেলেমানুষ মতন, এই যা। তবে, সেবারে আমি ওর সঙ্গে খানিকটা খারাপ ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিলুম ঠিকই।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, কী হয়েছিল সেবারে ?"

"সেটা আর তোদের শুনে দরকার নেই। তবে শেষ পর্যন্ত স্থানীয় লোকেরা রেগে গিয়ে ভদ্রলোকের মাথার সব চুল কামিয়ে কী যেন আঠা মাখিয়ে দিয়েছিল, সেটা আমি চেষ্টা করেও আটকাতে পারিনি।"

"ওই জন্যই ওঁর মাথা জোড়া টাক। আর একটাও চুল গজায় না।"

"ভদ্রলোক যখন আমার ওপর এখনও খুব রেগে আছেন, তখন, আমি ওঁর কাছে ক্ষমা চাইতে চাই। কিন্তু টেলিফোন না থাকলে মুশকিল। একটা চিঠি লিখলে তোরা পাঠাবার ব্যবস্থা করতে পারবি ?"

"জোজোকে বললে দিয়ে আসতে পারে।"

"আচ্ছা তাই-ই লিখে দেব তা হলে।"

দুপুরবেলা সন্তু আর অরিন্দম গেল জোজোর বাড়িতে। দরজার বেল বাজাতেই দোতলার বারান্দায় জোজো এসে ওদের দেখল, তারপর ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের চুপ করতে বলে ইশারায় জানাল যে সে নেমে আসছে।

অরিন্দম সন্তুর মুখের দিকে তাকাল, সন্তু বলল, "আমরা তো জোজোর নাম ধরে ডাকিনি, শুধু বেল বাজিয়েছি, তবু ও আমাদের চুপ করতে বলল কেন ?"

অরিন্দম বলল, "সবাই যেরকম ব্যবহার করে, জোজোও তাই করবে, তুই এরকম আশা করিস কী করে ?"

জোজো দরজা খুলে বাইরে এসে অতি সন্তর্পণে দরজাটা বন্ধ করে দিল। তারপর নিজে পা টিপে টিপে এগিয়ে যেতে যেতে বন্ধুদেরও সঙ্গে ডাকল।

সন্তু আর অরিন্দম ওর দু'পাশে চলে এল, অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, "কী

ব্যাপার, দুপুরবেলা তোর বাড়ি থেকে বেরনো নিষেধ বুঝি ?”

জোজো ফিসফিস করে বলল,“না,না, তা নয়। আমাদের বাড়িতে এখন কে এসেছেন তোরা কল্পনাও করতে পারবি না। বাবার সঙ্গে নিরিবিলিতে আলোচনা করছেন। গণ্ডগোল হলে বাবার ডিসটার্বেন্স হয়।”

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, “কে এসেছে রে, কে ?”

জোজো বলল,“সে নামটা বলা যাবে না ভাই। তা হলে ওয়ার্ল্ড পলিটিক্সে গণ্ডগোল হয়ে যেতে পারে। উনি এসেছেন ছদ্মবেশে।”

“তোদের বাড়ির সামনে কোনও গাড়ি টাড়ি তো দেখছি না।”

“তোদের মাথা খারাপ, আমাদের বাড়ির সামনে একটা বিরাট গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে স্পাইরা সব জেনে যাবে না ?”

“থাক বাবা, তা হলে নাম জেনে দরকার নেই।”

“তোরা হঠাৎ দুপুরবেলা এলি ? কী ব্যাপার ?”

সন্তু বলল, “তোকে অসময়ে এসে ডিসটার্ব করলুম, সে জন্য দুঃখিত। ব্যাপার কী জানিস, তোর পিসেমশাই আমাদের বাড়িতে দুটো চিঠি পাঠিয়েছেন...”

জোজো থমকে গিয়ে বলল, “চিঠি ? অসম্ভব ! আমার পিসেমশাই জীবনে কাউকে চিঠি লেখেন না। আমার বাবাকেই কক্ষনো চিঠি লেখেননি। আমার পিসিমা যতদিন বেঁচে ছিলেন, উনিও চিঠি পেতেন না। উনি নাকি কলমও ছুঁতে চান না।”

অরিন্দম বলল, কেন, কলম তো কোনও জন্তু জানোয়ার নয় !”

জোজো বলল, “এটা ঠাট্টার ব্যাপার নয় অরিন্দম। সবাইকে নিয়ে ঠাট্টা করা যায় না। আমার পিসেমশাই তোদের বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছেন, মোট কথা এটা আমি বিশ্বাস করি না।”

সন্তু বলল, “উনি কলম দিয়ে কাগজে লিখে চিঠি পাঠাননি বটে, কিন্তু যা পাঠিয়েছেন তাকে চিঠিই বলা যায়। এখন কাকাবাবু একটা উত্তর দিতে চান। উনি অবশ্য হাতে লিখেই দেবেন, সেই চিঠিটা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারবি ! কিংবা ঠিকানাটা বল পোস্ট করে দেব।”

জোজো আঙুল তুলে একটা জিপ গাড়ি দেখাল। একদম নতুন নীল রঙের জিপ। তার সামনের সিটে দু'জন লোক অলস ভঙ্গিতে বসে আছে। যেন তাদের কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই।

অরিন্দম বলল, “তুই কি ভূতের মতন চারদিকে স্পাই দেখছিস নাকি ? স্পাই তোর কী করবে ?”

জোজো বলল, “আমাকে ধরে নিয়ে যাবে। আমাকে তোদের আড়ালে লুকোতে দে !”

জিপ গাড়ির লোক দু'জন এক সঙ্গে জিপ থেকে নেমে দৌড়ে এল ওদের

দিকে।

॥ ৪ ॥

ঘুম থেকে ওঠার পর অংশুমান চৌধুরী প্রথমে খানিকক্ষণ গড়গড়া টানলেন। জানলা দিয়ে বাইরের মেঘলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। একটু পরেই জোর বৃষ্টি নামবে। অংশুমানের মুখে একটা খুশি-খুশি ভাব ফুটে উঠল। বৃষ্টি পড়লে তাঁর মেজাজ ভাল থাকে।

তিনি হাঁক দিলেন, "ভীমু! ভীমু!"

বারান্দার দিকের দরজা খুলে একটি রোগা ছোটখাটো চেহারার লোক উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করল, "স্যার, কিছু বলছেন?"

অংশুমান হাতছানি দিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, একটু ভেতরে এসে বসো তো!"

লোকটি ঘরের মধ্যে ঢুকে বসল না, কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রইল। এই লোকটির চেহারা একসময় ছিল খুব গাঁট্টাগোট্টা, তখন এর নাম ছিল ভীমরঞ্জন ঘোষ। তারপর কী একটা অসুখে পড়ে রোগা টিংটিং-এ হয়ে গেছে। এখন আর ভীম নামটা মানায় না বলে অংশুমান ওকে ভীমু বলে ডাকেন।

অংশুমান গড়গড়ার নলে আবার টান দিয়ে বললেন, "আচ্ছা ভীমু, ওই যে রাজা রায়চৌধুরী নামে লোকটা, যাকে সবাই আজকাল কাকাবাবু বলে ডাকে, তার ওপর তোমার দু'দিন ধরে ওয়াচ রাখতে বলেছিলুম। এবারে বলো, কী কী দেখলে।"

ভীমু ঘোষ পকেট থেকে কয়েকটা কাগজ বার করে চোখ বোলাতে বোলাতে বলল, "স্যার, ওই লোকটা অনেক রাত পর্যন্ত জেগে জেগে বই পড়ে।

অংশুমান বললেন, "প্রথমেই রাত্তির দিয়ে শুরু করলে, বাবা! তা তুমি কী করে জানলে ও রাত জেগে বই পড়ে? তুমি কি ওই ঘরে ঢুকে দেখেছ?"

ভীমু খুব লজ্জা পেয়ে বলল, "না, স্যার, ঘরে ঢুকে দেখিনি, তবে, ওদের বাড়ির সামনের রাস্তায় রাত একটা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করে দেখেছি, ওই রাজা রায়চৌধুরীর ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।"

"আলো জ্বললেই যে বই পড়বে, তার কী কোনও মানে আছে? ভাইপো'র সঙ্গে ক্যারাম খেলতে পারে! যাক গে যাক, আর কী দেখলে?"

'ভোরবেলা মর্নিংওয়াকে যায়।"

"অনেক রাত পর্যন্ত জাগে, আবার ভোরে হাওয়া খেতে বেরোয়? সন্দেহজনক, খুবই সন্দেহজনক!"

"স্যার, ওই রাজা রায়চৌধুরী প্রতিদিন সকালে পার্কের একটা কোণের ছোট চায়ের দোকানে চা খায়।"

"এটা খুবই বোকামি করে। ইচ্ছে করলেই যে-কেউ ওর চায়ে একদিন বিষ মিশিয়ে দিতে পারে, তাই না?"

"দেব স্যার ; দেব ? আমি কালই ওকে খতম করে দিতে পারি।"

ভীমুর চোখ-মুখ উত্তেজিত হয়ে উঠল। যেন এতক্ষণে সে একটা সত্যিকারের কাজের কথা শুনেছে।

অংশুমান হাসতে হাসতে বললেন, "আরে না, না। তোমাকে তো আগেই বলে দিয়েছি, ওই রাজা রায়চৌধুরীর গায়ে আঁচড়টি না লাগে, তা দেখবে ! রাজা রায়চৌধুরী বেঁচে না থাকলে আমি আমার অপমানের শোধ নেব কী করে ?"

ভীমু বলল, "আপনি যে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার কথা বললেন, স্যার ?"

"আমি বিষ মেশানোর কথা বলিনি। বললুম, অন্য যে-কেউ বিষ মিশিয়ে দিতে পারে। সেরকম যাতে কেউ না দেয়, তুমি দেখবে। তারপর বলো ?"

"বইয়ের দোকানে গিয়ে খালি ম্যাপ কেনে। ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে গিয়েও ম্যাপ দেখে।"

"হুঁ, তারপর ?"

"ক্রাচ নিয়ে হাঁটে, ইচ্ছে করলে জোরে হাঁটতে পারে। কিন্তু দৌড়তে পারে না।"

"এটা তুমি ভারী নতুন কথা বললে ! ক্রাচ বগলে নিয়ে কেউ দৌড়তে পারে নাকি ? ক্রাচ কি রন্‌-পা ? আর কী আছে বলো !"

"আর কিছু নেই।"

"ভীমু, এ কাজে দেখছি তোমাকে রিটায়ার করিয়ে দিতে হবে। দু'দিন ঘুরে তুমি মোটে এই খবর জোগাড় করলে ? ওদের বাড়িতে কুকুর আছে কি না খোঁজ নিয়েছ ?"

"হ্যাঁ, স্যার, কুকুর আছে। ওই ভাইপোটার পোষা। সেই কুকুরের নাম রকুকু।'

"এই খবরটাই তুমি এতক্ষণ বলোনি ? এই জন্যই তো আমি নিজে ওখানে যেতে পারব না। কী ঝামেলা বলো তো ? আচ্ছা, সন্ধের দিকে রায়চৌধুরী কোথায় যায়, তা খবর নিয়েছ ?"

"হ্যাঁ, স্যার, দু'দিনই দেখলাম, সন্ধেবেলা ন্যাশনাল লাইব্রেরি থেকে বেরোচ্ছেন। তারপর হেঁটে-হেঁটে ময়দানের দিকে যান।"

"বাঃ বাঃ ! খুব খবর। এটা ভাল খবর। ভীমু, গাড়ি বার করতে বলো। আজ আমি বেরোব। প্রায় দশদিন বোধহয় বাড়ির বাইরে যাইনি, তাই না ?"

"বড় জোর বৃষ্টি নেমেছে।"

"সেই জন্যই তো। যত বৃষ্টি, তত ভাল। তুমি তৈরি হয়ে গাড়িতে বসো। আমি পনেরো মিনিটের মধ্যে নীচে নামছি।"

ভীমু বেরিয়ে যেতেই অংশুমান ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। একটা ছোট্ট আলমারি খুলে বার করলেন নকল দাড়ি-গোঁফ, পরচুল। সেগুলো যত্ন করে লাগিয়ে মুখ দেখলেন আয়নায়। এখন তাঁর চেহারা সম্পূর্ণ বদলে গেছে, বয়েসও মনে হচ্ছে

অনেক কম।

পাজামা ও পাঞ্জাবি পরে, হাতে একটা রূপো-বাঁধানো ছড়ি নিলেন, পায়ের জুতোটা কাপড়ের।

অংশুমানের গাড়িটা আলাদা ধরনের। সমস্ত কাঁচে সবুজ রং করা। ভেতরে বসলে বাইরের রাস্তার কিছুই দেখা যায় না। গাড়ি চলার সময় সমস্ত কাঁচ বন্ধ থাকে, যাতে রাস্তার কোনও কুকুর-বেড়াল দেখতে না হয়।

গাড়ির ড্রাইভারের নাম গুঙ্গা। সে আবার বোবা। তার বয়েস তেইশ চব্বিশের বেশি নয়। বেশ লম্বা-চওড়া চেহারা। বাচ্চা বয়েসে এই ছেলেটা রেল-স্টেশনে ভিক্ষে করত। অংশুমান ওকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এসে মানুষ করেছেন। তারপর ও লেখাপড়া শিখতে পারবে না বুঝে ওকে গাড়ির ড্রাইভারি শিখিয়েছেন। ভাল খাওয়া-দাওয়া করে ছেলেটার স্বাস্থ্য ফিরে গেছে।

গাড়িটা এসে থামল চিড়িয়াখানার সামনে। মুষলধারে বৃষ্টি পড়ছে। এখানে আজ আর একটাও গাড়ি নেই। চিড়িয়াখানা বন্ধ হয়ে গেছে। কোনও লোকজনও দেখা যাচ্ছে না।

অংশুমান ঘড়ি দেখে বললেন, "সওয়া-সাতটা। রোজ ক'টার সময় তুমি রাজা রায়চৌধুরীকে বেরোতে দেখেছ?"

ভীমু বলল, "সাড়ে সাতটা থেকে আটটা।"

"তাহলে অপেক্ষা করে দেখা যাক। যদি এই বৃষ্টির জন্য আজ আগেই চলে যায়?"

"স্যার, বৃষ্টি পড়ছে অনেকক্ষণ ধরে।"

"তা ঠিক।"

অংশুমান একটা পাইপ ধরিয়ে টানতে লাগলেন।

মিনিট পনেরো বাদে বৃষ্টি একটু ধরেই এল। একেবারে থামল না, টিপিটিপি পড়ে চলল।

একটু বাদে দেখা গেল, ন্যাশনাল লাইব্রেরির বড় গেট দিয়ে বেরিয়ে এলেন কাকাবাবু। তিনি ছাতা ব্যবহার করেন না। একটা রেইন কোট গায়ে দিয়েছেন, মাথায় টুপি। তিনি কিছু চিন্তা করতে করতে আপনমনে আসছেন।

অংশুমান গুঙ্গার পিঠে চাপড় দিয়ে একটা ইঙ্গিত করলেন। গুঙ্গা বোবা বলে কানেও শুনতে পায় না। কিন্তু সামান্য ইশারা ও চমৎকার বোঝে।

সে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে ঝট করে একটা ইউ টার্ন নিল। কাকাবাবু তখনও অনেক দূরে। গাড়িটা কাকাবাবুকে ছাড়িয়ে চলে গেল। অংশুমান আবার ইঙ্গিত করে গুঙ্গাকে থামতে বললেন। তিনি চান গাড়িটা কাকাবাবুর পেছন দিক দিয়ে আসবে।

কাকাবাবু চিড়িয়াখানার কাছে এসে একটু থেমে এদিক-ওদিক তাকালেন। ট্যাক্সি পাওয়ার আশা নেই। ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত হেঁটেই যাবেন

ঠিক করলেন।

তিনি ব্রিজের কাছাকাছি এসেছেন, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটল। মাথায় ফেট্টি বাঁধা দু'জন গুণ্ডা চেহারার লোক ঘিরে ধরল তাঁকে। একজনের হাতে ভোজালি, অন্য জনের হাতে রিভলভার। কাকাবাবু বাধা দেওয়ার কোনও সময় পেলেন না, তারা কাকাবাবুর দু'হাত চেপে ধরে টেনে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করল।

অংশুমান গাড়ির মধ্যে বসে, এই দৃশ্য দেখে অবাক। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "ভীমু, এসব কী!"

ভীমু বলল, "জানি না তো, স্যার। অন্য পার্টি!"

অংশুমান তখন গুঙ্গার পিঠে বড়-বড় দুটো চাপড় মারলেন। গুঙ্গা তখনি গাড়িখানা ফুলস্পীডে চালিয়ে একেবারে ওদের পাশে এসে ঘ্যাঁচাক করে ব্রেক কষল।

অংশুমান সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমে হাতের ছড়িটা বন্দুকের মতন তুলে বললেন, "এক সঙ্গে দু'টা গুলি বেরোবে। কে কে মরতে চাও?"

কাকাবাবুকে যে দু'জন ধরে ছিল তারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। লড়াই করার চেষ্টা না করে তারা দৌড় মারল ব্রিজের তলার দিকে।

অংশুমান কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনার কোনও ক্ষতি হয়নি তো? একী, আপনি মিঃ রাজা রায়চৌধুরী না?"

কাকাবাবুর মাথার টুপিটা পড়ে গিয়েছিল মাটিতে। তিনি সেটা তুলে নিয়ে হেসে বললেন, "কী ব্যাপার বুঝতে পারছি না। হঠাৎ আমি খুব জনপ্রিয় হয়ে গেছি মনে হচ্ছে! একদল আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার জন্য, আবার ঠিক সেই মুহূর্তেই এক দল এসে পড়ল আমাকে রক্ষা করতে! এ যে সিনেমার মতন ঘটনা!"

অংশুমান বললেন, "আপনাকে তো আগে চিনতে পারিনি। হঠাৎ দেখলুম দুটো গুণ্ডা এসে রাস্তায় একজন লোককে চেপে ধরল। তাই তাড়াতাড়ি গাড়িটা চালিয়ে বাধা দিতে এলাম।

কাকাবাবু অংশুমানের মুখের দিকে ভাল করে লক্ষ করলেন। চিনতে পারলেন না। তিনি বললেন, "আজকাল তো অন্যের বিপদ দেখলেও কেউ সাহায্য করতে আসে না। আপনি দেখছি ব্যতিক্রম। ধন্যবাদ আপনাকে। আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?"

অংশুমান বললেন, "কাছে এসে চিনলাম। আপনার ছবি দেখেছি। দূর থেকেও আপনাকে দেখেছি কয়েকবার। আপনি অবশ্য আমায় চিনবেন না। আমার নাম রতনমণি ঘোষ দস্তিদার। আমি কাগজের ব্যবসা করি। আসুন, আপনি গাড়িতে উঠে আসুন!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোন্ দিকে যাচ্ছিলেন?"

"আপনি যেদিকে যাবেন সেইখানেই পৌঁছে দেব।"

"বাঃ, এতো চমৎকার প্রস্তাব। ভাগ্যিস ওই গুণ্ডা দুটো এসে পড়েছিল, তাই আপনার গাড়ির লিফ্‌ট পেলাম। গুণ্ডা দুটোকেই আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত।"

কাকাবাবু গাড়িতে উঠে বসলেন। অংশুমান আগে বসেছিলেন ড্রাইভারের পাশে। এবারে ভীমুকে সেই জায়গায় বসিয়ে তিনি এলেন পেছনে। তারপর বললেন, "আপনার মতন মানুষ, আপনার অনেক শত্রু। আপনি এভাবে একা একা সন্ধের পর যাতায়াত করেন ? এটা ঠিক নয়।"

কাকাবাবু জোরে জোরে হেসে বললেন, "আমার জীবনটা খুব দামি হয়ে গেছে নাকি ?"

গাড়িটা চলতে শুরু করার পর কাকাবাবু বললেন, "দুটো রাস্তার গুণ্ডা আমার ওপর হামলা করতে এল কেন ? আমার কাছে তো দামি কোনও জিনিস নেই, টাকা-পয়সাও বিশেষ নেই। কেউ ওদের ভাড়া করে পাঠিয়েছে, কী বলেন ?"

অংশুমান বললেন, "আমারও তাই মনে হয়।"

"আপনার কাগজের দোকান না মিল ?"

"মিল।"

"কোথায় আপনার মিল ?"

"এই ইয়ে কাঁচড়াপাড়ায় !"

কাকাবাবু হেসে অংশুমানের দিকে ফিরে বললেন, "আমার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাতে আমি লোকের মিথ্যে কথা শুনে চট করে ধরে ফেলতে পারি। কাঁচড়াপাড়ায় কোনও কাগজের মিল নেই। কস্মিনকালেও আপনার কাগজের ব্যবসা ছিল না। আপনার নামও রতনমণি ঘোষ দস্তিদার নয়। এবারে বলুন তো সত্যি করে। আপনি কে ?"

গাড়িটা বারুইপুরের দিকে গেল না। অংশুমান মাঝে মাঝে গুঙ্গার ডান কাঁধ আর বাঁ কাঁধ চাপড়াতে লাগল, সেই অনুযায়ী সে ডান দিকে বা বাঁ দিকে ঘোরাতে লাগল গাড়িটা। কাকাবাবু বললেন, "আমাকে বাড়িতে নামানোর ইচ্ছে নেই আপনার ? একবারও জিজ্ঞেস করলেন না, আমি কোথায় যাচ্ছি ?"

কাকাবাবু অংশুমানের আসল পরিচয় জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেছিলেন, "ঠিক আছে, প্রথম রাউন্ডে আপনি জিতলেন। আপনি ধরে ফেলেছেন যে আমি কাগজের ব্যবসায়ী রতনমণি ঘোষ দস্তিদার নই। আমি কে তা একটু পরেই জানবেন।"

তারপর অংশুমান মাথা হেলান দিয়ে চুপ করে ছিলেন খানিকক্ষণ।

এবারে কাকাবাবুর প্রশ্ন শুনে বললেন, "আপনার বাড়ি কোথায়, তা আমি জানি। আপনি বিখ্যাত লোক, আপনার বাড়ির খোঁজ পাওয়া তো শক্ত নয়। তবে মুশকিল হচ্ছে কী, আপনার ভাইপো বাড়িতে কুকুর পোষে।"

কাকাবাবু অবাক হয়ে বললেন, আমার ভাইপো কুকুর পোষে, তাতে আপনার মুশকিলের কী হল ? ও, আপনি কুকুর পছন্দ করেন না, তার মানে...তার মানে...আপনি বারুইপুরের অংশুমান চৌধুরী...যিনি জন্তু জানোয়ারদের ঘৃণা করেন ?"

অংশুমান বললেন, "হ্যাঁ, এখন বারুইপুরে থাকি বটে, কিন্তু আপনি এর মধ্যে আমার চিঠি পাননি ?"

"আপনার চিঠি ? কুন্তলপুর, মানে কান্টালা পুরা ?"

"মনে আছে, মিঃ রায়চৌধুরী ?"

"মনে ছিল না। আপনার ওই রহস্যময় বাক্স দুটি পাওয়ার পর সব মনে পড়ে গেল। সেই ঘটনার জন্য আমি দুঃখিত, অংশুবাবু !"

"শুধু দুঃখিত বললেই চুকে গেল ? তাতেই আমি সব ভুলে যাব ?"

"তা হলে এতদিন পরে আপনি আমায় কোনও শাস্তি দিতে চান ?"

অংশুমান ভীমুর দিকে তাকালেন, সে এমনভাবে হাঁ করে আছে যে, মনে হয় সে কান দিয়ে শোনে না, মুখ দিয়ে শোনে।

অংশুমান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "মুখ বন্ধ কর।"

সে সঙ্গে সঙ্গে মুখ বন্ধ করে অন্যদিকে তাকাল।

অংশুমান আবার কাকাবাবুকে বললেন, "আমার ড্রাইভার কানে শুনতে পায় না, আবার আমার এই অ্যাসিস্টান্টটি সব কথা শুনতে পায় বটে কিন্তু সব কথার মানে বোঝে না। আপনি একরকম বলবেন, ও অন্যরকম বুঝবে। সেইজন্য আমি ওর সামনে সবরকম কথা আলোচনা করতে চাই না। কোথায় নিরিবিলিতে বসে কথা বলা যায় তাই ভাবছি।"

কাকাবাবু বললেন, "এই ময়দানেই তো কত ফাঁকা জায়গা। একটা কোথাও গাড়ি থামিয়ে কথা সেরে নেওয়া যেতে পারে।"

অংশুমান নাক কুঁচকে বললেন, "এই ময়দানে ! এখানে বড্ড গোবরের গন্ধ !"

"এতবড় ময়দান, বৃষ্টি পড়ছে...এখানে আপনি গোবরের গন্ধ পাচ্ছেন ?"

"কত গোরু-ঘোড়া-ভেড়া এখানে চরে বেড়ায় না, ভাবতেই আমার গা ঘিনঘিন করে।"

"তা হলে কোথায় যেতে চান, বলুন, আমি আপনাকে একঘন্টার বেশি সময় দিতে পারব না কিন্তু।"

"মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, এখন আপনি আমার গাড়িতে বসে আছেন। এ-গাড়ি থেকে কখন নামবেন, সেটা আপনার ইচ্ছের ওপর নির্ভর করছে না, কী বলেন !"

"অন্যের ইচ্ছেতে গাড়ি করে ঘুরতে আমার একটুও ভাল লাগে না। আপনি আপনার গাড়িতে তুলেছেন সে জন্য ধন্যবাদ। এখন আমি বৃষ্টির মধ্যেও হেঁটে

যেতে রাজি আছি। গাড়িটা থামাতে বলুন।"

"আরে আরে, আপনি জোর করে নামতে চান নাকি? আমার হাতে যে ছড়িটা দেখছেন, এটা একটা সাঙ্ঘাতিক অস্ত্র। আপনার কাছে বন্দুক-পিস্তল থাকলেও কোনও লাভ নেই।"

কাকাবাবু কপাল কুঁচকে বললেন, "আমি সব সময় বন্দুক-পিস্তল সঙ্গে নিয়ে ঘুরব কেন? আমি কি চোর-ডাকাত নাকি? আপনিই বা আমাকে এরকম ভয় দেখাচ্ছেন কেন? এটা কি আপনার উচিত হচ্ছে?"

অংশুমান বললেন, "ঠিক আছে, চলুন, গঙ্গার ধারে যাওয়া যাক। এত বৃষ্টি-বাদলার মধ্যে ওখানে কেউ এখন থাকবে না আশা করি।"

তিনি গুঙ্গার কাঁধে আবার চাপড় মারলেন।

আউটরাম ঘাট পেরিয়ে একটা জায়গায় গাড়িটা থামল। এখনও বেশ মাঝারি-জোরে বৃষ্টি পড়ছে। যারা রোজ এখানে বেড়াতে আসে, তারা কেউ নেই। জায়গাটা বেশ অন্ধকার মতন।

গাড়ির পেছন থেকে একটা ছাতা নিয়ে অংশুমান বললেন, "আপনি বসুন, আগে আমি ভাল করে দেখে নিই।"

দরজা খুলে তিনি নামতে গিয়েই বিকৃত গলায় চিৎকার করে ডাকলেন, "ভীমু! ভীমু!"

গাড়ি যেখানে থেমেছে, তার খুব কাছেই একটা কদমগাছের নীচে একটা কুকুর চুপচাপ বসে আছে।

ভীমু গাড়ি থেকে নেমে হুশ হুশ করে ছুটে গেল। সে কুকুর বেচারা বুঝলই না সে কী দোষ করেছে। সে ল্যাজ তুলে দৌড়ল।

ভীমু এদিক-ওদিক দেখে এসে বলল, "আর কিছু নেই, স্যার।"

অংশুমান কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলেন না। তাঁর শরীর কাঁপছে। কুকুর দেখলে তাঁর এমন অবস্থা হয়। এমন মানুষকে তো জব্দ করা খুব সহজ!

একটুবাদে অংশুমান নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, "আর কিছু নেই, ঠিক দেখেছিস?"

ভীমু বলল, "হ্যাঁ স্যার!"

"আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী, আমরা গঙ্গার ধারে দাঁড়াই।"

রেল লাইন পেরিয়ে দু'জনে এলেন গঙ্গার ধারের রেলিং-এর কাছে। অংশুমান ভীমু আর গুঙ্গাকে নির্দেশ দিলেন খানিকটা দূরে দূরে দু'পাশে দাঁড়িয়ে থেকে পাহারা দিতে।

কাকাবাবুর ছাতার দরকার নেই। তাঁর গায়ে রেইন কোট, মাথায় টুপি।

অংশুমান ছাতা মাথায় দিয়ে কাকাবাবুর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললেন, "কান্টালাপুরে আপনি আমায় যে অপমান করেছিলেন, তার প্রতিশোধ নেওয়ার মতো আপনাকে আমি এক্ষুনি মেরে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারি, বুঝলেন?

আপনাকে মেরে লাশটা জলে ফেলে দেব, ভাসতে-ভাসতে সেটা বঙ্গোপসাগরে পৌঁছে যাবে, কেউ কোনওদিন আপনার খোঁজ পাবে না।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "এই ভয় দেখাবার জন্য আপনি আমাকে বৃষ্টির মধ্যে গঙ্গার ধারে টেনে আনলেন ? আমাকে মেরে ফেলার ভয় এ-পর্যন্ত কত লোক দেখিয়েছে, কেউ কিন্তু এখনও মারতে পারেনি।"

অংশুমানও কাষ্ঠহাসি দিয়ে বললেন, "আমার সঙ্গে যে অস্ত্র আছে, সেটা আমার নিজের তৈরি। সেটা ব্যবহার করলে আপনার মুণ্ডুটা এই মুহূর্তে ছাতু হয়ে যাবে। কিন্তু সেটা আমি ব্যবহার করব না। কেন জানেন ? কারণ আমি খুনি নই। আমি একজন বৈজ্ঞানিক। আমি মানুষের ক্ষতি করি না। উপকার করি। কান্টালাপুরে আপনি আমায় যে অপমান করেছিলেন..."

"শুনুন, অংশুমানবাবু কান্টালাপুরে সেবার আমি একটা সরকারি কাজে গিয়েছিলাম। আমাকে সেখানে অনেকে বলল, সেখানে একজন এমন অদ্ভুত লোক আছে যে, জলকে মদ করে দিতে পারে, লোহাকে সোনা করে দিতে পারে, ফুলকে প্রজাপতি বানিয়ে দেয়...সেই লোকটা একটা গুহার মধ্যে থাকে। শুনে আমার কৌতূহল হল। প্রথমে ভাবলুম, কোনও সাধুটাধু হবে বোধহয়। কিন্তু আপনি এমন একটা অদ্ভুত পোশাক পরে ছিলেন, তার ওপর আবার সেই গুহার মধ্যে অনেকরকম যন্ত্রপাতি...আপনাকে দেখে তো আমি বাঙালি বা ভারতীয় বলে চিনতে পারিনি। মনে হয়েছিল একটা বুজরুক। সেই লোকটা সাধারণ ম্যাজিক দেখিয়ে লোকদের ঠকাচ্ছে !"

"ঠকাচ্ছে মানে, আমি কি কারও কাছ থেকে পয়সা নিতাম ? ওখানকার লোকদের ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করা আমার দরকার ছিল। আমার আসল উদ্দেশ্য ছিল ওই গুহটা ব্যবহার করা। ওই গুহাতে অন্য গ্রহ থেকে কয়েকটা বুদ্ধিমান প্রাণী এসেছিল, তাদের ফেলে যাওয়া একটা যন্ত্র আমি পেয়েছিলাম। ব্যাপারটা খুব গোপন রাখার জন্য..."

"অন্য গ্রহের প্রাণীর ব্যাপার আমি কিছু বুঝি না। আমি এখনও পৃথিবীর মানুষদের বোঝবার চেষ্টা করি। আমার ধারণা হয়েছিল, মিথ্যে কথা বলে লোকজনদের ঠকাচ্ছেন। লোহাকে সোনা করা, ফুলকে প্রজাপতি করা, এসব তো অতি সাধারণ ম্যাজিক।"

"যারা ম্যাজিক দেখায় তারা বুঝি লোককে ঠকায় ? তারা তো লোকদের আনন্দ দেয়।"

"কিন্তু তারা পরে বলে দেয়, এই সবই ম্যাজিক। মিথ্যে অন্য কথা বলে না। যাই হোক, আমি হয়তো একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছিলাম। অত লোকজনের সামনে আপনার ম্যাজিক ফাঁস করে দেওয়া ঠিক হয়নি। তাতে লোকজন যে অত খেপে উঠবে, আপনার মাথা ন্যাড়া করে দেবে, তা আমি বুঝতে পারিনি।"

"তারপর থেকে আমার মাথায় চুল গজায়নি !"

"সেজন্য আমি দুঃখিত। খুবই দুঃখিত !"

"আপনি দুঃখিত বলেই আমার অপমান চুকে গেল ? বাঃ, বাঃ।"

কাকাবাবু এবারে একটি অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। একটা হাতের ঝটকায় অংশুমানের ছাতাটা ফেলে দিয়ে তারপর দু'হাতে তার ঘাড় চেপে ধরে একটা ঝটকা মারলেন। অংশুমানের অতবড় লম্বা শরীরটা শূন্যে উল্টে গেল। কাকাবাবু তাঁকে রেলিং-এর ওপাশে নিয়ে গিয়ে ঝুলিয়ে ধরে রইলেন কয়েক মুহূর্ত।

তারপর বললেন, "কেউ আমার দিকে অস্ত্র উঁচিয়ে ভয় দেখালে তার ওপর আমি একটু না একটু প্রতিশোধ না নিয়ে পারি না। এটা আমার একটা প্রতিজ্ঞা বলতে পারেন, এখন আপনাকে নীচের কাদার মধ্যে ফেলে দেব।"

অংশুমানের ওই অবস্থা দেখে দূর থেকে ছুটে এল ভিমু আর গুঙ্গা।

কাকাবাবু আবার আর এক হ্যাঁচকা টানে অংশুমানকে রেলিংয়ের পাশে ফিরিয়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন।

অংশুমানের হাত থেকে খসে পড়া ছড়িটা তিনি নিজে তুলে নিয়ে ওদের বললেন, "যাও, যাও, ঠিক আছে। যেখানে ছিলে, সেখানে যাও।"

অংশুমান দু'তিন মিনিট কোনও কথা বলতে পারলেন না। কাকাবাবুর ইঙ্গিতে ভীমু আর গুঙ্গা সরে গেল দূরে।

কাকাবাবু অংশুমানের পিঠে চাপড় মেরে বললেন, "কী হল, এত ঘাবড়ে গেলেন কেন ? অন্যদের মেরে ফেলার ভয় দেখাতে পারেন, আর নিজে এইটুকু বিপদে পড়েই কাবু ! যান, শোধবোধ ! আপনার ওপরে আমার আর কোনও রাগ নেই। আপনিও রাগ মুছে ফেলুন !"

অংশুমান দু'হাতে মুখ ঢেকে দিলেন। এবার হাত সরিয়ে বলনেল, "মিঃ রায়চৌধুরী, সেই কান্টালার ঘটনার পর আমিও প্রতিজ্ঞা নিয়েছি, আপনার ওপর কোনও প্রতিশোধ না নিলে আমার জীবনে কোনও শান্তি আসবে না। আমার সে প্রতিজ্ঞা কি ব্যর্থ হবে ?"

"ঠিক আছে, কী প্রতিশোধ নিতে চান, বলুন ? আমার ক্ষমা চাওয়া যথেষ্ট নয় ?"

"আপনি একা-একা আমার কাছে ক্ষমা চাইলে কী হবে। সবার সামনে আমার কাছে আপনাকে অপমান সইতে হবে। কিংবা কোনও প্রতিযোগিতায় আপনি হেরে যাবেন, তারপর সকলের সামনে সেটা স্বীকার করবেন।"

"কীরকম প্রতিযোগিতা বলুন ; সেটা ঠিক করেছেন ?"

"মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীদের এক গ্রামে টারকোয়াজের মূর্তি আছে। সেটা উদ্ধার করতে আপনিও যাবেন, আমিও যাব। দেখা যাবে, কে আগে সেটা উদ্ধার করতে পারে। আপনি, না আমি !"

কাকাবাবু প্রথমে কপাল কুঁচকে রইলেন। তারপর রাগ করার বদলে হেসে ফেলে বললেন, "আপনিই ওতে জিতবেন, আমি হার স্বীকার করছি। ওই প্রতিযোগিতাতে আমি নামছি না!"

অংশুমান দ'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "তা বললে তো আমি মানছি না। আপনাকে যেতেই হবে। না গিয়ে আপনার উপায় নেই!"

॥ ৫ ॥

জিপগাড়ির লোকদুটোকে দেখে জোজো দৌড় লাগালেও সন্তু দাঁড়িয়ে রইল এক জায়গায়। অরিন্দম সন্তুর হাত ধরে টানতে লাগল। সন্তু একঝলক তাকিয়ে দেখল, জোজো নিজের বাড়ির দিকে না গিয়ে চলে যাচ্ছে বড় রাস্তার দিকে।

লোক দুটো জোজোকেও তাড়া করে গেল না। সন্তুদের সামনে এল না, ডান দিকে একটু বেঁকে গিয়ে রাস্তার মাঝখানে নাচতে লাগল দু'হাত তুলে।

সন্তু হো হো করে হেসে উঠল।

জোজো যাদের স্পাই ভেবে ভয় পেয়ে পালাল, সেই লোক দু'জন আসলে একটা ঘুড়ি ধরবার জন্য লাফাচ্ছে। একটা কালো রঙের চাঁদিয়াল ঘুড়ি কেটে এসেছে। দুলতে-দুলতে নামছে নীচের দিকে।

সন্তুরও ঘুড়ি ওড়াবার খুব শখ। এই বিশ্বকর্মা পূজার দিনেও সে সারাদিন ঘুড়ি উড়িয়ে চোখ লাল করেছে। রাস্তায় চলতে চলতে আকাশে ঘুড়ির প্যাঁচ চলতে দেখলে তার চোখ আটকে যায়। কিন্তু এরকম বয়স্ক দু'জন লোককে ঘুড়ি ধরার জন্য রাস্তার মাঝখানে লাফাতে সে আগে কখনও দেখেনি।

আরও দু'তিনটে বাচ্চাকাচ্চা ছেলেও সেখানে ছুটে গেছে ঘুড়িটা ধরার লোভে। তাদের হাতে কঞ্চি ও আঁকশি। সেইরকম একটা ছেলের আঁকশিই প্রথম ঘুড়িটাকে ছোঁয়, কিন্তু জিপগাড়ির লোকদুটির মধ্যে যে বেশি লম্বা সে লাফিয়ে ঘুড়িটাকে ধরে নেয়।

তারপর ওদের সঙ্গে বাচ্চা ছেলেদের ঝগড়া লেগে যায়।

সন্তুর আবার হাসি পায়। জোজো এই লোকদুটোকে স্পাই ভেবেছিল!

অরিন্দমকে সে বলল, "দেখলি জোজোর কাণ্ডটা?"

জোজো রাস্তার মোড়ে চলে গিয়ে একটা দোকানের আড়ালে দাঁড়িয়ে উঁকি মারছে। এবারে ওদের দেখে হাতছানি দিল।

সন্তু অরিন্দমকে আবার বলল, "জোজোর এই সব কায়দার মানে কী, বুঝলি তো? ও আমাদের ওর বাড়ির মধ্যে নিয়ে যেতে চায় না।"

অরিন্দম বলল, "তুই ঠিক বলেছিস, সন্তু। এর আগে আমি দু'তিনবার জোজোর কাছে এসেছি। প্রত্যেকবারই জোজো আমার সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। কেন এরকম করে বল্ তো?"

সন্তু বলল, "তার মানে, জোজো চায় না ওর বাবার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে যাক। ও যত গুলটুল মেরেছে, সব তা হলে ধরা পড়ে যাবে।"

অরিন্দম মোড়ের মাথায় এসে বলল, "এই জোজো, তুই আমাদের স্পাই-এর মুখে ফেলে পালিয়ে এলি ?"

জোজো চোখ বড়বড় করে বলল, "চুপ ! আস্তে। সাবধানের মার নেই। বুঝলি ? স্পাইরা কখন কী সেজে থাকে, কিছু বলা যায় না। তোরা সঙ্গে আছিস বলেই ওই লোকদুটো অন্যরকম হয়ে গেল। নইলে আমি ডেফিনিট যে, ওরা আমাদের বাড়ির ওপরেই নজর রাখছে !

অরিন্দম বলল, "তা বলে দিনের বেলা তোর বাড়ির সামনে থেকে তোকে ধরে নিয়ে যাবে ? তুই কি বাচ্চা, না এটা মগের মুল্লুক ?"

জোজোদের পাশের বাড়ি থেকে এক ভদ্রলোক আর এক ভদ্রমহিলা বেরিয়ে জিপ গাড়িতে উঠলেন। তারপরেই গাড়িটা স্টার্ট দিল।

সন্তু বলল, "ওই যে চলে গেল স্পাইদের গাড়ি !"

জোজো তখনও বলল, "তোরা আমার কথা বিশ্বাস করছিস না ? আমাদের ওই পাশের বাড়িটা কী ডেঞ্জারাস না, জানিস না তো ! প্রত্যেক মাসে ওই বাড়িতে ভাড়াটে পাল্টায়। কেন জানিস, আমাদের বাড়ির ওপর নজর রাখবার জন্য ! একদিন দেখি যে, ওরা ওদের ছাদের ওপর একটা র‍্যাডার বসাচ্ছে। আমাদের বাড়ির ছবিটবি সব তুলে নেবে ভেবেছে !"

সন্তু বলল, "র‍্যাডার ? পাশের বাড়ির ছবি তোলার জন্য র‍্যাডার লাগে বুঝি ?"

জোজো বলল, "আজকাল সায়েন্সের কতরকম উন্নতি হয়েছে তোরা জানিস না ! অন্ধকারে ছবি তোলা যায়। শুধু শব্দ শুনে তা থেকে ছবি ফুটিয়ে তোলা যায়। রেডিও ফোটো কী ভাবে আসে ? সাউন্ডে আসে।"

অরিন্দম বলল, "তা হলে তোদের বাড়ির সব ছবি পাশের বাড়ি থেকে তুলে নিল ! তুই গিয়ে কয়েকখানা ছবি চাইলেই পারিস।"

জোজো বলল, "আমাদের সঙ্গে অত সস্তায় বাজিমাত করা যায় না। বারুইপুরের পিসেমশাইকে খবরটা দিতেই উনি একখানা অ্যান্টির‍্যাডার যন্ত্র ফিট করে দিলেন আমাদের বাড়ির কাছে। ব্যস, এখন ওদের সব ছবি ভুল উঠবে।"

সন্তু বলল, "যাক্ গে, এসব কথা শুনে আমার মাথা ঘুরে যাচ্ছে। আসলে যে কাজের জন্য এসেছি, তোর বারুইপুরের পিসেমশাই-এর ঠিকানাটা লিখে দে।"

জোজোর কাছে কাগজ নেই, অরিন্দমের পকেটের একটা নোট বই থেকে পাতা ছিঁড়ে জোজো লিখে দিল ঠিকানাটা।

তারপর ফিসফিস করে বলল, "এটা খুব সিক্রেট। আর কাউকে

দেখাসনি !”

সন্তু আর অরিন্দম দু'জনেই হেসে ফেলল আবার। ওরা বারুইপুরে অংশুমান চৌধুরীর বাড়ি দেখে এসেছে। ঠিকানাটা অতি সাধারণ চৌধুরী লজ, বারুইপুর, এটা এমন কী গোপন ব্যাপার হতে পারে।

সন্তু বলল, “ঠিক আছে, আর কাউকে বলব না। এবারে যাই।”

জোজো বলল, “তোরা এই দুপুর রোদ্দুরে এসেছিস, চল, তোদের কপিলের শরবত খাওয়াই। আমাদের পাড়ার এই শরবত ওয়ার্ল্ড ফেমাস। পেলে যখন কলকাতায় ফুটবল খেলতে এসেছিল, তখন তাকে এই শরবত খাওয়ানো হয়েছিল। মস্ত বড় সার্টিফিকেট দিয়ে গেছে।”

সন্তুদের বাড়িতে তার কোনও বন্ধু এলে সন্তুর মা-ই শরবত বানিয়ে দেন কিংবা অন্য খাবারটাবার দেন। কিন্তু জোজোর ব্যাপারই আলাদা। সে বন্ধুদের খাওয়াতে নিয়ে এল একটা দোকানে।

দোকানটি তেমন বড় নয়, সেরকম সাজানো-গোছানোও নয়। দেওয়ালে ঝুল-কালি জমে আছে। কাউন্টারে যিনি বসে আছেন তাঁর খালি গা। দেওয়ালে একটি মা-কালীর ছবি আর একটি লম্বা তালগাছের।

শরবত অবশ্য খেতে মন্দ না।

অরিন্দম জিজ্ঞেস করল, “পেলের সার্টিফিকেটটা কোথায় রে ? দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখেনি ?”

জোজো মুখটা ঝুঁকিয়ে এনে বলল, “তুই কি পাগল হয়েছিস ? পেলে এই দোকানে আসবে ? পেলে এসেছিল আমার বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য আমাদের বাড়িতে। এই দোকান থেকে বানিয়ে তাকে শরবত খাওয়ানো হয়েছিল। পেলে এত মুগ্ধ হয়ে গেল যে তক্ষুনি লম্বা সার্টিফিকেট লিখে দিল। এমন দামি জিনিস কি হাতছাড়া করা যায় ? সেটা আমরাই রেখে দিয়েছি। এই দোকানের মালিককে দিইনি। মাঝে মাঝে দেব দেব বলি অবশ্য।”

সন্তু বলল, “তোর সঙ্গে দেখা হলে সময়টা বেশ কেটে যায় রে !”

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর সন্তু বাড়ি চলে এল। বিকেলবেলা তার পাড়ার ক্লাবে ব্যাডমিন্টন খেলার কথা।

কিন্তু সন্ধের আগেই বৃষ্টি নেমে গেল। মাঝপথে বন্ধ হয়ে গেল খেলা। ক্লাবঘরে সন্তু খানিকটা বসে রইল। যদি বৃষ্টি থামে। তা আর হল না, সেই যে আকাশ অন্ধকার হয়ে গেল আর আলো ফুটল না, বৃষ্টিও থামল না।

বৃষ্টিতে ভিজতে সন্তুর খুব ভাল লাগে। র‍্যাকেটটা ক্লাবে জমা রেখে সন্তু বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। বৃষ্টির তেজ কম। সন্তুদের বাড়ি মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের পথ। বাড়ির কাছাকাছি এসে সন্তু দেখল, তাদের বাড়ির দরজার কাছে দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে, আর তার কুকুরটা এক টানা ডেকে চলেছে।

সন্তু জোরে পা চালিয়ে এসে পড়তেই অবাক হয়ে দেখল, এই লোকদুটি

দুপুরবেলার সেই ঘুড়ি-ধরা লোক দুটি, কাছেই দাঁড়িয়ে আছে একটা নীল রঙের জিপ গাড়ি।

লম্বা লোকটি বলল, আচ্ছা ভাই, তোমার নামই তো সন্তু ? তোমার জন্যই দাঁড়িয়ে আছি। তোমার জন্য একটা খবর আছে।"

সন্তু গম্ভীরভাবে বলল, "বলুন !"

লম্বা লোকটি বলল, "রাজা রায়চৌধুরী তোমার কাকা হন তো ?"

সন্তু মাথা হেলাল।

অন্য লোকটি বলল, "উনি একটু অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, এক জায়গায়। তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। এ-কথাটা অন্য কাউকে বলতে বারণ করেছেন। তুমি বাড়িতে ছিলে না, তাই আমরা অপেক্ষা করছি।"

সন্তুর ভুরু কুঁচকে গেল। এটা এমন একটা সস্তা কায়দা যে আজকাল এসব কেউ বিশ্বাস করে না। কলকাতা শহরের মধ্যে কাকাবাবু এক জায়গায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আর সন্তুকে ডেকে পাঠিয়েছেন ? কলকাতায় কি কাকাবাবুর চেনাশুনো মানুষের অভাব ? তিনি এইভাবে অচেনা লোককে দিয়ে ডেকে পাঠাবেন কেন ?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "উনি কোথায় আছেন ?"

লম্বা লোকটি বলল, "উনি ন্যাশনাল লাইব্রেরির কাছে বাসে উঠতে গিয়ে পড়ে গেছেন, কোমরে চোট লেগেছে। ওঁর চেনা একজন লোক দেখতে পেয়ে আলিপুরের একটা নার্সিংহোমে ভর্তি করে দিয়েছেন। টেলিফোনে তোমাদের বাড়িতে খবর দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু লাইন পাওয়া যায়নি।"

ন্যাশনাল লাইব্রেরির কথা শুনে সন্তু একটু বিচলিত হল। কাকাবাবু প্রায় রোজই এখন ওখানে যাচ্ছেন। এই লোকদুটো সেই খবর রাখে।

কাকাবাবু সন্তুকে পরিষ্কার করে দিয়েছেন, এইরকমভাবে কোনও অচেনা লোক এসে কাকাবাবুর নাম করে সন্তুকে কোথাও নিয়ে যেতে চাইলে সে যেন কখনও না যায়। কিন্তু কাকাবাবুর তো সত্যি কোনও দুর্ঘটনা হতে পারে হঠাৎ ! বাস থেকে পড়ে গিয়ে যদি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন..."

সে জিজ্ঞেস করল, "নার্সিংহোমটার নাম কী বলুন তো !"

লম্বা লোকটা সঙ্গে সঙ্গে বলল, "প্যারাডাইস নার্সিংহোম, তেইশ নম্বর আলিপুর রোড সাত নম্বর কেবিন !"

সন্তু বলল, "আপনারা একটু দাঁড়ান, আমি বাড়ির ভেতর থেকে আসছি।"

ভেতরে ঢুকে সে তার কুকুরটাকে চুপ করাল। মা ছাড়া বাড়িতে আর কেউ নেই। মাকে কি এই ঘটনাটা জানানো উচিত। মা শুধুশুধু চিন্তা করবেন। মা সন্তুকে একা যেতে দিতে রাজি হবেন না। পুলিশে খবর দিতে চাইবেন।

কিন্তু বিপদ সন্তুকে হাতছানি দেয়। এই লোকদুটো কী মতলবে এসেবে তা

জানার জন্য সন্তুর দারুণ কৌতূহল হল। সে আর দেরি করতে পারছে না।

সে এই ব্যাপারটা সংক্ষেপে একটা কাগজে লিখে ফেলল খসখস করে। তারপর কাগজটা চাপা দিয়ে রাখল কাকাবাবুর টেবিলে।

সিঁড়ি দিয়ে আবার নামতে নামতে সে চেঁচিয়ে বলল, "মা, আমি একটু ঘুরে আসছি।"

মা বাথরুমে। তিনি বললেন, "এই মাত্র ফিরেই আবার বেরুচ্ছিস যে, কোথায় যাচ্ছিস ?"

সন্তু বলল, "আসছি, একটু বাদেই আসছি।"

বাইরে এসে সে লোকদুটির সঙ্গে জিপ গাড়িতে চড়ে বসল। তারপর সে লম্বা লোকটিকে বলল, "আপনাদের আমি দুপুরে এক জায়গায় দেখেছি। সত্যিকারের ব্যাপারটা কী বলুন তো ?"

লম্বা লোকটি হেসে সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বল, "আমরা ভাল লোক। তোমার কোনও ভয় নেই। তোমার কোনও বিপদ হবে না।"

সত্যিই আলিপুরের একটা নার্সিংহোমের সামনে এসে থামল জিপ গাড়িটা। বৃষ্টি এখনও পড়ে চলেছে। লোডশেডিং-এর জন্য রাস্তাঘাট ঘুটঘুটে অন্ধকার। শুধু গাড়ির হেড লাইটে দেখা যায় এই বৃষ্টির মধ্যেও রাস্তায় লোকজনের আসা যাওয়ার বিরাম নেই।

সন্তুর খিদে পেয়ে গেছে বেশ। ব্যাডমিন্টন খেলার পরেই বাড়ি ফিরে তার কিছু খাওয়া অভ্যেস। এখন প্রায় সাড়ে সাতটা বাজে। সেই দুপুরবেলা জোজো এক গেলাস শরবত খাইয়েছিল, তারপর আর কিছু খাওয়া হয়নি। সেই শরবতটা নাকি হজমি শরবত, তাতে পেটের সব কিছু হজম হয়েগেছে !

গাড়িটা পার্ক করার পর লম্বা লোকটি সন্তুকে বলল, "নেমে এসো ভাই ; খুব বেশি দেরি হয়নি, কী বলো ? আশা করি, তোমার কাকাবাবু ভাল আছেন।"

নার্সিংহোমের সামনেই খয়েরি রঙের স্যুট পরা একজন বেশ রাশভারী চেহারার লোক দাঁড়িয়ে। লম্বা লোকটি তার কাছে গিয়ে বলল, ছেলেটিকে নিয়ে এসেছি, স্যার। কোনও ঝঞ্ঝাট হয়নি।"

লোকটি সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "এসো আমার সঙ্গে। তোমার কাকাবাবু ভাল আছেন।"

লম্বা লোকটি বলল, "আমাদের কাজ শেষ তো স্যার ? এবার আমরা যেতে পারি ?"

"হ্যাঁ, ঠিক আছে।"

"আমাদের টাকাটা স্যার ?"

"স্যুট-পরা লোকটি পকেট থেকে একটা খাম বার করে লোকটির হাতে দিয়ে বলল, "এই নাও, তোমাদের পুরো পেমেন্ট আছে।

"কাল আবার লাগবে ?"

"না, আপাতত লাগবে না। আবার দরকার হলে তোমাদের খবর দেব।" লম্বা লোকটি সন্তুর দিকে হাত নেড়ে বলল, "চলি ভাই!"

স্যুট-পরা লোকটি ভুরু কুঁচকে হাতের ঘড়ি দেখল। যেন সে আর কারও জন্য অপেক্ষা করছে।

কাকাবাবুর সঙ্গে অনেক জায়গা ঘুরে, অনেকরকম মানুষজন দেখে সন্তু খানিকটা লোক চিনতে শিখেছে। কোন্ মানুষটা ভাল আর কোন্ মানুষটার মন হিংসে আর লোভে ভরা, তা সন্তু প্রথম দেখেই বুঝতে পারে। এই স্যুট-পরা লোকটিকে তার খারাপ লোক বলে মনে হল না।

কিন্তু এর পরেই সে লোকটির মুখ থেকে এক আশ্চর্য কথা শুনল।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু কত নম্বর ক্যাবিনে আছেন? কোন্ তলায়?"

লোকটি সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে বলল, "তোমার কাকাবাবু এখানে নেই। তোমাকে একটা মিথ্যে কথা বলে এখানে আনানো হয়েছে। ভয়ের কিছু নেই। তোমার সঙ্গে কেউ খারাপ ব্যবহার করবে না।"

সন্তু প্রায় স্তম্ভিত হয়ে গেল। এই লোকটা বলে কী? কলকাতা শহরের রাস্তায় সন্ধেবেলা দাঁড়িয়ে বলছে যে, সন্তুকে সে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে এসেছে? সন্তু এক্ষুনি চেঁচিয়ে উঠে লোক জড়ো করে লোকটাকে ছেলে ধরা বলে ধরিয়ে দিতে পারে!

সন্তু ততটা বাচ্চা নয় যে, তাকে ছেলেধরায় ধরে আনবে। সন্তু এক্ষুনি চলে যেতে চাইলে এই লোকটার সাধ্য আছে ধরে রাখার?

সন্তু বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল, "তার মানে? আমাকে মিথ্যে কথা বলে এখানে নিয়ে আসার কারণটা কী?"

লোকটি বলল, "ঠিক মিথ্যে কথাও নয়। তোমার কাকাবাবুর এখানে এসে পড়ার কথা ছিল। দু'জন লোক পাঠিয়েছিলাম ওঁকে নিয়ে আসার জন্য। উনি যদি সহজে আসতে রাজি না হন, যদি ধস্তাধস্তি হয়, উনি গায়ে-মাথায় চোট পান, তা হলে এই নার্সিং হোমে চিকিৎসার ব্যবস্থাও করে রেখেছিলাম। কিন্তু উনি এলেন না, লোকদুটো ফিরল না। কী যে হল বুঝতে পারছি না। আজকাল এইসব লোকজনও অপদার্থ! টাকাও নেবে, কাজও করবে না!"

সন্তুর ক্রমশ ভুরু ওপরে উঠে যাচ্ছে। ঠাণ্ডাভাবে এসব কী বলছে লোকটা?

"কাকাবাবুকে জোর করে ধরে আনতে পাঠিয়েছেন? কেন?"

"কোনও খারাপ মতলবে নয়। এই একটু কথাবার্তা বলার জন্য। এখন কী করা যায় বলো তো?"

"কিছু মনে করবেন না, আপনি কি পাগল?"

"এ-কথা কেন জিজ্ঞেস করছ ভাই? আমাকে দেখে কি পাগল মনে হয়!"

"অন্ধকারে আপনাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি না। প্রথমে তো ভালই মনে

হয়েছিল কিন্তু এখন আপনার কথাবার্তা শুনে...কাকাবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য তো আমাদের বাড়িতে গেলেই পারতেন। তার বদলে জোর করে ধরে আনা...”

“তোমার কাকাবাবু যে বড্ড গোঁয়ার। এমনিতে কথাবার্তা শুনতে চান না।”

“আমি চলি!”

“কোথায় যাবে?”

“বাড়ি ফিরে যাব। এখান থেকে ভবানীপুরে কত নম্বর বাস যায়?”

লোকটি আবার ঘড়ি দেখল। একটা দোকানের আলো একটু একটু রাস্তায় পড়েছে, ঘড়ি দেখবার জন্য লোকটিকে সেই আলোর কাছে যেতে হল। তারপর ফিরে এসে চিন্তিতভাবে বলল, “তুমি যদি যেতে চাও, যেতে পারো। কোন্ বাস যায় আমি ঠিক বলতে পারব না। বাসস্ট্যান্ডে ফিরে জেনে নাও। তবে, আমার মনে হয় তোমার কাকাবাবুকে হাওড়া স্টেশনেই নিয়ে যাওয়া হয়েছে।”

সন্তু আবার চমকে উঠে বলল, “হাওড়া স্টেশনে, কেন?”

“কথা ছিল, তোমার কাকাবাবুকে এখানে আনা হবে প্রথমে, তোমাকেও আনিয়ে নেওয়া হবে। তারপর সবাই মিলে হাওড়া যাওয়া হবে। ট্রেনের টিকিট কাটা আছে। এখন মনে হচ্ছে, কোনও কারণে ওরা সোজাসুজি হাওড়াতেই চলে গেছে।”

“আমাদের ট্রেনে করে কোথায় নিয়ে যাবেন?”

“তা বেশ দূর আছে।”

“কাকাবাবু তো আমায় বাইরে যাওয়ার কথা কিছু বলেননি?”

“উনি কি আর এমনি যেতে চাইবেন? ওঁকে অজ্ঞান করে নিয়ে যাওয়া হবে। তোমাকে অবশ্য অজ্ঞান করবার দরকার নেই। কাকাবাবু সঙ্গে থাকলে তুমি এমনি এমনিই যেতে চাইবে।”

“আপনার সমস্ত কথাই আমার গাঁজাখুরি মনে হচ্ছে।”

“তুমি বাড়ি চলে যেতে পারো। আসলে তোমাকে আমাদের সে রকম কোনও দরকারই নেই। তোমার পড়াশুনা নষ্ট করে শুধু শুধু অনেকগুলো দিন বাইরে কাটাবার কোনও মানে হয় না। এই কথাই আমি সবাইকে বলেছিলাম। তা ওরা বলল, তুমি নাকি তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে সব জায়গায় যাও। তুমি সঙ্গে না থাকলে ওঁর অসুবিধে হবে। সেই জন্যই তোমাকে আনা।”

লোকটি আর একবার ঘড়ি দেখে বলল, “নাঃ, আর দেরি করা যায় না। আমাকে হাওড়া স্টেশনে যেতেই হবে। আর এক ঘণ্টার মধ্যে ট্রেন ছাড়বে। তোমার কাকাবাবুকে আমি বলব, তুমি আসতে রাজি হওনি।”

“কাকাবাবুকে অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যাওয়া এত সোজা ভেবেছেন?

আপনাদের মাথা খারাপ ?"

"একটা ইঞ্জেকশানের তো মামলা। অন্ধকার রাস্তায় পেছন থেকে টপ করে একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে দিলে উনি আর কী করবেন ? তবে ওঁর কোনও ক্ষতি হবে না, এটা আমি বলে দিচ্ছি। তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যেতে পারো।"

"আপনারা কোন ট্রেনে যাবেন ?"

"ন'টা পাঁচের ট্রেনে।"

"আমি হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে দেখতে চাই আপনার কথা সত্যি কি না !"

"আমি একদম মিথ্যে কথা বলি না। যেতে চাও, চলো !" কাছেই দাঁড়ানো একটা গাড়ির দরজা খুলে লোকটি বলল, "এসো !"

একটু আগেই সন্তু ভেবেছিল, সে মানুষ চেনে। এখন সে এই লোকটিকে কিছুই বুঝতে পারছে না। লোকটির কথাবার্তা মোটেই গুণ্ডা বদমাশদের মতন নয়। লেখাপড়াজানা ভদ্রলোকের মতন, অথচ সে ঠাণ্ডা মাথায় কাকাবাবুকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়া, অজ্ঞান করা এই সব বলছে !

সন্তু আরও ভাবল, এই লোকটি তাকে এখন জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে না। সে যাচ্ছে নিজের ইচ্ছেতে। কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কী ? এইসব কথা শুনে নিশ্চিন্তভাবে বাড়িতে ফিরে যাওয়া যায় ?

ড্রাইভার নেই, গাড়ি চালাচ্ছে লোকটি নিজেই। কিছুদূর আসবার পর, লোডশেডিং-এর এলাকা ছাড়িয়ে আলো-ঝলমল একটা পাড়ায় এসে লোকটি বলল, "কয়েকটা টুকিটাকি জিনিস কিনে নিয়ে যেতে হবে। সামনেই একটা বড় দোকান আছে। তোমার কাকাবাবু চা বেশি ভালবাসেন, না কফি ?"

সন্তু বলল, "কফি।"

"উনি চিনি খান নিশ্চয়ই। মিষ্টি বিস্কুট না নোনতা বিস্কুট ? তুমি চকোলেট ভালবাস নিশ্চয়ই ?"

লোকটি এমনভাবে কথা বলছে যেন সে সন্তু-কাকাবাবুর কোনও আত্মীয়। গাড়ি থামিয়ে একটা দোকানে ঢুকে লোকটি বেশ অনেকক্ষণ দেরি করল। এদিকে বলছিল ট্রেনের সময়ের আর বেশি দেরি নেই।

একটা মস্ত বড় প্যাকেট নিয়ে ফিরে এসে লোকটি বলল, "যাক্ সব কিছুই পাওয়া গেছে। আর কোনও চিন্তা নেই। তুমি একটা চকোলেট খাবে নাকি এখন ?"

লোকটি পকেট থেকে একটা চকোলেট-বার বার করে এগিয়ে দিতে সন্তু আর আপত্তি করল না। তার প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

হাওড়া স্টেশনে ট্র্যাফিক জ্যাম। সন্তুরই উদ্বেগ হতে লাগল। যদি ট্রেন ছেড়ে যায়। লোকটি কিন্তু গাড়ির ইঞ্জিন থামিয়ে নিশ্চিন্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে তারপর বলল, "তুমি রাত্তিরে বাড়ি না ফিরলে তোমার মা চিন্তা করবেন

তো ? ঠিক আছে, আমরা লোক দিয়ে খবর পাঠিয়ে দেব।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “ট্রেন ছাড়তে আর কত দেরি ?”

‘আর দশ মিনিট আছে। তবে, আমি না পৌঁছলে ট্রেন ছাড়বে না। আমাদের লোক আছে, চেন টেনে দেবে।”

একটু বাদেই আবার গাড়ি চলল। লোকটি নিজের গাড়ি নিয়ে ঢুকে গেল স্টেশনের মধ্যে। তারপর নেমে পড়ে বলল, “ন’ নম্বর প্ল্যাটফর্ম !”

দু’জনকে দৌড়তে হল এবার। আর মাত্র এক মিনিট বাকি। ফার্স্টক্লাস কামরার সামনে দু’জন লোক দাঁড়িয়ে আছে, স্যুট-পরা লোকটিকে দেখে তারা হাত তুলল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, “তোমরা সরাসরি এখানে চলে এসেছ ? নার্সিং হোমের সামনে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি !”

অন্য লোকটি বলল, “কী করব, প্ল্যানটা যে পাল্টে গেল।”

“এখন সব ঠিকঠাক আছে ?”

“হ্যাঁ।”

“মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, মানে, এই ছেলেটির কাকাবাবুকে আনা হয়েছে ?

“হ্যাঁ স্যার।”

“ঠিক আছে, গাড়ির চাবি নাও। গাড়ি গ্যারাজে তুলে রাখবে। যাওয়ার পথে মিঃ চৌধুরীর বাড়িতে একটা খবর দিয়ে যাবে। বলবে যে, সন্তু সম্পর্কেও চিন্তা বা ভয়ের কিছু নেই। দিন দশেকের মধ্যেই ফিরে আসবে।”

স্যুট-পরা লোকটি সন্তুর দিকে তাকাতেই সন্তু বলল, “আমি আগে একবার দেখতে চাই কাকাবাবু সত্যি আছেন কি না !”

“ঠিক আছে। তাড়াতাড়ি ওঠো। গার্ড হুইশ্‌ল দিয়েছে।”

ট্রেনে উঠে লোকটি বলল, “একদম ধারের কুপে। নম্বর হল এক।”

সন্তু দৌড়ে গেল সে দিকে। ট্রেন নড়তে শুরু করে দিয়েছে। এখনও সন্তু ইচ্ছে করলে লাফিয়ে নেমে পড়তে পারে। এক নম্বর কুপেটির দরজা বন্ধ। সন্তু খোলার জন্য টানাটানি করতে লাগল। দরজায় দুমদুম করে ধাক্কা দিয়ে বলতে লাগল, “কাকাবাবু ! কাকাবাবু ! ভেতরে কে, খুলুন, খুলুন !”

ট্রেন ততক্ষণ প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে গিয়ে স্পিড নিয়েছে।

কুপের দরজা খুলল একজন মোটাসোটা মাঝবয়েসী লোক। খাকি প্যান্টের ওপর সাদা হাওয়াই শার্ট পরা, মুখভর্তি দাড়ি। সন্তুর সঙ্গে যেন অনেক দিনের চেনা, এইভাবে বলল, “এসো !”

দরজা খোলা মাত্র সন্তু ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিয়েছে। একদিকের সিটে কে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, কিন্তু কাকাবাবু নন। কাকাবাবু লম্বা-চওড়া মানুষ, যে শুয়ে আছে সে মোটামুটি সন্তুর সমান। মুখটা চেনা যাচ্ছে না।

কাকাবাবু এখানে নেই ! সন্তুকে মিথ্যে কথা বলে নিয়ে আসা হয়েছে !

প্রথম থেকেই সন্তুর এরকম সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু আলিপুরে যে লোকটির সঙ্গে দেখা হল, যে গাড়ি করে সন্তুকে হাওড়া স্টেশনে নিয়ে এল, তাকে সন্তুর খারাপ লোক বা মিথ্যেবাদী বলে মনে হয়নি। তা হলে সন্তুর এতটা ভুল হল।

সন্তু পেছন ফিরে তাকাল। ট্রেন বেশ জোরে চলতে শুরু করেছে। এখন আর লাফিয়ে নেমে পড়া যায় না।

একটুও ভয় না পেয়ে সন্তু রাগী গলায় জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার ? কাকাবাবু কোথায় ?"

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি অবাকভাবে বলল, "কাকাবাবু ? কে ভাই তোমার কাকাবাবু ?"

সন্তু আবার জোর দিয়ে বলল, "আমার কাকাবাবুর নাম রাজা রায়চৌধুরী, তিনি কোথায় ?"

"আমি তো ভাই তোমার কাকাবাবুকে চিনি না। তিনি কোথায় তা আমি জানব কী করে ? তুমি এসো ভেতরে এসে বোসো !"

"তা হলে কি কাকাবাবু অন্য কোনও কুপেতে আছেন ?"

"তাও তো আমি জানি না। তোমার কাকাবাবু এই ট্রেনে চেপেছেন বলে মনে হয় না। তা হলে আর আমাকে এই দায়িত্ব দেওয়া হবে কেন ?"

সন্তু অন্য কুপেগুলিতে উঁকি মেরে এল। সব কটারই দরজা খোলা। তার মধ্যে দুটি একদম খালি। অন্যগুলোতে অন্য যাত্রীরা রয়েছে। যে লোকটি সন্তুকে হাওড়ায় নিয়ে এসেছে। সেও এই কামরায় কোথাও নেই। সে ওঠেনি। দরজার কাছে খাবারদাবারের প্যাকেট পড়ে আছে।

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি সেই প্যাকেটটি তুলে নিয়ে সন্তুকে বলল, "এসো। কিছু খেয়েটেয়ে নেওয়া যাক !"

সন্তুর মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে। তাকে এইভাবে মিথ্যে কথা বলে ট্রেনে তোলা হল কেন ? কারা এসব করছে ? এতে তাদের কী লাভ ? সন্তু কি ছেলেমানুষ নাকি ? সে তো পরের স্টেশনেই নেমে পড়তে পারে। তাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে সে অন্য যাত্রীদের কাছে সাহায্য চাইবে।

সে খাকি প্যান্ট পরা লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, "ব্যাপারটা কী আমি জানতে চাই। আমাকে কেন এই ট্রেনে তোলা হল ?"

খাকি প্যান্ট পরা লোকটি হেসে বলল, "আমার ওপর রাগ করছ কেন ?

আমি ব্যাপার স্যাপার কিছুই জানি না। আমাকে প্রশ্ন করলেও উত্তর দিতে পারব না।

আমার ওপর শুধু ভার পড়েছে তোমাদের দু'জনকে এক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। তোমাদের কোথাও অযত্ন হবে না।"

"কোথায় পৌঁছে দেওয়া ?"

"সেটা বলতে পারি। এখন বলতে কোনও ক্ষতি নেই। সম্বলপুরে।"

"সম্বলপুরে ? সেখানে গিয়ে আমি কী করব ?"

"তা তো ভাই আমি জানি না। সম্বলপুরে তোমাদের নিতে অন্য লোক আসবে। আমি তোমাদের হ্যান্ডওভার করেই ফেরত ট্রেনে চলে আসব। সুতরাং সম্বলপুরে গিয়ে তুমি কী করবে, তা তো আমি জানি না।"

"সম্বলপুরে আমি যাব কেন ? আমি পরের স্টেশনে নেমে যাব।"

লোকটি কয়েক পলক সন্তুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর নিজের দাড়ি চুলকে বলল, "সেটা একটা কথা বটে। তুমি যদি যেতে না চাও, তা হলে কি আমি তোমাকে জোর করে আটকে রাখব ? সেরকম কোনও কথা তো আমাকে বলা হয়নি। আর অল্পবয়েসী ছেলেদের ওপর জোরজার করা আমি পছন্দ করি না। তোমার যেতে ইচ্ছে না হলে যেও না। আমি সম্বলপুরে গিয়ে বলব দু'জনের বদলে একজন এসেছে !"

"আর একজন কে ?"

"নামটাম কিছু জানি না। তোমার নামও তো জানি না। ওই ওখানে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। পরের স্টেশন তো খড়্গপুর, পৌঁছতে অনেক দেরি আছে। ততক্ষণ তুমি ভেতরে এসে বোসো !"

সন্তু ভেতরে এসে চাদর ঢাকা লোকটির দিকে তাকাল। তার মুখটা দেওয়ালের দিকে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

খাকি প্যান্টপরা লোকটি খাবারের প্যাকেটটি খুলে বলল, "বাঃ বাঃ, অনেক কিছু দিয়ে দিয়েছে। ভাল স্যান্ডউইচ আছে। এই যে ভাই, খাবে নাকি ? খাও, খাও, খাবারের ওপর রাগ করতে নেই।"

একখানা চকোলেট খেয়ে সন্তুর খিদে মেটেনি। খাবার দেখেই তার খিদে আবার বেড়ে গেল। কিন্তু এদের খাবার কি খাওয়া উচিত ?

বেশি চিন্তা না করে সন্তু দু'খানা স্যান্ডউইচ হাতে তুলে নিল।

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "পরের স্টেশনে নেমে তুমি কি বাড়ি ফিরে যাবে ? ট্রেনের টিকিট কাটার সময় আছে ?"

"সে আমি বুঝব !"

"আমি তোমাকে গোটা দশেক টাকা দিতে [illegible]। ধার হিসেবেই নিও। আমার ঠিকানা দিয়ে দেব। যদি পারো কখনও ফেরত পাঠিও !"

সন্তুর আবার খটকা লাগল। এ কী ধরনের লোক এরা ? মিথ্যে কথা বলে, অন্যায়ভাবে তাকে ট্রেনে চাপিয়েছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ তার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেনি কিংবা কোনওরকম জোরও করেনি। এমনকী সন্তু ফিরে যেতে চাইলে ট্রেনের টিকিট কাটার পয়সা দিয়ে দেবে বলছে ?

স্যান্ডউইচ দুটো খেয়ে নিয়ে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে, তা কি

জানতে পারি ?”

লোকটি বলল, “হ্যাঁ, কেন জানতে পারবে না। আমি তো চোর-ডাকাত নই যে নাম লুকোব। আমার নাম মনোহর দাস। একটা সিকিউরিটি সার্ভিস অফিসে কাজ করি। আমাদের কাজ হল, লোকের দামিদামি জিনিসপত্র পাহারা দেওয়া। ব্যাঙ্ক থেকে টাকা আনা, কোনও লোক হারিয়ে গেলে খুঁজে বার করা, এইসব। এখন আমার ডিউটি পড়েছে, তোমাদের দু'জনকে ভালভাবে সম্বলপুরে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু জোর করে ধরে নিয়ে যেতে হবে, সেরকম কোনও ইনস্ট্রাকশান দেওয়া হয়নি। তোমাকে কি কেউ জোর করে ট্রেনে তুলেছে ? তুমি তো একাই এসেছ দেখছি।”

“আমাকে মিথ্যে কথা বলে আনা হয়েছে।”

“সে তোমায় কে কী বলেছে, তা বাপু আমি জানি না। খড়্গপুরেই নেমে পড়ো তাহলে। এখনও ফেরার অনেক ট্রেন পাবে।”

ঘুমন্ত লোকটি একটা শব্দ করে পাশ ফিরল। এবারে সন্তু এমন চমকে গেল যে তার বুকটা কাঁপতে লাগল ভূমিকম্পের মতন।

মুখ থেকে চাদরটা সরে গেল। ঘুমন্ত লোকটি আর কেউ নয়, তার বন্ধু জোজো !

সন্তু ভাবল, তা হলে এই সব কি জোজোর কারসাজি ? জোজো এইভাবে কোনও প্র্যাকটিক্যাল জোক করেছে ! জোজোটাকে নিয়ে আর পারা যায় না।

সে উঠে গিয়ে জোজোর বুকে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিতে দিতে বলল, “এই জোজো, ওঠ ! ওঠ ! মটকা মেরে আর কতক্ষণ থাকবি।”

জোজো কোনও সাড়া দিল না।

দু'তিনবার ঝাঁকুনি দেওয়ার পর সন্তু বুঝতে পারল, জোজো ঘুমের ভান করে নেই। তার শরীরটা অসাড়, তার জ্ঞান নেই। সন্তু এবারে ভয় পেয়ে গেল।

সন্তু মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করল, “ওর কী হয়েছে ?”

মনোহর দাস উঠে এসে জোজোর নাকের কাছে হাত দিয়ে নিশ্বাস পরীক্ষা করে দেখল। জোজোর নাড়ি দেখল। তারপর বলল, “না, চিন্তার কিছু নেই। অজ্ঞান হয়ে আছে। আমিও সেইরকম সন্দেহ করেছিলুম। ওরা ঘুমন্ত অবস্থায় শুইয়ে দিয়ে গেল [illegible] এমন অবেলায় কেউ কি অঘোরে ঘুমোতে পারে ? ছিঃ, এইটুকু লোককে কি [illegible]রে অজ্ঞান করা উচিত ?”

“মনোহরবাবু, ওর কখন জ্ঞান ফিরবে ?”

“তা তো বলতে পারব না ভাই। আমি তো ডাক্তার নই। তবে ঘণ্টা দু'একের বেশি লাগবে না মনে হয়।”

সন্তু দ্রুত চিন্তা করতে লাগল। খড়্গপুর পৌঁছবার আগে যদি জোজোর জ্ঞান না ফেরে তা হলে সে নামবে কী করে ? জোজোকে ফেলে চলে যাওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কে কোন্ মতলবে তাকে আর জোজোকে একসঙ্গে ধরে

নিয়ে যেতে চায় ?

মনোহর দাস একটার পর একটা খাবার খেয়ে যাচ্ছে। একটু পরে সে বলল, "এখন এক কাপ চা পেলে বেশ জমত। দেখা যাক খড়্গপুরে চা-ওয়ালা পাওয়া যায় কি না। আমি এক কাজ করব, বুঝলে! খড়্গপুরে অনেকক্ষণ ট্রেন থামবে। আমি এক কাপ চা খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ব তুমি তার পরে নেমে যেও। আমি সম্বলপুরে পৌঁছে বলব আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সেই একফাঁকে একটি ছেলে নেমে গেছে। ব্যাস আমার আর কোনও দায়িত্ব রইল না। আমি ঘুমোতে পারব না, এরকম তো কোনও কথা নেই।"

সন্তু বলল, "কিন্তু আমার বন্ধুকে এই অবস্থায় ফেলে রেখে আমি তো একলা নামতে পারি না।"

"এই লোকটি তোমার বন্ধু বুঝি ?"

"হ্যাঁ, আমরা এক কলেজে পড়ি। কালকে ক্লাস আছে। আমাদের দু'জনেরই আজ রাত্তিরেই বাড়ি ফেরা দরকার।"

"তোমরা দু'জনেই চলে গেলে...সে বড় খারাপ ব্যাপার হয়ে যাবে। তাহলে আর আমার চাকরি থাকবে না। দু'জনকে পৌঁছে দেওয়ার কথা, তার মধ্যে একজনও পৌঁছল না, তা কি হয় ? তুমি শুধু তোমার দায়িত্ব নাও !"

"আপনি বুঝি আপনার কোনও বন্ধুকে এরকম অবস্থায় ফেলে পালাতে পারেন ?"

"এটা বড্ড শক্ত প্রশ্ন করলে, ভাই। উত্তর দেওয়া খুব শক্ত। আমি এটা বুঝব কী করে, আমার তো কোনও বন্ধুই নেই। অফিসে যাদের সঙ্গে কাজ করি, তারা চান্স পেলেই ল্যাং মারে।"

"আপনি বলছেন, আপনি সিকিউরিটির লোক, তার মানে কি পুলিশ ?"

"না, না। প্রাইভেট, প্রাইভেট কোম্পানি আমাদের। লোকে আমাদের ভাড়া করে। মনে করো, আমরা হচ্ছি ভাড়াটে দারোয়ান।"

"এরকম বিচ্ছিরি চাকরি করেন কেন ?"

"অন্য চাকরি কে দেবে ? তুমি দেবে ? তোমার বাবাকে বলে দেবে তো ?"

"আপনার সঙ্গে আর্মস আছে ?"

"তা আছে ছোটখাটো। তবে বিশেষ কাজে লাগে না।"

"ছোটখাটো মানে ? ছুরি না রিভলভার ?"

"ধরে নাও দুটোই। রিভলভারের লাইসেন্স আছে বটে। কিন্তু এ পর্যন্ত একটাও গুলি ছুঁড়িনি। গুলির যা দাম !"

"ছুরি ব্যবহার করেছেন তা হলে ?"

"ছুরিটা কাজে লাগে দড়িফড়ি কাটবার জন্য। এসব কথা জিজ্ঞেস করছ কেন ? তোমাদের ওপর আমি ছুরি গোলাগুলি চালাব ভেবেছ ? কখনও না ! শেষকালে খুনের দায়ে পড়ি আর কী ! তুমি তোমার বন্ধুকে নিয়েও যদি

পালাতে চাও, তাতেও বাধা দেব না। চাকরি যায় যাক।"

খড়্গপুর স্টেশন এসে গেল। সন্তু আবার জোজোকে ধাক্কা মারল কয়েকবার। জোজোর জ্ঞান ফেরার কোনও চিহ্নই নেই। সন্তু অসহায়ভাবে তাকাতে লাগল এদিক-ওদিক। এখন সে কী করবে?

মনোহর দাস চা-ওয়ালা ডেকে পরপর দু'ভাঁড় চা খেল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। সন্তুর দিকে সে আড়চোখে দেখছে আর মিটিমিটি হাসছে।

একটু পরে সে বলল, "যতদূর মনে হচ্ছে, বন্ধুকে ছেড়ে তুমি একলা যাবে না! চমৎকার, এই তো চাই। এমন না হলে আর কিসের বন্ধুত্ব! বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে। তুমি এক কাপ চা খাবে নাকি?"

ট্রেন আবার চলতে শুরু করল।

॥ ৬ ॥

কাকাবাবু একবার চোখ মেলেই আবার চোখ বুজিয়ে ফেললেন। এখনও চোখের পাতাদুটো খুব ভারী। ঘুম কাটেনি। শরীরটা দুলছে। শরীরটা দুলছে না মাথা ঘুরছে? কিংবা তিনি কি শূন্যে ভাসছেন? তাঁর ইচ্ছে করল চোখ খুলে ভাল করে দেখতে। কিন্তু কিছুতেই আর তাকাতে পারছেন না।

মিনিট পনেরো আবার অজ্ঞানের মতন ঘুমিয়ে কাকাবাবু দু'চোখ মেললেন। আলোতেও চোখ ধাঁধিয়ে গেল। সেইজন্য কিছুই দেখতে পেলেন না। শরীরটা এখনও দুলছে। গলা শুকিয়ে কাঠ, জলতেষ্টা পেয়েছে খুব। অতিকষ্টে তিনি পাশ ফিরলেন।

কে যেন জিজ্ঞেস করল, "জল খাবেন?"

কাকাবাবু কোনও উত্তর দিলেন না। আগে তিনি মনে করবার চেষ্টা করলেন, তিনি কোথায় রয়েছেন? কখন ঘুমিয়ে পড়লেন, ঘুমোবার আগে কোথায় ছিলেন, তাঁর এসব কিছুই মনে পড়ল না।

"মিঃ রায়চৌধুরী, জল খাবেন?"

প্রচণ্ড মনের জোর এনে কাকাবাবু এক ঝটকায় উঠে বসলেন। তার মাথা ঘুরতে লাগল, মনে হল গায়ে একটুও জোর নেই। তারই মধ্যে তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি রয়েছেন একটি রেলের কামরায়। বেশ বড় কামরা কিন্তু তাতে আর একজন মাত্র লোক রয়েছে। লোকটির গায়ে একটা পাতলা সাদা কোট, হাসপাতালের ডাক্তাররা যেরকম পরেন।

ঘুমের ঘোরে কাকাবাবু একটুও বিস্ময় প্রকাশ করলেন না। লোকটির দিকে অপলকভাবে তাকিয়ে রইলেন বেশ কয়েক মুহূর্ত।

লোকটি একটি ফ্লাস্ক থেকে এক গেলাস জল ঢেলে নিয়ে কাছে এসে বলল, "জলটা খেয়ে নিন, ভাল লাগবে।"

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে গেলাসটা নিয়ে সবটা জল খেয়ে নিলেন ঢকঢক

করে। তারপর গেলাসটি ফেরত দিয়ে বললেন, "ধন্যবাদ !"

সাদা কোট পরা লোকটা বলল, "শরীর খারাপ লাগছে না তো ? খিদে পেয়েছে ?"

কাকাবাবু মনে মনে ভাবলেন, এটা ট্রেনের কামরা, না হাসপাতাল ? কোনও উত্তর না দিয়ে তিনি চারদিক ভাল করে চেয়ে দেখলেন। সবকটা জানলা বন্ধ। তবে এটা সাধারণ রেলের কামরা নয়। স্পেশাল ব্যাপার। খুব সম্ভবত সেলুন কার। এক পাশটা লেবরেটরির মতন। কিছু যন্ত্রপাতি ও টেস্ট-টিউব ইত্যাদি রয়েছে। ট্রেনটা খুব জোর ছুটছে। সেই জন্যই তার শরীরটা দুলছে।

সাদা কোট পরা লোকটি বলল, "আপনি একটানা ঠিক সতেরো ঘণ্টা ঘুমিয়েছেন।"

যেন এটা মোটেই আশ্চর্য হওয়ার মতন কোনও কথা নয়, এইভাবে কাকাবাবু বললেন,"ও !"

কামরার এক কোণে তাঁর ক্রাচ দুটো রয়েছে। কিন্তু এক্ষুনি উঠে দাঁড়াবার মতন তাঁর শরীরের জোর নেই। মাথাটা ঠিক মতন পরিষ্কার হয়নি। সেইজন্যই কাকাবাবু ঠিক করলেন, এখন তিনি এই লোকটিকে কোনও কথাই জিজ্ঞেস করবেন না।

লোকটি আবার বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করল, "কিছু খাবেন, স্যার ? চা কিংবা কফি ?"

কাকাবাবু বললেন, "এক কাপ কফি খেতে পারি। ট্রেন থামুক।"

"ট্রেন থামার দরকার নেই। আমি কফি তৈরি করে দিচ্ছি। দুধ-চিনি থাকবে তো ?"

"না, শুধু কালো কফি।"

লোকটি স্পিরিট ল্যাম্প জ্বেলে জল গরম করল। তারপর এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে এল, সঙ্গে দুটি বিস্কুট।

কাকাবাবু বিনা বাক্য ব্যয়ে সেই কফি ও বিস্কুট শেষ করলেন। এবং অনেকটা চাঙ্গা বোধ করলেন।

লোকটি বলল, "কিছু মনে করবেন না, স্যার। আপনার পাল্‌স একটু দেখব ?"

কাকাবাবু ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। লোকটি সত্যিই ডাক্তার, কাকাবাবুর নাড়ি টিপে ধরে দেখল। তারপর ব্লাড প্রেশার মাপল। খুশির সঙ্গে বলল, "বাঃ, সব ঠিকঠাক আছে।"

সবকটা জানলা বন্ধ, ভেতরে চড়া আলো জ্বলছে, এখন দিন কি রাত তা বোঝা যাচ্ছে না। তবু কাকাবাবু কোনও কৌতূহল প্রকাশ করলেন না।

একটু পরে পাশের একটা দরজা খুলে ঢুকলেন অংশুমান চৌধুরী। তাঁর মাথায় টুপি, হাতে একটা রুপো বাঁধানো ছড়ি। কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে

হাসিমুখে তিনি কিছু বলতে যেতেই কাকাবাবু আগেই বললেন, "কী খবর? ভাল?"

অংশুমান চৌধুরী বেশ চমকে গেলেন। তিনি ভেবেছিলেন, কাকাবাবু নিশ্চয়ই রাগারাগি করবেন।

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আপনি এখন ভাল বোধ করছেন তো?"

কাকাবাবু বললেন, "চমৎকার। এই ছেলেটি কফি আর বিস্কুট খাওয়াল। শুনলাম, একটানা সতেরো ঘণ্টা ঘুমিয়েছি, সেটাও বেশ ভাল ব্যাপার, অনেকদিন ভাল ঘুম হচ্ছিল না।"

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর উলটো দিকের একটা বেঞ্চে বসে পড়ে বললেন, "বাঃ, তা হলে কাজের কথা শুরু করা যাক!"

কাকাবাবু দু'হাত তুলে আড়মোড়া ভেঙে বললেন, "থাক, এখন কাজের কথা-টথা থাক। আবহাওয়ার কথা বলুন! গরমটা বেশ কমে গেছে, কী বলুন!"

অংশুমান চৌধুরী অট্টহাসি হেসে বললেন, "আপনি মশাই বিচিত্র মানুষ। আপনার ওপর রাগ আছে আমার, অথচ আপনার কথা শুনে না হেসেও পারি না।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার ওপর একটুও রাগ নেই, কিন্তু আপনার কথা শুনে আমার হাসি পায় না। আপনি বরং কিছু মজার কথা বলুন তো!"

অংশুমান গম্ভীর হয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, "একটা মজার কথা হচ্ছে এই যে, শেষ পর্যন্ত আমি আর আপনি একই সঙ্গে সম্বলপুর যাচ্ছি। আমাদের প্রতিযোগিতার খেলা এর মধ্যে শুরু হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সম্বলপুর ভাল জায়গা। বেড়াবার পক্ষে ভাল জায়গা।"

"শুধু সম্বলপুর নয়, তারপর জঙ্গলেও যেতে হবে।"

"তাও মন্দ নয়, অনেকদিন জঙ্গলে যাওয়া হয়নি। আমি অনেকদিন ট্রেনে চাপিনি। বেশ ভালই লাগছে।"

"মিঃ রায়চৌধুরী, আমার মাথায় চুল নেই। আর কোনওদিন চুল গজাবে না। কিন্তু আপনার মাথা ভর্তি চুল। আমি আপনার চুল দিয়ে বাজি ফেলেছি। এবারের খেলায় আপনি যদি হেরে যান তা হলে আপনার মাথা কামিয়ে ফেলতে হবে। তারপর আমি একটা আড়ক তৈরি করেছি। সেই আড়ক মাখিয়ে দিলে আপনার মাথাতেও আর কখনও চুল গজাবে না।"

"বাজি ফেলেছেন? কার সঙ্গে বাজি ফেলেছেন? আমার মাথার চুল কামিয়ে ফেলতে হবে, অথচ আমি তার কিছুই জানলাম না?"

"বাজিটা আমি নিজের মনে মনেই ফেলেছি। আর আমি যদি হেরে যাই। তা হলে আমি নিজেও এর পর থেকে ক্রাচ নিয়ে হাঁটব। কোনওদিন আর

দু'পায়ে হাঁটব না।"

কাকাবাবু এবারে মুচকি হেসে বললেন, "এইটা আপনি একটা মজার কথা বলেছেন। হার-জিতের কথা আসছে কী করে? আমি আপনার সঙ্গে কোনও প্রতিযোগিতায় নামছিই না!"

"নামছেন না কী মশাই, প্রতিযোগিতা তো এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। আমরা কী আর এমনি এমনি সম্বলপুর যাচ্ছি?"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমি সম্বলপুরে যাচ্ছি না!"

এর মধ্যে ট্রেনটার গতি কমে এসেছে। কোনও একটা স্টেশন আসছে। কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ক্রাচ দুটো নিলেন। তারপর ডাক্তারটির দিকে ফিরে অনুরোধের সুরে বললেন, "দরজাটা একটু খুলে দিন তো ভাই!"

ডাক্তারটি তাকাল অংশুমান চৌধুরীর দিকে। অংশুমান চৌধুরীও উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "আপনি কি নামতে চাইছেন নাকি? না, না এখানে আপনার নামা হবে না।"

কাকাবাবু দরজার দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে বললেন, "আপনি আমাকে ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেকশান দিয়ে জোর করে এতটা পথ নিয়ে এসেছেন। এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এ জন্য আমি আপনাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতুম। কিন্তু তা দিচ্ছি না। এবারেও আপনাকে ক্ষমা করছি। দয়া করে, আপনি আমাকে আর বিরক্ত করবেন না।"

অংশুমান রেগে উঠে বললেন, "ক্ষমা? আপনি আমাকে ক্ষমা করবার কে? এবারে আপনার মাথা ন্যাড়া না করে আমি ছাড়ছি না।"

অংশুমান এক পা এগোতেই কাকাবাবু ক্রাচ তুলে প্রচণ্ড জোরে মারলেন তাঁর হাতের লাঠিটায়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে ডাক্তারটির বুকে সেই ক্রাচটি ঠেকিয়ে বললেন," আমাকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবেন না।"

ডাক্তারটি অসহায়ভাবে বলল, "না না। আমি আপনাকে বাধা দেব কেন? সেটা তো আমার কাজ নয়।"

ট্রেন থেমে গেছে। কাকাবাবু দরজার হাতল ঘুরিয়ে বললেন, "গুড বাই।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "এখানে আপনি জোর করে নামতে চান নামুন। পরে আপনাকে আসতেই হবে সম্বলপুরে। আপনার ভাইপো সন্তু এতক্ষণে সম্বলপুরে পৌঁছে গেছে!"

॥ ৭ ॥

জোজোর জ্ঞান ফিরল আরও তিন ঘণ্টা বাদে। ততক্ষণে সন্তুর ঝিমুনি এসে গেছে। খড়্গপুরে সে জোজোকে ফেলে নামতে পারেনি, তার পরেও জোজোর জ্ঞান ফেরার অপেক্ষায় সে অনেকক্ষণ বসেছিল। খাকি পোশাক পরা লোকটাও চা খাবার একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়েছে। সন্তু আর একা কতক্ষণ

জেগে থাকবে ?

জোজো চোখ মেলেও শুয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর একসময় ধড়মড় করে উঠে বসল। সন্তু ও খাকি পোশাক-পরা লোকটির দিকে সে তাকাল অবাকভাবে। তাকে কখন ট্রেনে তোলা হয়েছে, তা সে বিন্দুবিসর্গও জানে না। রাত্রির ট্রেন ছুটছে দারুণ জোরে। জানলা খোলা, বাইরে শুধু অন্ধকার। কুপের দরজাটাও খোলা।

এদিক-ওদিক চোখে বোলাতেই জোজোর চোখ পড়ল স্যান্ডউইচের বাক্সটা। ঘুম ভাঙতেই খিদেতে তার পেট জ্বলছে দাউ দাউ করে। কোনও দ্বিধা না করে সে বাক্সটা তুলে নিল। তাতে তখনও গোটা তিনেক স্যান্ডউইচ অবশিষ্ট আছে। জোজো প্রথমে একটা তুলে নিয়ে গন্ধ শুঁকল। তারপর খেতে শুরু করে দিল। তিনটেই শেষ করে ফেলল সে। দেওয়ালের একটা হুকে একটা ওয়াটার বটল ঝুলছে। সেটা নামিয়ে সে জল খেল অনেকখানি।

এবারে সে সন্তুর মুখের কাছে মুখ ঝুঁকিয়ে এনে দেখল। সত্যিই সন্তু কিনা। তার ভুরু কুঁচকেই আছে। এখনও সে কিছু বুঝতে পারছে না। খাকি পোশাক পরা লোকটাকেও সে লক্ষ করল ভাল করে। একে সে জীবনে কখনও তো দেখেনি। লোকটি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে।

জোজো এবারে কুপের দরজার কাছে গিয়ে বাইরেটায় উঁকি দিল। সরু করিডরটা জনশূন্য। এখন কত রাত কে জানে!

"ল্যাট্রিনটা বাঁ দিকে!"

জোজো চমকে পেছনে ফিরে তাকাল। খাকি পোশাক-পরা লোকটার নাক ডাকছিল একটু আগে, কিন্তু আসলে সে ঘুমোয়নি? লোকটা কিন্তু চোখ বুজেই আছে এখনও।

লোকটি আবার বলল, "বাথরুমে যাবে তো, যাও ঘুরে এসো!"

জোজোর সত্যিই বাথরুমে যাওয়া দরকার। সে কোনও কথা না বলে বাঁ দিকে চলে গেল। বাথরুমের কাছেই একটা আলাদা সীটে একজন কন্ডাক্টর গার্ড বসে বসে ঢুলছে। এখন বেশ গভীর রাত, মনে হচ্ছে। এই কামরায় আর কেউ জেগে নেই মনে হয়। কোথায় যাচ্ছে এই ট্রেন?

বাথরুম সেরে জোজো ফিরে এল কিন্তু কুপের মধ্যে ঢুকল না। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে ডাকল, "সন্তু! এই সন্তু!"

খাকি পোশাক-পরা লোকটি চোখ বোজা অবস্থাতেই ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, "শ্‌ শ্‌ শ্‌ শ্‌! এত জোরে কথা বলে না! ভেতরে এসে কথা বলো!"

জোজো এবারে তীব্র গলায় জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে?"

লোকটি বলল, "ভেতরে এসে শুয়ে পড়ো না ভাই। এত রাত্রে কেন গোলমাল করছ? আমি কেউ না। আমি একজন অতি সাধারণ লোক! তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছি।"

এত কথাবার্তায় সন্তু জেগে উঠল। তাকে চোখ মেলতে দেখেই জোজো বলল, "এই সন্তু, উঠে আয়! শিগগির উঠে আয়। আমি পুলিশ ডেকেছি। এক্ষুনি পুলিশ এসে এই স্পাইকে অ্যারেস্ট করবে!"

খাকি পোশাক-পরা লোকটা এবারে উঠে বসে বিরক্ত ভঙ্গি করে বলল, "হাড়জ্বালালে দেখছি! চলন্ত ট্রেনে পুলিশ আসবে কী করে? এলে তো আসবে পরের স্টেশনে? পরের স্টেশন আসতে এখনও দুঘণ্টা দেরি আছে। ততক্ষণ ভেতরে এসে বসো!"

তারপর সে সন্তুর দিকে ফিরে বলল, "তোমার বন্ধুকে বলো না, আমি কি তোমাদের মারছি না ধরছি? তোমরা পালাতে চাও পালাবে, থাকতে চাও থাকবে। তা ছাড়া আমি স্পাই হতে যাব কোন্ দুঃখে? ওসব ঝামেলায় আমি নেই!"

জোজো সন্তুকে জিজ্ঞেস করল, "তুই কি লোকটাকে চিনিস?"

সন্তু দু'দিকে মাথা নেড়ে বলল, "না!"

জোজো বলল, "আমি চিনি। রামপ্রতাপ সিং-এর অ্যাসিস্ট্যান্ট। রামপ্রতাপ সিং হল আমার বাবার এক নম্বরের শত্রু। বিলাসগড়ের রাজার ছেলেকে রামপ্রতাপ সিং গুম করতে গিয়েছিল, আমার বাবা তার সব ষড়যন্ত্র ফাঁস করে দিয়েছিল। এখন সেই রাগে রামপ্রতাপ সিং আমাকে ক্লোরোফর্ম দিয়ে অজ্ঞান করে ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল! আমি কিন্তু অজ্ঞান হইনি। এতক্ষণ চোখ বুজে সব শুনেছি।"

খাকি পোশাক-পরা লোকটি চোখ বড় বড় করে বলল, "ওরে বাবা, এ যে এক লম্বা চওড়া গল্প। রামপ্রতাপ সিং-এর নাম আমি বাপের জন্মে শুনিনি! বিলাস গড়টাই বা কোথায়?"

সন্তু বলল, "জোজো, ভেতরে এসে বোস। আমি তো ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছি না।"

জোজো এবারে ভেতরে এসে বলল, "আমি গার্ডসাহেবকে সব বলে এসেছি। উনি টরে টক্কা করে পরের স্টেশনে খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন। ট্রেন থামলেই পুলিশ এসে এই স্পাইটাকে অ্যারেস্ট করবে!"

লোকটি উঠে কুপের দরজাটা টেনে বন্ধ করে ছিটকিনি লাগাল। তারপর তাতে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে বসল, "এই, স্পাই স্পাই করবে না বলে দিচ্ছি! পুলিশ আসে তো ভালই, আমার আইডেন্টিটি কার্ড দেখাব। তুমি তো খুব চালু দেখছি। এর মধ্যে গার্ডকে খবর দিয়ে এলে?"

সন্তু জোজোর একটা কথাও বিশ্বাস করেনি। ঘুম থেকে উঠেই জোজোর উদ্দাম কল্পনা শক্তি চালু হয়ে গেছে!

জোজো লোকটিকে বলল, "আপনি দরজা বন্ধ করলেন কেন?"

"পুলিশ এলে খুলে দেব। রাত্তিরে দরজা বন্ধ করে রাখাই নিয়ম। যদি

চোর ছ্যাচোড় ঢুকে পড়ে। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতন শুয়ে পড়ো। রাত্তিরটায় আর ঝঞ্ঝাট কোরো না।"

জোজো বলল, "মোটেই আমরা এখন ঘুমোব না!"

"তা হলে তো দেখছি, আমাকেও ঘুমোতে দেবে না। তুমি যা বিচ্ছু ছেলে দেখছি, আমি ঘুমোলে যদি আমার বুকের ওপর চেপে বসো! তোমার বন্ধুটি কত ভাল, এতক্ষণ কিছু করেনি!"

সন্তু বলল, "জোজো, ওনার কাছে রিভলভার ছুরি দুটোই আছে!"

লোকটি বলল, "আচ্ছা সে কথা বলে ওকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? আমি তোমাদের বয়েসী ছেলেদের ওপর ছুরি-বন্দুক চালাব না মোটেই। সঙ্গে রাখতে হয় বলে রাখা। শোনো ভাই, একটা কথা বলি, পুলিশ যদি আসে, আমি নিশ্চয়ই দরজা খুলে দেব। আর যদি না আসে, তাহলে আর রাত্তিরে দরজা খুলো না। সকাল হলে দেখা যাবে। আমি এখন শুয়ে পড়ছি কেমন? যদি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ি, আমার গায়ে-টায়ে যেন হাত দিতে যেও না। আমার ঘুম খুব পাতলা!"

লোকটি সত্যিই আবার শুয়ে পড়ে চোখ বুজল। জোজো এসে বসল সন্তুর পাশে।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই আগে বল তো, তোকে এরা কী করে নিয়ে এল এখানে?"

জোজো বলল, "আমি চেতলা পার্ক দিয়ে শর্টকাট করছিলুম, বুঝলি। লোডশেডিং, মানুষ জন দেখা যায় না। এমন সময় চারজন লোক হঠাৎ আমায় ঘিরে ধরল। আমি ক্যারাটেতে ব্ল্যাক বেল্ট পেয়েছি, জানিস তো? টপাটপ এক একজনকে ঘায়েল করতে লাগলুম। তিনজন চিৎপটাং হয়ে গেল, শুধু অন্ধকারের মধ্যে একজন হঠাৎ আমার পিঠে বুঝি ইঞ্জেকশান-এর সিরিঞ্জ ফুটিয়ে দিল! তাতে আমি টেমপোরারি, কিছুক্ষণের জন্য..."

সন্তু বুঝল, জোজোর কাছ থেকে আসল ঘটনাটা সহজে জানা যাবে না। জোজো অনেকখানি রং না চড়িয়ে কিছুই বলতে পারে না। সন্তুর ঘুম পাচ্ছে। জোজো বহুক্ষণ ঘুমিয়ে বা অজ্ঞান হয়ে ছিল। কিন্তু সন্তু তো বেশিক্ষণ ঘুমোয়নি। জোজোর কথা শুনতে শুনতে তার ঝিমুনি এসে গেল।

পরের স্টেশনে পুলিশ এল না, তার পরের স্টেশনেও। সন্তু যখন আবার ভাল করে জেগে উঠল, তখন ভোর হয়ে গেছে। জোজোও তার কাঁধে হেলান দিয়ে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। খাকি পোশাক পরা লোকটি এর মধ্যেই উঠে পড়ে চুল আঁচড়াচ্ছে।

সন্তুর চোখে চোখ পড়তেই সে বলল, "তৈরি হয়ে নাও, এবারে নামতে হবে!"

একটা ছোট্ট স্টেশনে ট্রেনটা এসে থামল। সন্তু ভেবে দেখল এখানে নেমে

পড়া ছাড়া উপায় নেই। লোকটা তাদের কোথায় নিয়ে যায় দেখাই যাক না। এ পর্যন্ত এই লোকটা তাদের সঙ্গে কোনও খারাপ ব্যবহার করেনি। এখন চ্যাঁচামেচি করে লোক জড়ো করা যেতে পারে বটে। কিন্তু লোকজনদের সে কী বলবে ? এই লোকটা তাদের দু'জনকে জোর করে ধরে এনেছে ? সে আর জোজো দু'জনেই কলেজে পড়া ছাত্র, তারা ছেলেধরার পাল্লায় পড়েছে। এ কথা শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে ? এরকম কথা সন্তু মুখ ফুটে বলবেই বা কী করে ? তা ছাড়া এই লোকটা তো সত্যিই সন্তুকে জোর করে আনেনি। সন্তু খড়্গপুরে নেমে যেতে চাইলে লোকটা তো একবারও আপত্তি করেনি। তা হলে দেখাই যাক না, কী উদ্দেশ্যে তাদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে !

সে জোজোকে ঠ্যালা মেরে বলল, "এই ওঠ !"

জোজো চোখ মেলেই জিজ্ঞেস করল, "পুলিশ এসেছে ?"

খাকি পোশাক পরা লোকটি বলল, "চলো, আগে নামি স্টেশনে। তারপর সেখানে পুলিশের খোঁজ করা যাবে এখন। এখানে কিন্তু ট্রেন বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না।"

ওরা নেমে পড়ল প্ল্যাটফর্মে। একটু পরেই ট্রেন ছেড়ে দিল।

ছোট স্টেশন, আর দুতিনজন মাত্র যাত্রী নেমেছে এখানে। লোকজন বিশেষ নেই। স্টেশনের বাইরে সুন্দর ফুলের বাগান।

একজন ফর্সা, লম্বা মতন লোক, পাজামা আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা, এগিয়ে এল ওদের দিকে। সঙ্গে একটা বেশ বড় অ্যালসেশিয়ান কুকুর।

হাসি-হাসি মুখে লোকটি তিনজনের দিকেই বলল, "কী আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো ? রাত্রে ঘুম হয়েছে ?"

লোকটির ভাব ভঙ্গি এমন যেন সন্তুদের সঙ্গে তার অনেক দিনের চেনা। যেন কোনও আত্মীয় ওদের স্টেশনে রিসিভ করতে এসেছে। অথচ সন্তু এই লোকটিকে কোনওদিন দেখেনি। সে জোজোর দিকে তাকাল। জোজোও লোকটিকে চেনে বলে মনে হয় না। যদিও জোজো ভুরু কুঁচকে, ঠোঁটে ঠোঁট চেপে আছে।

খাকি পোশাক পরা লোকটি বলল, "রাত্তিরে মশাই একদম ভাল ঘুম হয়নি। আমি এখন হোটেলে গিয়ে ঘুমোব। তারপর বিকেলের ট্রেনে ফিরব।"

পকেট থেকে একটা লম্বাটে নীল খাতা বার করে পাতা উল্টে বলল, "নিন, এখানে সই করুন ; দু'জনকেই ঠিকঠাক বুঝে পেয়েছেন তো ?"

সিল্কের জামা পরা লোকটি খাতাটায় সই করে দিল।

"আমার ডিউটি ওভার ? সব ঠিক আছে ?"

"হ্যাঁ। আপনি যেতে পারেন !"

খাকি পোশাক পরা লোকটি সন্তুদের দিকে তাকিয়ে বলল, "চলি ভাই ! ভাল থেকো ! ভাল বেড়ানো হোক তোমাদের !"

সে লাইন পেরিয়ে চলে গেল অন্যদিকে।

সিল্কের জামা পরা লোকটি সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "তোমার নাম সন্তু, আর এর নাম জোজো, তাই না! আমার নাম লর্ড আর আমার এই কুকুরের নাম টম্‌! চলো, তবে যাওয়া যাক।"

জোজো বলল, "নমস্কার মিঃ লর্ড। আচ্ছা, এখানকার থানাটা কোথায় একটু বলতে পারেন?"

সিল্কের জামা পরা লর্ড বলল, "থানা? তা একটু দূরে আছে। থানায় কিছু দরকার আছে বুঝি? সে যাওয়া যাবে বিকেলের দিকে। তোমাদের কাকাবাবু আর পিসেমশাই অপেক্ষা করে আছেন, চলো, দেরি করলে ওনারা চিন্তা করবেন।"

॥ ৮ ॥

সন্তুর নাম শুনে কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন। সম্বলপুরে সন্তু? দু'জন ভদ্রলোক একদিন একটা বিদঘুটে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল তাঁর কাছে। একটা নীল পাথরের মূর্তি উদ্ধারের ব্যাপারে। তাঁকে সম্বলপুর নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করেছিল খুব। তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে সেখানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সন্তুকে আগেই ধরে নিয়ে গেছে। এই অংশুমান চৌধুরী লোকটিকে পাগল বলে মনে হয়। সন্তুকে নিয়ে কী করবে কে জানে!

কাকাবাবু দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়িয়ে কড়া গলায় বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আমার ওপর আপনার রাগ থাকতে পারে, তা বলে আমার ভাইপো একটা ছোট ছেলে, তাকেও জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন? আপনাকে আমি ভদ্রলোক ভেবেছিলাম! সন্তুর কয়েক বেলা পড়াশুনো নষ্ট হবে..."

অংশুমান চৌধুরী মেঝে থেকে তাঁর রুপো বাঁধানো লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে সেটার ওপর এমন মমতার সঙ্গে হাত বুলোতে লাগলেন, যেন সেটা তাঁর নিজের হাত কিংবা পা।

মুখ না তুলে তিনি বললেন, "আপনাকে ক্রাচ দুটো ব্যবহার করতে দিয়েছি। সেটাই কি আমার ভদ্রতা নয়? তা বলে যখন তখন ক্রাচ তুলে মারতে আসবেন, এটাই কি আপনার ভদ্রতা? আমি ইচ্ছে করলেই আপনার ক্রাচ দুটো সরিয়ে রাখতে পারতুম কি না? তখন তো এক পাও হাঁটতে পারতেন না!"

তরুণ ডাক্তারটি এক কোণে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাকাবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বলল, "এই রকম মারামারির ব্যাপার হবে জানলে আমি আসতুম না। আমাকে এনগেজ করা হয়েছিল ট্রেনে একজন অসুস্থ লোকের দেখাশুনো করার জন্য।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "তোমার কাজ ফুরিয়ে গেছে। আমার এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল! তোমাদের মেডিক্যাল সায়েন্স যা জানে না

সেরকম একটা ওষুধ আমি আবিষ্কার করেছি। সেই ওষুধ একটা পিনের ডগায় অতি সামান্য একটু লাগিয়ে যেকোনও মানুষের শরীরে ফুটিয়ে দিলে, সে পাঁচ-ছ ঘণ্টার জন্য ঘুমিয়ে পড়বে! কত বড় আবিষ্কার ভেবে দ্যাখো তো! বড়-বড় খুনে ডাকাতকেও এই সামান্য একটা পিন ফুটিয়ে কাবু করে দেওয়া যাবে! এই আবিষ্কারের জন্য আমার নোবেল প্রাইজ পাওয়া উচিত।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার সেই ওষুধ আমার গায়ে ফুটিয়ে পরীক্ষা করেছেন? আমাকে জিজ্ঞেস না করে?"

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর দিকে আঙুল তুলে বললেন, "দাঁড়িয়ে রইলেন, কেন? বসুন! আমার ঝুলিতে এরকম আরও অনেক রকম ওষুধ আছে, বুঝলেন? কাজেই এর পর আর হঠাৎ ওরকম যখন-তখন ক্রাচ তুলে মারবার চেষ্টা করবেন না। আপনার একটা পা তো নষ্ট হয়ে গেছেই। এরপর যদি আপনার একটা হাত কিংবা একটা চোখ নষ্ট হয়, সেটা কি ভাল হবে?"

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, "আপনি আমাকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করছেন বুঝি? আমাকে মেরে ফেলা বরং সহজ, কিন্তু আমাকে ভয় দেখানো কিন্তু খুব শক্ত।"

অংশুমান চৌধুরী ডাক্তারটির দিকে ফিরে বললেন, "পাশের কেবিনে গিয়ে বলুন তো, আমাদের জন্য কফি আর টোস্ট দিতে। একটু খিদে-খিদে পাচ্ছে।"

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, অংশুমান চৌধুরী গোটা একটা সেলুন-কার ভাড়া নিয়েছেন। অনেক টাকার ব্যাপার। এত টাকা কে খরচ করছে? অংশুমান চৌধুরী নিজে না সম্বলপুরের সেই দুই ভদ্রলোক? নীল পাথরের মূর্তিটা তা হলে সাধারণ কোনও মূর্তি নয়। এবারে তাঁর কৌতূহল জেগে উঠল, মূর্তিটা একবার অন্তত দেখা দরকার। তাছাড়া যদি সন্তুকে সম্বলপুরে ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, তা হলে সে পর্যন্ত তো যেতেই হবে!"

দরজার কাছ ছেড়ে তিনি সিটে এসে বসলেন।

অংশুমান চৌধুরী কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "আপনার ভাইপোর জন্য চিন্তা করছেন তো? আপনি আপনার ভাইপোর পড়াশুনোর কোনও খোঁজ খবরই রাখেন না। ওদের কলেজে পরীক্ষার সিট পড়েছে বলে পরশু থেকে ওদের সতেরো দিন ছুটি। এই ছুটিতে আমাদের সঙ্গে একটু জঙ্গলে বেড়িয়ে আসবে তাতে ক্ষতি কী? আপনারও চোখ কিংবা হাত নষ্ট করার ইচ্ছে আমার নেই। আমি শুধু আপনার মাথা ন্যাড়া করে দিতে চাই। আমার মতন আপনার মাথাতেও চুল থাকবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "মিঃ চৌধুরী, আপাতত আপনার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে আমার ইচ্ছে হচ্ছে না। আমি বরং আর একটু ঘুমিয়ে নিই। সম্বলপুর এলে আমায় ডেকে দেবেন।"

"আপনি কফি-টোস্ট খাবেন না?"

"ধন্যবাদ। এখন আমার আর কিছুর দরকার নেই।"

কাকাবাবু লম্বা সিটের ওপর পা ছড়িয়ে দিয়ে পাশ ফিরে চোখ বুজলেন। কয়েক মিনিট বাদে ঘুমিয়ে পড়লেন সত্যি-সত্যি।

কয়েক ঘণ্টা বাদে একজন কেউ তাঁর গায়ে ঠ্যালা মেরে জাগাল। কাকাবাবু চোখ মেলে দেখলেন। এ সেই রোগা ভীমু।

সে বলল, "উঠুন স্যার, নামতে হবে।"

কাকাবাবু উঠে বসলেন, ট্রেন থেমে আছে। কামরার দরজা খোলা। ডাক্তারটি আগেই নেমে গেছে, অংশুমান চৌধুরী মাথায় টুপি পরে ছড়িটি হাতে নিয়ে তৈরি হয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন কাকাবাবুর দিকে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আপনি নামুন আগে। আমি সব শেষে নামব। ভীমু সব ঠিক ঠাক আছে তো?"

ভীমু বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার!"

এমন সময় প্ল্যাটফর্মে ঘ্যা-ঘ্যা-ঘ্যা করে একটা দিশি কুকুর ডেকে উঠল। অংশুমান চৌধুরী সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার করে বলে উঠলেন, "ভীমু! ও কিসের ডাক? কোন জন্তুর?"

ভিমু বলল, "স্যার, চারজন কুলি লাগিয়েছি সব কুকুর বেড়াল তাড়িয়ে দিতে। একটা বোধহয় কোনওরকমে আবার এদিকে চলে এসেছে। ওরা ঠিক তাড়িয়ে দেবে!"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আগে দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখে নাও সব ক্লিয়ার কি না!"

ভীমু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। অনেকখানি মুখ ঝুঁকিয়ে দিয়ে বলল, "ওই যে চলে যাচ্ছে, একটা ছোট্ট নেড়ি কুত্তা। এই ভাগাও, ভাগাও, একদম বাহার হাটাও, উধার খাড়া রহো!"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "প্ল্যাটফর্মে গন্ধ স্প্রে করে দাও। আমি এখানেও বদ গন্ধ পাচ্ছি।"

কাকাবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখটা মুছে নিলেন। তারপর ক্রাচ দুটি বগলে নিয়ে এগিয়ে গেলেন দরজার দিকে।

প্ল্যাটফর্মে তিন-চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। কাকাবাবুকে দেখে একজন এগিয়ে এসে বলল, "নমস্কার রাজাবাবু! নমস্কার! পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো! বড্ড লম্বা জার্নি। ঘুম হয়েছিল আশা করি।"

কাকাবাবুকে সিঁড়ি দিয়ে নামবার জন্য খানিকটা কসরত করতে হয়। সেই লোকটি কাকাবাবুকে সাহায্য করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেও কাকাবাবু নিজেই কোনওক্রমে নামলেন নীচে। তারপর বললেন, "আপনাকে তো ঠিক চিনলাম না!"

নীল রঙের সাফারি সুট পরা লম্বা মতন সেই লোকটি বিগলিতভাবে হেসে

বলল, "আমার নাম অসীম পট্টনায়ক। আমার দাদা আপনার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। আপনার মতন বিখ্যাত লোক যে এখানে আসতে রাজি হয়েছেন সে জন্য আমরা খুব কৃতজ্ঞ হয়েছি। আজ সন্ধে বেলাতেই মিটিং, আপনি দুপুরে রেস্ট নিয়ে নেবেন, তারপর..."

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "মিটিং, কিসের মিটিং ?"

যুবকটি বলল, "এখানকার দু-তিনটি ক্লাব মিলে একটা মিটিং অ্যারেঞ্জ করেছে, সেখানে আপনি আপনার দু-চারটি অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনাবেন। আমার দাদা বলেছেন কী আপনি আসতেই চাইছিলেন না... আমরা খুব আশা করে ছিলাম..."

যুবকটি পিছন ফিরে বলল, "এই মালা, মালা কোথায় ?"

পেছন থেকে দু'জন লোক ফুলের মালা নিয়ে এগিয়ে এল এবং কাকাবাবু কোনও আপত্তি জানাবার আগেই তাঁর গলায় পরিয়ে দিল।

কাকাবাবু মনে-মনে রাগলেও মুখের ভাবটা গম্ভীর করে রাখলেন। তাঁকে যে জোর করে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে, তা যাতে কেউ বুঝতে না পারে সেই জন্যই বোধহয় এইসব ফুলের মালা টালার ব্যবস্থা ! মিটিং-এ বক্তৃতা দেওয়ার কথা তো তাঁকে এর আগে কেউ একবারও বলেনি।

অসীম পট্টনায়ক বলল, "আসুন স্যার। এদিকে আসুন। গাড়ি রয়েছে।"

কাকাবাবু বিনা প্রতিবাদে এগিয়ে গেলেন ওদের সঙ্গে ট্রেন জার্নির পরই তাঁর স্নান করতে ইচ্ছে করে। জামা-কাপড় পালটাতে ইচ্ছে করে। তাঁর সঙ্গে অন্য কোনও পোশাক নেই। এইসব চিন্তাই তাঁর মাথায় ঘুরছে এখন। অন্য কিছু ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

স্টেশনের বাইরে এসে একটা বড় স্টেশান ওয়াগানে উঠতে গিয়ে তিনি দেখলেন, কাছেই একটা থামের আড়ালে একটা ছোট বিড়াল ছানা বসে আছে গুটিসুটি মেরে। কাছাকাছি আর কোনও কুকুর বিড়াল দেখতে পেলেন না। ভীমুর লোক সেগুলোকে সব তাড়িয়ে দিয়েছে। এই বিড়াল ছানাটি বোধহয় ওদের চোখে পড়েনি।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু অসীম পট্টনায়ককে জিজ্ঞেস করলেন, "এখান থেকে কত দূর যেতে হবে ?"

অসীম বলল, "খুব বেশিদূর নয় স্যার। মাত্র চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জার্নি।"

"যাওয়ার পথে আমরা কি শহরের মধ্য দিয়ে যাব ?"

"তা যেতে পারি। যদিও অন্য রাস্তা আছে। কেন বলুন তো স্যার ?"

"একটা জামা-কাপড়ের দোকানের সামনে নামতে হবে। আমার দু-একটা গেঞ্জি-জামা কেনা দরকার।"

"সেজন্য চিন্তা করবেন না, স্যার। সেসব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমাদের

এখানে যখন দয়া করে এসেছেন, তখন আপনার সব দায়িত্ব আমাদের।"

"আমার গেঞ্জি জামা আমি নিজে দেখে কিনতে চাই।"

"বলছি তো স্যার, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই তো, উনিও এসে গেছেন।" কাকাবাবু দেখলেন স্টেশন গেট পেরিয়ে বাইরে আমাদের অংশুমান চৌধুরী। চোখে কালো চশমা। এক হাতে তিনি নিজের নাক টিপে আছেন, অন্য হাত ধরে আছে তাঁর সহকারী ভীমু। খুব সম্ভবত চোখ বুজে আছেন অংশুমান চৌধুরী।

অসীমরা এগিয়ে গেল তাঁকে গাড়ির কাছে খাতির করে নিয়ে আসার জন্য। অংশুমান চৌধুরীর জন্য আর-একটা আলাদা গাড়ির ব্যবস্থা করা আছে। পাশেই সেই গাড়িটা দাঁড়াল। সে গাড়ির সব কাচ রং করা। সিনেমার নায়ক-নায়িকারা এই রকম কাচ তোলা গাড়িতে যায়।

অংশুমান চৌধুরী সেই গাড়ির কাছে এলেন। তখনও চোখ খোলেননি। তবে নাক থেকে হাতটা সরিয়ে বললেন, "ভীমু আমার লাঠিটা কই?"

ভীমু বলল, "লাঠিটা যেন কার হাতে দিলাম? লাঠি, লাঠি, এই, স্যারের লাঠিটা দাও।"

অংশুমান চৌধুরী বিরক্তভাবে বললেন, "আমার লাঠি তুই অন্য লোকের হাতে দিয়েছিস? ইডিয়েট, বলেছি না, ওটা কক্ষনো কাছ ছাড়া করবি না। কোথায় গেল লাঠি, কে নিল?"

উত্তেজিতভাবে অংশুমান চৌধুরী একটু ঘুরে দাঁড়াতে যেতেই তাঁর এক পায়ের একটা ধাক্কা লাগল বিড়াল ছানাটার গায়ে, অমনি বিড়াল ছানাটা ভয় পেয়ে খুব জোরে ডেকে উঠল। ম্যা -ও -ও! ফ্যাঁচ!

সঙ্গে সঙ্গে অংশুমান চৌধুরী তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, "ও কী? ওটা কী? ওরে ভীমু ওটা কোন্ প্রাণী।"

অসীম বলল, "ও কিছু নয় স্যার, একটা সামান্য বিড়াল!"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আমায় আঁচড়ে দিয়েছে? ভীমু, আঁচড়ে দিয়েছে? কামড়ে দিয়েছে?"

ভীমু বলল, "না স্যার, কিছু করেনি!"

অংশুমান চৌধুরী বলল, "হ্যাঁ, আঁচড়ে দিয়েছে। আমি টের পাচ্ছি! জ্বালা করছে। ওরে বাপরে, মেরে ফেলবে আমাকে! ভীমু বিশ্বাসঘাতক..."

কথা বলতে-বলতে অংশুমান চৌধুরী অত বড় লম্বা শরীরটা নিয়ে ধপাস করে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেলেন।

স্টেশন থেকে বেরোবার সময় সন্তু লক্ষ করল, এটা সম্বলপুর স্টেশন নয়। যদিও ট্রেনের খাকি পোশাক পরা লোকটি বলেছিল, তাদের সম্বলপুরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এই জায়গাটার নাম ধওলাগড়। ছোট স্টেশন, তার বাইরে সুরকির রাস্তা। সেখানে দু-তিনটি সাইকেল রিকশা আর-একটা টাঙ্গা দাঁড়িয়ে। সন্তু আগে থেকেই বুঝতে পারল, টাঙ্গাটা এসেছে তাদের জন্যই। সাধারণ ভাড়ার টাঙ্গা নয়। বেশ ঝকমকে তকতকে, ঘোড়াটিও বেশ তেজী।

সিল্কের পাঞ্জাবি পরা লর্ড নামের লোকটি সামনের দিকে উঠে বসল গাড়োয়ানের সামনে। দু'বার শিস দিয়ে ডাকল, "টম ! টম !" কুকুরটি এক লাফ দিয়ে চলে এল তার পাশে। তারপর লর্ড সন্তু আর জোজোদের দিকে ফিরে বলল, "তোমরা ভাই পেছন দিকে উঠে পড়ো !"

সন্তু উঠতে যাচ্ছিল, জোজো তার হাত ধরে টেনে নামাল। তারপর সে সামনের দিকে এসে জিজ্ঞেস করল, "আপনি যে আমাদের নিতে স্টেশনে এসেছেন, আপনাকে কে পাঠিয়েছে ?"

লর্ড বলল, "কেউ তো পাঠায়নি, আমি নিজেই এসেছি।"

জোজো বলল, "আপনি কী করে জানলেন আমরা এই ট্রেনে আসব ? আমাদের দু'জনের নামই বা জানলেন কী করে ?"

"এসব সামান্য ব্যাপার জানা এমন কী শক্ত ? মানুষের নামের সঙ্গে চেহারার খুব মিল থাকে। তোমার নাম জোজো, তোমাকে দেখলেই বোঝা যায়, তোমার নাম কিছুতেই সন্তু হতে পারে না। আর তোমার বন্ধুটিকে দেখলে বোঝা যায় সে খুব শান্ত-শিষ্ট ছেলে, তাই তার নাম সন্তু ! আর আমাকে দেখলেই কি মনে হয় না, আমার নাম লর্ড ?"

এই কথা বলে সে হেসে উঠল হা-হা করে। জোজো কিন্তু হাসল না, ভুরু কুঁচকে বলল, "সরি, আমার তা মনে হয়নি। যাই হোক, আপনি এখন আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ?"

লর্ড বলল, "ওই যে বললাম, তোমার পিসেমশাই আর ওর কাকাবাবুর কাছে ! অর্থাৎ মিঃ অংশুমান চৌধুরী আর মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীর কাছে।"

"ওঁরা দু'জনে একই জায়গায় আছেন ?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই !"

"আই ডোন্ট বিলিভ ইউ !"

তারপর সে সন্তুর দিকে তাকিয়ে বলল, "সাউন্ডস ভেরি ফিসি, বুঝলি ? আমার পিসেমশাই আর তোর কাকাবাবু একই জায়গায় রয়েছেন। এটা বিশ্বাস করা যায় ?"

পকেট থেকে একটা দামি সিগারেটের প্যাকেট বার করে ধরাতে ধরাতে লর্ড

বলল, "বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কী আছে ? আমার সঙ্গে গেলেই তো দেখতে পাবে।"

জোজো বলল, "আমরা যদি আপনার সঙ্গে না যেতে চাই ?"

লর্ড ভুরু তুলে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে তাকিয়ে রইল জোজোর দিকে। গাড়োয়ানটির দিকে ফিরে দুর্বোধ্য ভাষায় কী সব বলল। তারপর আবার জোজোর দিকে ফিরে বলল, "না যদি যেতে চাও, তা হলে কী আর জোর করে ধরে নিয়ে যাব ? মিঃ রায়চৌধুরী আর মিঃ চৌধুরী বললেন, এই ছেলেদুটি বেড়াতে ভালবাসে, আজ বিকেলবেলা জঙ্গলে যাওয়া হবে..."

জোজো জিজ্ঞেস করল, "আপনি বলুন তো, অংশুমান চৌধুরীকে কী রকম দেখতে ?"

লর্ড আবার শব্দ করে হেসে উঠে বলল, "পরীক্ষা করা হচ্ছে আমাকে ? এ তো বেশ মজার ব্যাপার ! আমার কত কাজ নষ্ট করে তোমাদের নিতে এলুম এখানে, আর এখন আমাকেই তোমরা অবিশ্বাস করছ ? মিঃ অংশুমান চৌধুরী বেশ লম্বা, আমার চেয়েও লম্বা, গায়ের রং ফর্সা, মাথায় একটা টুপি, সেই টুপিটা খুললেই অমনি দেখা গেল মাথায় একটাও চুল নেই !"

জোজো সন্তুর চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল, "কী রে, কী করবি ?"

সন্তু বলল, "চল, যাওয়া যাক !"

দু'জনে উঠে বসল টাঙ্গার পেছনে। সেটা একটু বাদেই বেশ জোরে দৌড়তে লাগল। রাস্তা ভাল নয়। ঝাঁকুনির চোটে ওদের লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে হচ্ছে।

সেই অবস্থাতেই জোজো সন্তুর কাছে ফিসফিস করে বলল, "এই লোকটা নির্ঘাত স্পাই !"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাদের স্পাই ?"

"তা জানি না। তবে স্পাই হতে বাধ্য। দেখছিস না, কী রকম পলিশ্‌ড চেহারা, আর মিটিমিটি হাসছে।"

স্পাইরা সিল্কের জামা পরে মিটিমিটি হাসে কি না, সে সম্পর্কে সন্তুর কোনও ধারণা নেই। জোজো তো যাকে-তাকে যখন-তখন স্পাই বানিয়ে ফেলে। তবে একটা জিনিস অদ্ভুত লাগছে। এ-পর্যন্ত কেউ তার ওপর একবারও জোর জবরদস্তি করেনি। প্রথমে যে লোকদুটো কাকাবাবুর নাম করে তাকে ডেকে নিয়ে গেল, তাদের অবিশ্বাস করে সন্তু তো না যেতেও পারত ! তারপর হাওড়া স্টেশনে আসা, ট্রেনে ওঠা...কেউই তাকে জোর করে আনেনি। অবশ্য জোজোকে এরা অজ্ঞান করে এনেছে। সত্যি কি পিঠের মধ্যে কিংবা জোজোর হাতে সিরিঞ্জ ফুটিয়ে অজ্ঞান করে দিয়েছিল ? মুশকিল হচ্ছে, জোজোর মুখ থেকে ঠিক ঠিক ঘটনাটি জানাই শক্ত।

টাঙ্গাটা যে রাস্তা দিয়ে চলছে, সেদিকে কোনও বাড়ি-ঘর নেই। ফাঁকা

এবড়ো-খেবড়ো মাঠ। দূরে একটা পাহাড়ের রেখা। এরা কোথায় চলেছে কে জানে!

একটা জায়গায় দেখা গেল কয়েকটা দোকানপাট। সেখানে টাঙ্গাটা থেমে গেল হঠাৎ। লর্ড পেছন ফিরে বলল, "এখানে খুব ভাল জিলিপি পাওয়া যায়। একটু জিলিপি খাওয়া যাক, কী বলো? তোমাদের নিশ্চয়ই খিদে পেয়েছে?"

রাত্তিরে ভাত-টাত কিছু খাওয়া হয়নি। দু'একটা মাত্র স্যান্ডউইচ। সন্তুর খিদে পেয়েছে খুবই। জিলিপির নাম শুনেই যেন তার খিদে আরও বেড়ে গেল।

লর্ড নেমে পড়ল জিলিপি নেওয়ার জন্য। তার কুকুরটাও লাফ দিয়ে নামল তার সঙ্গে সঙ্গে। এত বড় চেহারার একটা কুকুর। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও শব্দ করে না। শুধু সে খুব জোরে জোরে ল্যাজ নাড়ে।

জিলিপি ভাজার গন্ধ নাকে আসছে। জোজো হঠাৎ বলল, "ওই দ্যাখ সন্তু! রাস্তার ওপাশের বাড়িটা!"

সেটা একটা একতলা টালির বাড়ি। তার গায়ে ইংরেজিতে লেখা "পুলিশ চৌকি"। সামনে একটা ভাঙা লরি দাঁড়িয়ে আছে।

জোজো বলল, "ওই তো থানা। ওখানে একটা খবর দিতে হবে।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "থানায় কী বলবি?"

জোজো সে কথার কোনও উত্তর না দিয়ে তড়াক করে নেমে গেল টাঙ্গা থেকে। সন্তু নামল না। থানায় গিয়ে কী বলা হবে? এই লোকটা তাদের জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছে? এ কথা শুনলে পুলিশরা হাসবে না? যারা জোর করে নিয়ে যায়, তারা কখনও থানার কাছে গাড়ি থামিয়ে জিনিস কেনে?

জোজো বেশি দূর যেতে পারল না। রাস্তাটা পার হতেই টম তীব্রভাবে ছুটে গিয়ে সোজা তার বুকের ওপর দুটো থাবা মেলে দাঁড়াল। জোজো চেঁচিয়ে উঠল, "ওরে বাবারে, ওরে বাবারে, সেইভ মি! সেইভ মি!"

লর্ড দৌড়ে যেতে যেতে হুকুমের সুরে বলল, "টম, টম, কাম ব্যাক! কাম হিয়ার!"

প্রভুর হুকুম শুনে টম ছেড়ে দিল জোজোকে। ততক্ষণে সন্তুও নেমে পড়েছে। টমকে দেখেই সে বুঝতে পেরেছে, খুব ট্রেনিং পাওয়া কুকুর। সহজে কামড়াবে না, শুধু ভয় দেখাবে।

লর্ড জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, হঠাৎ তুমি দৌড়তে গেলে কেন? টম কারও দৌড়নো পছন্দ করে না।"

জোজো বলল, "আমার ছোট বাথরুম পেয়েছে।"

লর্ড হেসে বলল, "ও, এই ব্যাপার! তা আমাকে আগে বললেই হত। ওই যে বড় গাছটা দেখা যাচ্ছে, তার পাশ দিয়ে মাঠে নেমে যাও। আস্তে-আস্তে

যাও, দৌড়বার দরকার নেই।"

টম সন্তুর কাছে এসে তার গায়ের গন্ধ শুঁকে তারপর সন্তুর উরুতে মাথা ঘষতে লাগল। যেন সে সন্তুর কাছ থেকে আদর চাইছে। সন্তু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল।

লর্ড জিজ্ঞেস করল, "তোমার বাড়িতে কুকুর আছে বুঝি ?"

সন্তু মাথা হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ।"

"তোমার গায়ের গন্ধ শুঁকে টম ঠিক টের পেয়েছে। তুমি যখন কুকুর ভালবাস, তোমার সঙ্গে টমের খুব সহজেই বন্ধুত্ব হয়ে যাবে। চলো জিলিপি খেতে শুরু করি !"

জোজো একটু বাদে ফিরে এল। সন্তু লক্ষ করল, জোজো থানায় ঢুকল না। জিলিপি খাওয়ার পর্ব শেষ হওয়ার পর ওরা আবার চাপল টাঙ্গায়।

চলতে শুরু করে জোজো বলল, "তুই ভাবিস না, আমি কুকুরটাকে দেখে ভয় পেয়েছি। ওটা আমার অভিনয়, বুঝলি। স্রেফ অভিনয়। আসলে আমি শেষ মুহূর্তে মাইন্ড চেঞ্জ করলুম। ভেবে দেখলুম, থানায় গিয়ে কী হবে ? এই মিস্ট্রিটা আমরাই সল্‌ভ করব। তুই আর আমি, পুলিশের সাহায্যের কোনও দরকার নেই। সম্বলপুর কোন্ স্টেটের মধ্যে রে ?"

"ওড়িশায় !'

"ওঃ, তবে তো কোনও চিন্তার নেই। ওড়িশার পুলিশের একজন আই. জি. আমার ছোট কাকার বন্ধু। আমাদের বাড়িতে কতবার এসেছেন। একবার তাঁকে খবর পাঠালেই...তাঁর নাম শুনলেই এরা ঘাবড়ে যাবে।"

"কী নাম তাঁর ?"

"চুপ ! এখন বলব না, এই লোকটাকে এক্ষুনি কিছু জানাবার দরকার নেই। তুই ঘাবড়াসনি, সন্তু, আমি যখন সঙ্গে আছি, তোর কোনও চিন্তা নেই।"

"ভাগ্যিস তুই এই কথাটা বললি, জোজো। সত্যি আমি একটু একটু ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম।"

আর আধঘণ্টা পরে টাঙ্গাটা এসে থামল একটা বাগানবাড়ির সামনে। দোতলা সাদা রঙের বাড়ি, অনেক কালের পুরনো, কোথাও কোথাও দেওয়াল ভেঙে পড়েছে। বাগানটারও বিশেষ যত্ন নেই।

টাঙ্গা থামতেই টম লাফিয়ে পড়ে ছুটে গেল বাগানের মধ্যে। সেখানে আর দুটো ছোটখাটো চেহারার কুকুর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। নিশ্চয়ই বাইরের কুকুর, টমকে দেখেই তারা ল্যাজ গুটিয়ে পালাল।

জোজো লর্ডকে জিজ্ঞেস করল, "আমার পিসেমশাই এই বাড়িতে রয়েছেন ?"

লর্ড বলল, "হ্যাঁ, সেই রকমই তো কথা !"

"ইমপসিবল ! এখানে এত কুকুর ! ইউ আর এ লায়ার !"

এবারে রেগে গেল লর্ড। তার ঠোঁট থেকে হাসি মুছে গেল। সে কড়া গলায় বলল, "কী, তুমি আমাকে লায়ার বললে? ঠিক আছে, বিশ্বাস করতে না চাও, এসো না। তোমাকে কি আমি ধরে রেখেছি? তোমার যেখানে খুশি চলে যেতে পারো।"

তারপর সে তো গটগট করে ঢুকে গেল বাড়ির মধ্যে।

॥ ১০ ॥

স্নান করে, খাওয়াদাওয়া সেরে কাকাবাবু ঘণ্টাখানেক ঘুমিয়ে নিলেন। দুপুরে ঘুমোবার অভ্যেস নেই তাঁর কিন্তু আজ তিনি ক্লান্ত বোধ করছিলেন। স্টেশন থেকে বেশ কিছুটা দূরে এই বাড়িটায় পৌঁছবার পর কাকাবাবুকে একটা ঘর দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কাকাবাবু তখনই বলেছিলেন, আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে চাই।

আসবার পথে একটা দোকানে গাড়ি থামিয়ে কাকাবাবু দু'জোড়া করে প্যান্ট গেঞ্জি ইত্যাদি কিনে এনেছেন। তাঁর গায়ে এখন নতুন পোশাকের গন্ধ। ঘুম থেকে ওঠার পর তিনি কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে বসে রইলেন। জীবনে তিনি অনেক ভয়ংকর প্রকৃতির লোক দেখেছেন। অনেক বিপদে পড়েছেন, অনেকবার খুদে ডাকাতের হাতে বন্দী হয়েছেন, কিন্তু ভদ্রলোক হিসাবে পরিচিত লোকেরা তাঁকে জোর করে কোথাও ধরে নিয়ে গেছে, এরকম অভিজ্ঞতা তাঁর আগে কখনও হয়নি। এরা সম্বলপুর স্টেশনে তাঁর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিয়েছে পর্যন্ত, যেন তিনি একজন সম্মানিত অতিথি। অথচ ঘুমের ওষুধ ইঞ্জেকশান দিয়ে তাঁকে এখানে আনা হয়েছে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে।

এতক্ষণ পর্যন্ত তিনি ব্যাপারটা হালকা করে দেখছিলেন। এখন তাঁর মনে মনে রাগ জমছে। অংশুমান চৌধুরীর পাগলামি তিনি আর সহ্য করতে পারছেন না। তবে, অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে এখানকার যারা হাত মিলিয়েছে, তাদেরও একবার ভাল করে দেখা দরকার। সন্তুকেই বা এরা কোথায় রেখেছে?

কাকাবাবু দরজাটা খুলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

সামনে একটা টানা বারান্দা পাশাপাশি বেশ কয়েকটা ঘর। বারান্দার রেলিংয়ের ওপরে গ্রিল লাগানো, তার ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে বাড়ির সামনের রাস্তা। এরা কোনও পাহারার ব্যবস্থা রাখেনি। কাকাবাবু ইচ্ছে করলেই বাইরে বেরিয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু এরা ভাল করেই জানে যে, সন্তুকে সঙ্গে না নিয়ে কাকাবাবু একা-একা চলে যাবেন না।

বারান্দা পেরিয়ে খানিকটা আসতেই কাকাবাবু দেখতে পেলেন সিঁড়ির পাশের একটি ঘরের দরজা খোলা। সেখানে বসে আছে অসীম পট্টনায়ক, আর কাকাবাবুর পূর্ব পরিচিত মাধব রাও। অসীম পট্টনায়কের গায়ে এখনও নীল

সাফারি সুট আর মাধব রাও পরে আছে পাজামা আর হলুদ রঙের পাঞ্জাবি। মাধব রাওয়ের বয়েস ষাটের বেশি হলেও বেশ শক্ত সমর্থ শরীর, নাকের নীচে মোটা গোঁফ।

কাকাবাবুকে দেখে দু'জনেই উঠে দাঁড়াল। মাধব রাও খাতির করে বললেন, "আসুন, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি ঘুমোচ্ছিলেন তাই ডিস্টার্ব করিনি। ভালমতন বিশ্রাম হয়েছে তো ?"

অসীম পট্টনায়ক বলল, "আসুন স্যার, ভেতরে এসে বসুন। আমাদের আজকের সন্ধেবেলার মিটিংটা ক্যানসেল হয়ে গেছে। পরে আর একদিন হবে। মিঃ অংশুমান চৌধুরীও হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন।"

কাকাবাবু এই ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলেন। টেবিলের ওপর চায়ের সরঞ্জাম রাখা, তা দেখে কাকাবাবুর চা তেষ্টা পেল, কিন্তু মুখে কিছু বললেন না। তিনি এক দৃষ্টিতে মাধব রাওয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

মাধব রাওয়ের ঠোঁটে একটা লম্বা চুরুট। কিছুদিন আগে মাধব রাও অন্য একজন ভদ্রলোককে নিয়ে কাকাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে গেলে কাকাবাবু ওঁকে চুরুট খেতে নিষেধ করেছিলেন তাঁর সামনে। আজ মাধব রাও চুরুট নামালেন না মুখ থেকে, ফুক ফুক করে ধোঁয়া ছাড়তে লাগলেন।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "মাধব রাও, আপনি এক সময় দিল্লিতে সরকারি চাকরি করতেন, তাই না ?"

মাধব রাও মাথা হেলিয়ে বললেন, "হ্যাঁ ঠিক, আপনার মনে আছে দেখছি। হ্যাঁ, গভর্নমেন্ট সার্ভিস করতাম, এখন রিটায়ার করেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "রিটায়ার করার পর এইসব ইল্‌লিগ্যাল কাজ শুরু করেছেন ? আপনার নামে অভিযোগ জানালে আপনার পেনশান বন্ধ হয়ে যাবে !"

দারুণ অবাক হয়ে মাধব রাও বললেন, "ইল্‌লিগ্যাল কাজ ? আপনি বলছেন কী ? আই অ্যাম স্ট্রিকটলি অন দা সাইড অব ল।"

"কিডন্যাপিং। অ্যাবডাকশান, এসব বেআইনি কাজ নয় ? আমাকে আর আমার ভাইপোকে আপনারা জোর করে ধরে এনেছেন।"

এবারে অসীম পট্টনায়ক অবাক হয়ে বলল, "জোর করে ? আপনার তো স্যার সম্বলপুরে একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার কথা। আপনি নিজে আসতে রাজি হয়েছেন।"

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, "আমি কোনওদিন কোনও পাবলিক মিটিংয়ে যাই না। এখানকার কোনও মিটিংয়ের কথাও আমি আগে শুনিনি। আমাকে আনা হয়েছে জোর করে ঘুম পাড়িয়ে কিংবা অজ্ঞান করে, আর সন্তুকে কীভাবে আনা হয়েছে তা আমি এখনও জানি না। তারও সম্বলপুরে আসবার কোনও

কারণ নেই।”

মাধব রাও বললেন, “আপনি রেগে যাচ্ছেন মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি সব কথা আগে শুনুন। আপনাকে গোড়া থেকে খুলে বলছি, সব শুনলে আপনি বুঝতে পারবেন যে, আমাদের কোনও দোষ নেই। তার আগে একটু চা খাওয়া যাক। আপনি চা খাবেন তো, না কফি আনব ?”

কাকাবাবু বললেন, “চা হলেই চলবে। আগে আপনি কি বলতে চান, সেটাই শুনি।”

একটা ট্রে-তে টি পট কাপ, ছাঁকনি ইত্যাদি সব সাজানো রয়েছে। পট থেকে কয়েকটি কাপ চা ঢালতে-ঢালতে মাধব রাও বললেন, “আমার বন্ধু অনন্ত পট্টনায়ক একটা বিশেষ কাজে বাইরে গেছেন। তিনি থাকলে তাঁর মুখ থেকেই সব শুনতেন। যাই হোক, আমিই বলছি, আমি আর অনন্তবাবু কলকাতায় আপনার বাড়িতে একদিন গিয়েছিলাম, মনে আছে ?”

কাকাবাবু বললেন, “হ্যাঁ, মনে আছে। আপনারা আমাকে একটা অদ্ভুত প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমি পরিরষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, সে প্রস্তাবে আমি ইন্টারেস্টেড নই। ঠিক কি না ?”

মাধব রাও একটু হেসে বললেন, “হ্যাঁ, সেদিনও আপনি খুব রেগে গিয়েছিলেন, আমাদের প্রায় তাড়িয়েই দিয়েছিলেন বলা যায়। তা আপনার বাড়ি, আপনার যদি কোনও লোকের কথা পছন্দ না হয়, তাহলে তো চলে যেতে বলতেই পারেন। তাতে আমরা কিছু মনে করিনি। আপনাকে অনুরোধ করেছিলুম, একবার অন্তত সম্বলপুর থেকে ঘুরে যেতে, তাতেও আপনি রাজি হননি !”

“সেই জন্যই আমাকে জোর করে ধরে আনাবার ব্যবস্থা করেছেন ?”

“আরে ছি ছি, আপনার মতন লোককে জোর করে ধরে আনতে পারি কখনও ? সে-রকম চিন্তা আমরা মনেও কখনও স্থান দিইনি। আপনি রিফিউজ করার পর আমরা আরও দু' একজনের কাছে যাই। তাদের মধ্যে মিঃ অংশুমান চৌধুরী কাজটা করতে রাজি হন। কিন্তু তিনি একটা শর্ত দেন। তাঁর কাজে আপনাকেও পার্টনার করে নিতে হবে। আমরা বললুম, সেটা তো সম্ভব নয়। আপনি রাজি হবেন না। তো, তিনি বললেন, সে দায়িত্ব তিনিই নেবেন। তিনিই আপনাকে সম্বলপুরে নিয়ে আসার দায়িত্ব নিয়েছেন। কী করে তিনি আনবেন, তা আমরা কিছুই জানি না। তিনি আমাদের জানিয়েছিলেন যে, একটা মিটিংয়ে সভাপতিত্ব করার কথা বলে আপনাকে রাজি করানো হয়েছে।”

“মাধব রাও, আমি আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।”

“রায়চৌধুরীবাবু, আপনি যে-কোনও শপথ করতে বলুন। আমি সেই শপথ নিয়ে বলব যে, আপনাকে জোর করে ধরে আনার কথা আমরা চিন্তা করিনি, কোনও ব্যবস্থা করা তো দূরের কথা।”

অসীম পট্টনায়ক বলল, "স্যার, আমরা নাম-করা ফ্যামিলি এখানকার। আমাদের বাড়িতে কারুকে জোর করে আটকে রাখব, এ তো অতি লজ্জার কথা! আপনি একজন সম্মানীয় অতিথি।"

কাকাবাবু বললেন, "আর আমার ভাইপো সন্তু, সে এখানে এল কী করে?"

মাধব রাও বললেন, "অংশুমানবাবুই বলেছিলেন যে, দুটি ছোকরাও এই সঙ্গে আসবে। তবে তাদের মধ্যে একজন আপনার ভাইপো কি না তা আমরা জানব কী করে?"

"দুটি ছোকরা মানে? কত বয়েস তাদের?"

"এই আঠারো-উনিশ হবে। কলেজের ছোকরা মনে হয়। অংশুমানবাবু কেন তাদের আনিয়েছিলেন, তাও আমরা জানি না।"

"সেই ছেলেদুটি কোথায়?"

"তারা আছে অন্য বাড়িতে। তাদের চার্জও আমরা নিইনি। অংশুমানবাবুর চেনা লোক তাদের ভার নিয়েছে।"

"অংশুমানবাবু ভেবেছেন কী? তিনি যা খুশি তাই-ই করবেন। ডাকুন অংশুমানবাবুকে।"

"তাঁকে তো এখন ডাকা যাবে না। স্টেশনে পড়ে গিয়ে উনি কোমরে চোট পেয়েছেন, মনেও একটা শক পেয়েছেন। তাই ওঁর নিজের ডাক্তার ওঁকে ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন।"

"মাধব রাও, আপনাকে বুদ্ধিমান লোক বলে জানতাম। এই অংশুমান চৌধুরী আপনাদের কী সাহায্য করবে? যে লোক একটা বিড়ালের বাচ্চা দেখে ভয় পায়, সেই লোক যাবে জঙ্গলের মধ্যে একটা মূর্তি উদ্ধার করতে?"

মাধব রাও গোঁফে তা দিতে দিতে নিঃশব্দে হাসলেন, চুরুটটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে বললেন, "আমাদের বরাবরই ধারণা, আপনিই একমাত্র আমাদের সাহায্য করতে পারেন। অংশুমান চৌধুরী আপনাকে এখানে আসতে রাজি করাবেন শুনেই আমরা তাঁর সব কথা মেনে নিয়েছি।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "একটা মূর্তি চুরির মতন জঘন্য কাজ আমাকে দিয়ে করাতে চাইছেন, আপনার লজ্জা করে না? আমি কিছুতেই আপনাদের প্রস্তাবে রাজি হব না। আমি আজ রাতেই কলকাতার ট্রেন ধরব, তার আগে আমার ভাইপো সন্তুকে এনে দিন আমার কাছে।"

অসীম পট্টনায়ক বলল, "স্যার হিরাকুদ ড্যাম দেখতে যাবেন না? সম্বলপুর এসে হিরাকুদ না দেখে কেউ ফিরে যায় না। আর আমাদের সেই মিটিংটা হবে পরশুদিন।"

কাকাবাবু বললেন, "একটা ট্যাক্সি ডেকে দিন। আমি এখানকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে যাব, তাঁকে সব কথা খুলে বলব।"

অসীম পট্টনায়ক বলল, "ট্যাক্সির দরকার কী আমাদের বাড়ির গাড়ি আছে,

তাতে আপনি যেখানে ইচ্ছে করবেন, সেখানেই যেতে পারবেন।"

মাধব রাও বললেন, "রায়চৌধুরীবাবু, আপনি আমাদের নামে আর একটা মিথ্যে দোষ দিলেন। আমরা আপনাকে কোনও মূর্তি চুরি করার কথা একবারও বলিনি, আমরা আপনাকে অনুরোধ করেছি একটা চুরি-যাওয়া মূর্তি উদ্ধার করে দিতে। সেটা কি অপরাধ ? আপনাকে আর একটা অনুরোধ করব ? আপনি এ-কাজ করতে রাজি হোন বা না হোন, এ বাড়ির মূর্তির কালেকশানটা একবার দেখবেন ? একটু দেখুন না, কতক্ষণই বা লাগবে ? তারপর আপনি না হয় ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে যাবেন।"

কাকাবাবু অগত্যা রাজি হলেন। পুরনো মূর্তি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ আছে। তিনি বললেন, "ঠিক আছে, চলুন !"

বাড়িটি পুরনো আমলের। দেখেই বোঝা যায় বেশ শৌখিন লোকের বাড়ি। তবে এখন এ-বাড়িতে বিশেষ কেউ থাকে না। এই পরিবারের মেয়েরা ও অন্যান্য লোকেরা এখন থাকে ভুবনেশ্বরের অন্য একটি বাড়িতে।

একতলার সিঁড়ির নীচে খানিকটা অন্ধকার-মতন জায়গা। তার মধ্যে ঢুকে গিয়ে অসীম পট্টনায়ক একটা লুকোনো দরজা খুলল চাবি দিয়ে। মাধব রাও কাকাবাবুকে বললেন, "আসুন, আপনার আর একটু কষ্ট হবে, সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে, আমাদের স্ট্যাচু কালেকশানের ঘরটা মাটির নীচে।"

মাটির নীচের ঘর শুনেই কাকাবাবুর খটকা লাগল। মাধব রাও এতক্ষণ যা বলল, তা সবই যদি মিথ্যে হয়, তা হলে এবারে ওরা তাঁকে মাটির নীচের ঘরে নিয়ে আটকে রাখার চেষ্টা করতে পারে। ওদের দু'জনের সঙ্গে কাকাবাবু গায়ের জোরে পারবেন না, তা ছাড়া মাধব রাওয়ের কাছে রিভলভার থাকা খুবই সম্ভব। কাকাবাবুর কাছে কিছুই নেই।

তবু তাঁকে যেতেই হবে। এখন আর যাব না বলা যায় না। তিনি মাধব রাওয়ের পেছন-পেছন চললেন। অসীম আগেই নেমে সুইচ টিপে আলো জ্বালল। চমৎকার নিয়ন আলোর ব্যবস্থা আছে, এমনকী, পাখাও আছে। ঘরটি বেশ বড়, তাতে বেশ কিছু ছবি এবং গোটা কুড়ি পঁচিশ মূর্তি সাজানো।

মাধব রাও বললেন, "অনন্তবাবু থাকলে তিনি ভাল করে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। আমিও কিছু-কিছু জানি। এই যে মূর্তিগুলি দেখছেন, এগুলো আগে ওপরেই থাকত। অনন্তবাবুর বাবার শখের কালেকশান। এ-বাড়ির ছাদে একটা ঠাকুরঘর আছে। এক সময় সেখানে পুজোও হত। এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে দামি মূর্তিটাই চুরি গেছে। তারপর থেকে অন্য মূর্তিগুলো এই ঘরে এনে সাবধানে রাখা হয়েছে। এই যে এই দিকটায় আসুন !"

ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা কাঠের বেদীর ওপর দুটি ছোট-ছোট নীল রঙের নারী মূর্তি রয়েছে। বেদীর দু' পাশে মূর্তি দুটি বসানো, মাঝখানটা ফাঁকা।

মাধব রাও ডাকলেও কাকাবাবু চট করে সেদিকে গেলেন না। অন্য মূর্তিগুলি যত্ন করে দেখতে লাগলেন। কয়েকটি বেশ পুরনো মনে হয়। ভুবনেশ্বরের মন্দিরের গায়ে যেরকম মূর্তি আছে, অনেকটা সেই ধাঁচের। কাকাবাবু দু' একটা মূর্তির গা আঙুল দিয়ে ঘষে ঘষে কিছু পরীক্ষা করলেন। তারপর চলে এলেন মাধব রাওয়ের কাছে।

মাধব রাও বললেন, "এই যে দুটি নীল মূর্তি দেখছেন, এ দুটি রাধা আর লক্ষ্মীর। এর মাঝখানে একটা ছিল বিষ্ণু মূর্তি। ওপরের ঠাকুর ঘরে সেই মূর্তিটাই পুজো করা হত। সেই মূর্তিটাই চুরি গেছে, অবশ্য অনেককাল আগেই চুরি হয়েছে। কিন্তু এখন সেটার সন্ধান পাওয়া গেছে। মূর্তিটি কিন্তু বেশ বড়। টারকোয়াজের মূর্তি, এক হিসেবে সেটা অমূল্য। সেটার একটা ছবি আছে না, অসীম ?"

অসীম বলল, "হ্যাঁ, এখানেই তো ছিল, দেখছি।"

অসীম নিচু হয়ে ছবিটা খুঁজতে লাগল, কাকাবাবু ছোট একটা নীল মূর্তি হাতে তুলে নিয়ে, নাকের কাছে এনে গন্ধ শুঁকলেন। তার ঠোঁটে একটা চাপা হাসি ফুটে উঠল।

কাঠের বেদীটার তলা থেকে অসীম ছবিটা তুলে আনল। সেটা একটা হাতে-আঁকা ছবি। সেটা বিষ্ণু মূর্তির ছবি বলে চেনা যায় না। দাঁড়ানো অবস্থায় একজন পুরুষ, তার পায়ে হাঁটু পর্যন্ত গাম বুটের মতন জুতো, মাথায় মুকুট। ভুবনেশ্বরে এরকম একটা সূর্য মূর্তি আছে।

কাকাবাবু ছবিটা হাতে নিয়ে দেখতে যেতেই সিঁড়িতে একটা শব্দ পাওয়া গেল। কে যেন নেমে আসছে। অসীম বলল, "কে ?" মাধব রাও পকেটে হাত দিল।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল লম্বা ছিপছিপে একজন মানুষ, মাথায় তার একটাও চুল নেই, চোখে কালো চশমা। অংশুমান চৌধুরী। তাঁর হাতে একটা বড় কাগজের বাক্স।

কয়েক পা এগিয়ে এসে কাষ্ঠ হাসি হেসে তিনি বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছবি দেখে উনি কী বুঝবেন ?"

কাগজের বাক্সটা খুলে তিনি বড় একটা নীল রঙের পুরুষ-মূর্তি বার করে উঁচু করে ধরে বললেন, "এই দেখুন সেই আসল মূর্তি।"

॥ ১১ ॥

স্টেশন ওয়াগানটা কোণ্ডাগাঁওতে যখন পৌঁছল তখন রাত প্রায় এগারোটা। চারদিক একেবারে নিঝুম, রাস্তায় আর কোনও গাড়ির শব্দ পর্যন্ত নেই। কোনওদিকে এক বিন্দু আলোও দেখা যায় না।

গাড়ি চালাচ্ছেন মাধব রাও নিজেই। কাকাবাবু বসে আছেন তার পাশেই।

গাড়ির মধ্যে রয়েছে অংশুমান চৌধুরী আর তাঁর সহকারী ভীমু। তাদের কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না।

গাড়ি থামিয়ে মাধব রাও বললেন, "ব্যাস, এই পর্যন্ত! সারা দিন গাড়ি চালিয়ে আমি একেবারে থকে গেছি। আজ রাতের মতন এখানেই রেস্ট নিতে হবে।"

অংশুমান চৌধুরী ঘুমোচ্ছিলেন। গাড়ি থামতেই তিনি জেগে উঠে বসলেন, "পৌঁছে গেছি? কোথায় এলাম? এ জায়গাটার নাম কী?"

মাধব রাও বললেন, "এই তো আপনার কোণ্ডাগাঁও। দেখুন, মাইল পোস্টে নাম লেখা আছে। এবারে কী করবেন?"

অংশুমান চৌধুরী জানলা দিয়ে টর্চ ফেলে রাস্তাটা দেখলেন। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক আছে। এবারে ডান দিকের রাস্তাটায় চলুন। এক মাইলের মধ্যে একটা সাদা বাড়ি দেখতে পাবেন, সেখানেই থামবেন। ভীমু, তৈরি হয়ে নে!"

গাড়ি আবার চলতে শুরু করল এবং খানিক বাদে একটা বড় সাদা বাড়িও পাওয়া গেল। সেটা একটা পি.ডব্লু.ডি.-র বাংলো। গেটখোলা, গাড়ির আওয়াজ শুনেই গেটের বাইরে একটি লোক এসে দাঁড়াল।

ভীমু আগে গেট থেকে নেমে জিজ্ঞেস করল, "সব ঠিক আছে?"

লোকটি বাংলাতেই বলল, "হ্যাঁ স্যার। সব ঠিক আছে। এখানে কুকুর-বিড়াল কিছু নেই। রান্না-টান্নাও সব করে রেখেছি।"

কাকাবাবু এক দৃষ্টিতে সামনের অন্ধকার দেখছিলেন চুপ করে। আকাশে অল্প-অল্প মেঘ। অনেক দূরে মাদলের শব্দ হচ্ছে, ডুং-ডুং, ডুং-ডুং।

মাধব রাও বললেন, "এবারে নামুন, মিঃ রায়চৌধুরী।"

কাকাবাবু আস্তে আস্তে নামলেন। ডাকবাংলোর গেটের কাছে এসে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু এখানে আছে?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "হ্যাঁ, আপনার ভাইপো আর আমাদের জোজো এখানেই আছে। কোনও চিন্তা নেই।"

কাকাবাবু চেঁচিয়ে ডাকলেন, "সন্তু, সন্তু?"

কোনও উত্তর এল না। ডাকবাংলোর লোকটি বলল, "ছেলেদুটি তো চলে গেছে, স্যার?"

অংশুমান চৌধুরী অবাক হয়ে বললেন, "চলে গেছে? তার মানে? কোথায় চলে গেছে?"

লোকটি বলল, "আজ সন্ধেবেলাতেই চলে গেল। ওরা বলল যে, এই জায়গাটা ভাল লাগছে না। তাই বোধহয় নারানপুরের দিকে গেল।

"সঙ্গে কে ছিল?"

"সঙ্গে আর একজন লোক ছিল, নাম ঠিক জানি না।"

কাকাবাবু অংশুমান চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে বললেন, "আপনি সন্তুর কথা বলে আমাকে এতদূর নিয়ে এসেছেন। এখানেও সন্তুর দেখা পাওয়া গেল না। এরপরেও কি আপনাকে আমি বিশ্বাস করব?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "এখানেই থাকার কথা ছিল। সন্ধেবেলা ওরা দু'জনে কেন চলে গেল তা আমি জানি না। আপনাকে আমি মিথ্যে কথা বলব কেন? নারানপুর এখান থেকে বেশি দূরে নয়, কাল সকালেই খোঁজ করা যাবে।"

"আপনি যে সত্যি কথা বলছেন তার প্রমাণ কী?"

"প্রমাণ, মানে, তারা তো ছিলই এখানে। এই, ইয়ে, ছেলে দুটি ডাকবাংলোর খাতায় নাম-টাম লেখেনি?"

ডাকবাংলোর লোকটি বলল, "হ্যাঁ স্যার, লিখেছে। ওদের সঙ্গের লোকটি সব চার্জ মিটিয়ে দিয়ে গেছে।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "কই, খাতাটা দেখাও এঁকে।"

সবাই ঢুকে এল ডাকবাংলোর মধ্যে। কাকাবাবু খাতাটা দেখলেন। সন্তু নিজের নাম লিখেছে। সুনন্দ রায়চৌধুরী। হাতের লেখাটা সন্তুরই, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

কাকাবাবু বললেন, "আপনার চালাকিটা বোঝা এমন কিছু শক্ত নয়। আপনারা সন্তুকে বলেছেন, 'আমি এক জায়গায় আছি'। সেই শুনে সন্তু সেখানে যাচ্ছে। আবার আমাকে বলছেন, সন্তু অমুক জায়গায় আছে। আমিও তাই শুনে সেখানে যেতে রাজি হচ্ছি। সন্তুকে এখান থেকে সরানো হল কেন আমি জানতে চাই।"

অংশুমান চৌধুরী হাসতে হাসতে বললেন, "আরে মশাই, আপনি আমাকে ধমকাচ্ছেন কেন? আপনার ভাইপো যদি নিজের ইচ্ছেয় অন্য জায়গায় চলে যায়, তা হলে আমি কী করব?"

কাকাবাবু এর উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, মাধব রাও হাত তুলে বললেন, "আগে আমাকে একটা কথা বলতে দিন। আমি খুব টায়ার্ড। এই বাংলোতে আমার থাকার ইচ্ছে নেই। আমি আজ রাতেই জগদলপুরে চলে যাব। তার আগে আমার বন্ধু অনন্ত পট্টনায়কের পক্ষ থেকে একটা ফাইনাল কথা বলে নিতে চাই।"

ডাকবাংলোর লোকটির দিকে ফিরে তিনি বললেন, "আপনি একটু বাইরে গিয়ে দাঁড়াবেন, প্লিজ। আমি এঁদের দুজনের সঙ্গে প্রাইভেটলি কথা বলতে চাই।"

লোকটি বাইরে চলে যেতেই মাধব রাও দরজা বন্ধ করে দিলেন। চুরুট ধরিয়ে বললেন, "মিঃ রাজা রায়চৌধুরী, এবারে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন যে, আপনাকে কিংবা আপনার নেফিউ-কে কলকাতা থেকে নিয়ে আসার ব্যাপারে

আমাদের কোনও দোষ দিতে পারবেন না। এসব ব্যবস্থা করেছেন মিঃ অংশুমান চৌধুরী। সে আপনি ওঁর সঙ্গে বুঝে নেবেন। আমরা কেউ আর এর মধ্যে থাকতে চাই না। আমরা শুধু আমাদের চুরি যাওয়া মূর্তিটা সম্পর্কে ইন্টারেস্টেড।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনাদের মূর্তি সম্পর্কে আমার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।"

মাধব রাও বললেন, "আমার কথাটা শেষ করতে দিন। এরপর থেকে আমরা আর আপনাদের কাছে থাকব না। আমি জগদলপুরে দিন-দশেক থাকব। এর মধ্যে আপনাদের একজন যদি মূর্তিটা উদ্ধার করে আনতে পারেন, তাহলে আমরা তিন লক্ষ টাকা দেব। সব খরচ-খরচা আপনাদের। আর যদি দু'জনে এক সঙ্গে উদ্ধার করে আনেন, তা হলে টাকাটা দু'জনের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু দারুণ বিরক্তির সঙ্গে বললেন, আমি কতবার বলব যে, আপনাদের ওই মূর্তি-টুর্তির ব্যাপারে আমার কোনও আগ্রহ নেই?"

মাধব রাও বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমি শেষবার অনুরোধ করছি, আপনি আমার সঙ্গে ওরকম ধমক দিয়ে কথা বলবেন না। আপনি কাজ করতে চান না, তো ইউ মে গো টু হেল! আপনার যা খুশি করুন। আমাদের অফার আমি জানিয়ে দিয়েছি, এখন আমি চলে যাচ্ছি!"

কাকাবাবু মাধব রাও-এর হাত চেপে ধরে বললেন, "না, এখন আপনার যাওয়া চলবে না। আপনি আমাকে এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছেন। এখন আপনি আমাকে নারানপুরে নিয়ে চলুন। আমি আজ রাতেই সন্তুর খোঁজ করতে চাই।"

মাধব রাও এক ঝটকায় নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন, পারলেন না। অন্য হাতটা কোটের পকেটে ঢুকিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, "আমার ওপর গায়ের জোর ফলাবার চেষ্টা করবেন না। তার ফল ভাল হবে না। আপনাকে আমি নারানপুরে নিয়ে যেতে বাধ্য কেন হব? আমি কি আপনার হুকুমের চাকর?"

কাকাবাবু কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন মাধব রাও-এর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "না, আপনি আমার হুকুমের চাকর নন। আমি আপনার সঙ্গে চেঁচিয়ে কথা বলেছি বলে দুঃখিত। আমার মেজাজ ঠিক নেই। আমাকে আর আমার ভাইপোকে আপনারা কেন অকারণে ঝঞ্ঝাটে জড়াচ্ছেন?"

অংশুমান চৌধুরী কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, "কী রাজা রায়চৌধুবী, মাধব রাওকে পকেটে হাত ঢোকাতে দেখে ভয় পেয়ে গেলেন নাকি? আপনাকে তো সবাই খুব বীরপুরুষ বলে জানে!"

কাকাবাবু বললেন, "শ্রীকৃষ্ণ কখন শিশুপালকে বধ করেছিলেন জানেন?

শিশুপালের একশোটা অপরাধ ক্ষমা করবার পর। আপনার অপরাধও কিন্তু প্রায় একশোটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "নিজে ভয় পেয়ে উলটে আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? এবার আমার গায়ে একটু হাত ছোঁয়ালে কিন্তু আপনার অন্য পাটা আস্ত রাখব না। আমি যা বলছি, মন দিয়ে শুনুন। আমার যথেষ্ট টাকা আছে। আমার আর টাকা-পয়সার প্রয়োজন নেই। ওদের ওই তিন লাখ টাকা পুরস্কারের লোভে আমি-এ কাজে নামিনি। আপনার সঙ্গে আমার একটা প্রাইভেট চ্যালেঞ্জ আছে। আপনি মূর্তিটা উদ্ধার করে আনতে পারলে ওই তিন লক্ষ টাকা আপনিই পাবেন, আমি ভাগ বসাতে যাব না। আর আপনার আগেই আমি যদি মূর্তিটা সরিয়ে আনতে পারি, তাহলে সবার সামনে আপনাকে মাথার চুল আর ওই গোঁফ কামিয়ে ফেলতে হবে। এবারে আপনাকে আমি ন্যাড়া করবই।"

কাকাবাবু এখনও মাধব রাও-এর হাত ছাড়েননি। অংশুমান চৌধুরীর দিকে তিনি পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছেন। মাধব রাও-এর চোখ থেকে তিনি চোখ সরাননি। তাঁর ঠোঁটে পাতলা হাসি ফুটে উঠল। তিনি খুব মৃদু স্বরে বললেন, "এক্সকিউজ মি !"

তারপরই তিনি বিদ্যুৎ গতিতে মাধব রাও-এর হাত ধরে জোরে একটা টান দিলেন। সেই টানে অতবড় চেহারাটা নিয়েও মাধব রাও উঠে গেলেন শূন্যে, তারপর হুড়মুড়িয়ে পড়লেন অংশুমান চৌধুরীর ঘাড়ে। আচমকা আঘাত পেয়ে অংশুমান চৌধুরী যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলেন।

বিশেষ ব্যস্ততা না দেখিয়ে কাকাবাবু মাধব রাও-এর কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করে নিলেন। অংশুমান চৌধুরীর হাতের লাঠিটা ঠেলে দিলেন দূরে। তারপর মাধব রাও-এর দিকে আবার হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "উঠুন, আশা করি আপনার বেশি লাগেনি। আমি দুঃখিত।"

মাধব রাও-এর চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। এখনও তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না যে, এইমাত্র যে-কাণ্ডটা ঘটে গেল সেটা ম্যাজিক না অন্য কিছু !

অংশুমান চৌধুরী উপুড় হয়ে পড়ে যন্ত্রণায় উঁ উঁ করছেন। কাকাবাবু মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বললেন, "এনাফ অফ দিস মাংকি বিজনেস। মাধব রাও, আপনি দেখুন, ওই লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে কি না। ওর দিকে তাকাতে আমার ইচ্ছে করছে না। কিছুতেই আমি রাগ সামলাতে পারছি না। ওকে টেনে তুলুন।"

কাকাবাবু মাধব রাও-এর রিভলভারটা খুলে দেখলেন গুলি ভরা আছে কি না। সেফটি ক্যাচটা তিনি লক করলেন। তারপর তিনি বললেন, "হয়তো আপনারা জানেন না, তাই জানিয়ে রাখছি যে, আমার হাতের ছ'টা গুলির

একটাও ফসকায় না। আমার একটা পা খোঁড়া তাই আমার দুটো হাতে চারজন মানুষের শক্তি। আর মাথাটাও, লোকে বলে, বেশ ধারালো। এরপর থেকে আর কোনও রকম চালাকি আমি সহ্য করব না। উঠে বসুন, আমরা এক্ষুনি নারানপুর যাব। সেখানে সন্তুকে পেয়ে গেলে কালই আমি বাড়ি ফিরব। আপনাদের মূর্তি গোল্লায় যাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।"

অংশুমান চৌধুরী দেওয়ালে ভর দিয়ে উঠেছেন। কাকাবাবু বললেন, "দেরি করবেন না, উঠুন!"

প্রায় ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাঁড়ালেন অংশুমান চৌধুরী। কাকাবাবু তাঁর জামার পকেট থাবড়ে দেখলেন আর কোনও অস্ত্র আছে কি না। তারপর রিভলভারের নলের এক খোঁচা দিয়ে বললেন, "নারানপুরে গিয়ে যদি সন্তুকে দেখতে না পাই, তাহলে আপনার ভগবানও আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।"

ঘরের দরজা খুলে বাইরে বেরোবার পর ডাকবাংলোর লোকটি বলল, "স্যার, খাবার গরম করব?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার বাংলোতে কুকুর নেই কেন? কুকুর পোষা ভাল। রাত্তিরবেলা খাবার-দাবার বেঁচে গেলে কুকুরগুলো খেতে পারে। আমাদের এখন খাওয়ার সময় নেই।"

রাত্রির অন্ধকারে স্টেশন ওয়াগনটা ছুটে চলল আবার।

॥ ১২ ॥

একটা গাড়ির আওয়াজে সন্তুর ঘুম ভেঙে গেল। এমনিতেই তার খুব পাতলা ঘুম। তা ছাড়া নতুন কোনও জায়গায় প্রথম রাত্তিরে অন্তত ভাল করে ঘুমই হয় না।

রাত এখন ক'টা হবে কে জানে! দুটো-তিনটের কম নিশ্চয়ই নয়। সন্তুরা শুতেই গেছে বারোটার পর। পাশের খাটে ঘুমোচ্ছে জোজো। বিছানায় শোওয়া মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়ে, এক ঘুমে রাত কাবার করে দেয়।

গাড়ির শব্দটা দূর থেকে এগিয়ে আসছে কাছে। মনে হল, বাংলোটার চার পাশ দিয়ে গাড়িটা একবার ঘুরে এল, তারপর গেটের কাছে থামল।

সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসে ডাকল, "জোজো, জোজো!"

জোজো উঠল না। সন্তু দু' তিনবার ধাক্কা দিল তাকে। বাংলোর দরজায় খটখট করে শব্দ হচ্ছে, একবার কেউ ডেকে উঠল, "সন্তু, সন্তু!"

কাকাবাবুর গলা চিনতে পেরেই সন্তু তড়াক করে খাট থেকে নেমে গিয়ে দরজা খুলে দিল।

দরজার সামনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে, মাধব রাও, ভীমু আর অংশুমান চৌধুরী, তাদের পেছনে রিভলভার হাতে কাকাবাবু। তাঁর এক বগলে শুধু ক্রাচ। সন্তু সামনের তিনজনকে এড়িয়ে কাকাবাবুর পাশে গিয়ে দারুণ স্বস্তির

সঙ্গে বলল, "কাকাবাবু ! তুমি এসেছ !"

কাকাবাবু সন্তুর দিকে না তাকিয়ে আদেশের সুরে বললেন, "টর্চটা ফেলে দাও, মাথার ওপর হাত তোলো !"

লর্ড নামের লোকটিও আওয়াজ শুনে নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ঘুম চোখে সে প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারেনি। কাকাবাবুর কড়া সুরের হুকুম শুনে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কে ?"

কাকাবাবু তার কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, "অংশুমান চৌধুরী, আপনার লোককে বলুন, মাথার ওপর হাত তুলতে, আমি বেশি সময় নষ্ট করতে পারব না।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওরে লর্ড, হাত তোল। যা বলছে শোন !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা সবাই ভেতরে ঢুকুন। সন্তু তুই গিয়ে আলোটা জ্বেলে দে।"

বাংলোটার মাঝখানের ঘরটা খাওয়ার ঘর। একটা গোল টেবিল ও চারখানা চেয়ার রয়েছে। কাকাবাবুর ইঙ্গিতে অংশুমান চৌধুরী, ভীমু, মাধব রাও আর লর্ড সেই চেয়ারগুলোতে বসলেন। কাকাবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন একদিকের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে। রিভলভারটা নামালেন না।

এবার তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোর বন্ধু কোথায় ?"

সন্তু বলল, "জোজো ঘুমোচ্ছে। ডেকে আনব ?"

কাকাবাবু মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে এরপর লর্ড-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তুমি এই ছেলে দুটিকে কিডন্যাপ করে নিয়ে এসেছ ?"

লর্ড যেন আকাশ থেকে পড়ল এই কথা শুনে। চোখ বড়-বড় করে সে বলল, "কিডন্যাপ করব, আমি ? কেন ? আমি কত কষ্ট করে ছেলে দুটির সঙ্গে সঙ্গে ছুটছি। যেখানে যেতে চাইছে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি, আর আপনি বলছেন, ওদের কিডন্যাপ করেছি ? ওদের কি ধরে রাখা হয়েছে, না বেঁধে রাখা হয়েছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওদের কলকাতা থেকে এতদূর টেনে আনা হল কেন ? আমি সেটা জানতে চাই !"

লর্ড সেইরকমই অবাকভাবে বলল, "ওদের কলকাতা থেকে টেনে আনা হয়েছে ? কী আজব কথা বলছেন মশাই ? আমি স্বচক্ষে দেখলুম, ওরা ট্রেন থেকে নামল, আমার সঙ্গে নিজের ইচ্ছেতে গাড়িতে চাপল, সম্বলপুরে গেল, তারপরেও আমাকে এতদূর পর্যন্ত ছুটিয়ে বেড়াচ্ছে, ওরা নাকি আপনাকেই খুঁজছে !"

এই সময় জোজোকে নিয়ে ফিরে এল সন্তু। লর্ড ওদের দিকে আঙুল তুলে বলল, "আপনি ওদেরই জিজ্ঞেস করুন না। একবারও ওদের গায়ে হাত দিয়েছি ? একটুও জোর করেছি !"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওদের কেন কলকাতা থেকে আনা হয়েছে আমি বলছি। জোজোকে এনেছি সন্তুকে সঙ্গ দেওয়ার জন্য। একজন বন্ধু থাকলে আপনার ভাইপো সন্তু একা-একা বোধ করবে না। আর সন্তুকে আনা হয়েছে আপনাকে সাহায্য করবার জন্য। আপনি বাইরে গেলেই এই ছেলেটি আপনার সঙ্গে থাকে, আমি জানি। আমাকে সাহায্য করবার জন্য যেমন ভীমু আছে, আপনাকে সাহায্য করবার জন্যও তেমন আপনার ভাইপো থাকবে, এই আমি চেয়েছিলুম। আমি ফেয়ার কমপিটিশানে বিশ্বাস করি!"

কাকাবাবু বিদ্রুপের সঙ্গে হেসে বললেন, "চুরির কমপিটিশান, তাও আবার ফেয়ার আর আনফেয়ার! সন্তু, তুই আর তোর বন্ধু জানিস আসল ব্যাপারটা কী?"

সন্তু দু' দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু বললেন, "এখানকার একটা আদিবাসী গ্রামে একটা নীল পাথরের দেবতার মূর্তি আছে। এরা সেটা চুরি করতে চায়। এই অংশুমান চৌধুরী সেই মূর্তিটার একটা নকল বানিয়ে এনেছে। কোনওরকমে সেই আদিবাসীদের গ্রামে গিয়ে নকল মূর্তিটা রেখে আসল মূর্তিটা চুরি করে আনাই এদের মতলব।"

মাধব রাও বাধা দিয়ে বললেন, "আমি আপত্তি করছি, মিঃ রায়চৌধুরী। আপনি বারবার বলছেন কেন চুরি? ওটা আমরা উদ্ধার করতে চাই, মূর্তিটার আসল মালিক আমরা, আদিবাসীরাই ওটা চুরি করেছে। পুলিশের সাহায্য নিয়ে উদ্ধার করতে গেলে দাঙ্গা হাঙ্গামা হবে, সেই জন্য আমরা অন্য পথ নিতে চাইছি।"

কাকাবাবু বললেন, "ওটা যে আপনার বন্ধুর বাড়ি থেকে কোনও এক সময় চুরি হয়েছিল, সেটা আগে প্রমাণ করতে হবে। পুলিশের সাহায্য না নিয়ে গোপনে-গোপনে মূর্তিটা বদলে আসাও এক ধরনের চুরি। আমি তো আপনাদের কোনও সাহায্য করবই না, বরং আপনাদের মতলব যাতে বানচাল হয়ে যায়, আমি সে ব্যবস্থা করব। আমি আজ রাত্তিরেই এখানকার এস. ডি. ও.-কে খবর দেব।"

তারপর তিনি সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা এখানে কি গাড়িতে এসেছিস?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ। ওই লর্ড চালিয়ে এনেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আর-একটা গাড়ি আছে। ঠিক আছে। ঠিক আছে, আমরা সেই গাড়িতেই যাব। এক্ষুনি রওনা হতে চাই, সন্তু তুই তৈরি হয়ে নে।"

সন্তু বলল, "আমি তৈরি। কিন্তু জোজো কী করবে?"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ও কি আমাদের সঙ্গে যেতে চায়?"

জোজো একবার তার পিসেমশাইয়ের দিকে তাকাল, একবার কাকাবাবুর

দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বলল, "আমি কলকাতায় ফিরে যাব!"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলো, বেরিয়ে পড়া যাক।"

তিনি এগিয়ে এসে রিভলভারটা দোলাতে দোলাতে বললেন, "ভীমু, তোমার মনিবকে নিয়ে ওই ঘরটায় ঢুকে পড়ো। মাধব রাও, আপনিও উঠে পড়ুন, ওই ঘরের মধ্যে যান। আজকের রাতটা আপনাদের তিনজনকে একসঙ্গে কাটাতে হবে।"

মাধব রাও উষ্ণভাবে বললেন, "আপনি আমাকেও কেন আটকে রাখতে চান? আমি আপনার কোনও ক্ষতি করিনি, আপনাকে জোর করে এখানে নিয়েও আসিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "মাধব রাও, চাকরি থেকে রিটায়ার করে আপনার নিরিবিলিতে শান্তিতে জীবন কাটানো উচিত ছিল। চোরাই মূর্তির ব্যবসা করতে গেলে তো কোনও না কোনও সময় ধরা পড়তেই হবে!"

মাধব রাও রাগ সামলাতে না পেরে হঠাৎ চেয়ার থেকে উঠে তেড়ে এলেন কাকাবাবুর দিকে। কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ক্রাচটা তুলে মাধব রাও-এর পেটে খোঁচা দিয়ে আটকালেন। তারপর বললেন, "আপনারা দুজনে মিলে আমার মেজাজ খুবই খারাপ করে দিয়েছেন। রাগের মাথায় আমি হঠাৎ গুলি চালিয়ে ফেলতে পারি। প্রাণে মারব না বটে, কিন্তু পা খোঁড়া করে দেব; যান, ওই ঘরের মধ্যে যান!"

অংশুমান চৌধুরী কোনও প্রতিবাদ না করে আগেই ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। তাঁর পেছনে পেছনে ভীমু। তারপর মাধব রাও। লর্ডও ঢুকতে যাচ্ছিল, কাকাবাবু তার দিকে হাত তুলে বললেন, "তুমি দাঁড়াও! আমার একটা পা ভেঙে যাওয়ার পর থেকে আমি আর গাড়ি চালাতে পারি না। তুমি আমাদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যাবে!"

অন্য তিনজন ঘরে ঢুকে পড়ার পর কাকাবাবু সন্তুকে বললেন, "ওই দরজায় তালা লাগিয়ে দে। আজকে রাতটা ওখানেই থাক ওরা। এই বাংলোর চৌকিদার কোথায়?"

সন্তু বলল, "আমরা আর কাউকে দেখিনি। এই বাড়িটা খালিই ছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করা আছে। যাক, ভালই হল। ওরা চ্যাঁচামেচি করলেও এখন এত রাতে কেউ শুনতে পাবে না। কাছাকাছি আর তো কোনও বাড়ি দেখলুম না।"

বাংলোর বাইরে এসে, বাইরের দরজাতেও তালা লাগিয়ে ওরা উঠে পড়ল একটা অ্যামবাসাডর গাড়িতে। লর্ডের পাশে কাকাবাবু। পেছনে সন্তু আর জোজো। এমনিতে এত স্মার্ট ছেলে জোজো, কিন্তু এখন তার মুখ দিয়ে একটাও কথা ফুটছে না।

কাকাবাবু লর্ডকে বললেন, "আসবার পথে আমি থানায় একটা আলো

জ্বলতে দেখেছি। প্রথমে সেখানে চলো, এস. ডি. ও.-র বাড়ি খোঁজ করতে হবে।"

লর্ড কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু বললেন, "তোমার ভয় নেই, তোমাকে আমি এখন পুলিশে ধরিয়ে দেব না। তুমি আমাদের সঙ্গেই থাকবে।"

এবারে লর্ড বলল, "আমি কোনও দোষ করিনি। পুলিশ আমাকে ধরবে কেন!"

কাকাবাবু বললেন, "বেশ তো, ভাল কথা।"

আলো দেখে থানাটা সহজেই চেনা গেল। কিন্তু সেখানে কেউ জেগে নেই। অনেক ডাকাডাকির পর একজনকে তোলা গেল, সে একজন কনস্টেবল। সে ভাল করে কথাই বলতে চায় না। তবে তার কাছ থেকে এইটুকু জানা গেল যে, এস. ডি. ও. কিংবা পুলিশের কোনও বড় অফিসার এখন নারানপুরে নেই। কী একটা জরুরি ডাক পেয়ে তাঁরা জগদলপুর গেছেন। সেখানে আরও বড়-বড় অফিসাররা মিটিং করতে এসেছেন।

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, জগদলপুরেই যাওয়া যাক তাহলে। বড় অফিসারের সঙ্গে কথা না বললে কোনও কাজ হবে না।'

গাড়িটা আরও খানিক দূরে যাওয়ার পর কাকাবাবু লর্ডকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি অংশুমান চৌধুরীর লোক না মাধব রাও-পট্টনায়কদের লোক?"

লর্ড বলল, "আমি কারও লোক নই। আমি একজন বেকার। আমার ওপর এই ছেলে দুটির দেখাশুনোর ভার দেওয়া হয়েছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "বেকারের নাম লর্ড। বাঃ, বেশ ভাল তো!"

লর্ড বলল, "মা-বাবা এই নাম দিয়েছেন, আমি তার কী করব?"

"তোমার জামাকাপড় দেখেও তো বেকার বলে চেনা যায় না। খুব শৌখিন বেকার বলতে হবে। তোমাকে এই কাজের দায়িত্ব কে দিয়েছে?"

"সেটা বলতে পারব না। নিষেধ আছে।"

"তোমার কানের মধ্যে রিভলভারের নলটা ঢুকিয়ে দিলেও বলবে না?"

"দেখুন স্যার, আমি নতুন গাড়ি চালাতে শিখেছি। আপনি এরকম ভয় দেখালে হঠাৎ অ্যাকসিডেন্ট হয়ে যেতে পারে।"

"ঠিক আছে, তোমাকে আর ভয় দেখাব না। তুমি শুধু আর একটা কথার উত্তর দাও। যে নীল মূর্তিটার জন্য এতসব কাণ্ড হচ্ছে, এত টাকা খরচ হচ্ছে, সেই নীল মূর্তিটার বিষয়ে তুমি কিছু জানো?"

"না, কিছুই জানি না। আমি কোনও মূর্তির কথা শুনিনি।"

"তুমি কি নির্বোধ? তোমাকে কেউ বলল, দুটি অচেনা ছেলেকে নিয়ে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে, আর তুমি অমনি তাই শুরু করে দিলে? একবারও জানতে চাইলে না, কেন, কী ব্যাপার?"

"আমি ভেবেছিলাম, এটা কিছু একটা প্র্যাকটিক্যাল জোক।"

"তোমার দেখছি অদ্ভুত সেন্‌স অব হিউমার ! তুমি যে সত্যি কথা বলছ না, তা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি। মিথ্যে কথা বলার সময় মানুষের গা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরোয়, আমি সেই গন্ধ পাই !"

পেছন দিকে মুখ ফিরিয়ে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু ঘুমিয়ে পড়েছিস ?"

সন্তু সবই শুনছিল, সে বলল, "না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার একটা খটকা লাগছে। একটা পাথরের মূর্তির জন্য এরা এতখানি ঝুঁকি নিল কেন ? মূর্তিটার জন্য এরা তিন লাখ টাকা পুরস্কার দিতে চায়, তা ছাড়াও আরও অনেক খরচ করছে। আদিবাসীদের একটা ঠাকুরের সাধারণ মূর্তির তো এত দাম হতে পারে না।"

সন্তু বলল, "মূর্তিটা একবার দেখে গেলে হয় না ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি ঠিক সেই কথাই ভাবছি। আমার কলকাতায় ফেরা খুবই দরকার। কিন্তু মূর্তিটা একবার না দেখে যেতেও ইচ্ছে করছে না।"

লর্ড এই সময় গাড়ির গতি কমিয়ে দিল। কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ?"

লর্ড কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, "রাস্তার ওপরে...ওরা কারা ?"

হেড লাইটের আলোয় দেখা গেল রাস্তার মাঝখানে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমে মনে হল, দু'জন ওভারকোট পরা লোক ঝুঁকে পড়ে রাস্তার ওপরে কী যেন দেখছে। তারপর আর একটু কাছে আসতেই বোঝা গেল, মানুষ নয়, দুটো ভাল্লুক। এই গাড়ির দিকেই মুখ করে আছে।

লর্ড ভয় পেয়ে গাড়িটা ঘোরাতে যেতেই সেটা হুড়হুড়িয়ে গড়িয়ে গেল ডান পাশের একটা খাদে।

॥ ১৩ ॥

সন্তুর প্রথমে মনে হল, সে জলে ডুবে যাচ্ছে। খুব গভীর সমুদ্র, তার মধ্যে সে ডুবে যাচ্ছে আস্তে আস্তে। সব দিক নীল, শুধু নীল। প্রচণ্ড ঢেউয়ের শব্দ। তারপরই সন্তুর মনে পড়ল, সে তো সাঁতার জানে, তা হলে শুধু শুধু ডুবে যাচ্ছে কেন ? সে হাত-পা ছুঁড়ে প্রাণপণে সাঁতার কাটতে শুরু করল। তার মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত আওয়াজ বেরোতে লাগল।

আসলে, একটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা লেগে গাড়িটা উলটে যাওয়ার সময় সন্তু অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। গাড়িটা খাদের দিকে গড়িয়ে পড়ার সময় কাকাবাবু চিৎকার করে সবাইকে দরজা খুলে লাফিয়ে পড়তে বলেছিলেন, তখন লাফাতে গিয়ে কোনও একটা কঠিন জিনিসে তার মাথা ঠুকে গিয়েছিল।

জ্ঞান ফেরার পর সন্তু আস্তে আস্তে চোখ মেলে দেখতে পেল, মিশমিশে

কালো অন্ধকার রাত। কোথায় নীল জলের সমুদ্র? তার মাথায় অসম্ভব ব্যথা। কানের মধ্যে যেন ব্যথার কামান গর্জন হচ্ছে।

একটু পরে সে উঠে বসেও ঝিম মেরে রইল। মাথার ব্যথাটার জন্য সে অন্য কিছু চিন্তা করতে পারছে না। মাথায় হাত বুলিয়ে দেখার চেষ্টা করল, রক্ত পড়ছে কি না। কিন্তু রক্ত টের পেল না।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, অ্যাকসিডেন্ট হওয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তারা দুটো ভাল্লুক দেখেছিল। সেই ভাল্লুক দুটো কোথায়?

এবারে সে ব্যথা ভুলে গিয়ে ছটপটিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। জায়গাটা বেশ ঢালু মতন। মাটিতে হাত চাপড়ে চাপড়ে হামাগুড়ি দিয়ে এগোতে গিয়ে কার গায়ে যেন হাত লাগল। চমকে গিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, "কে?"

যার গায়ে সন্তুর হাত লেগেছে, সে-ও বলে উঠল, "কে?"

গলা শুনে চিনতে পারা গেল জোজোকে। সন্তু তার হাত চেপে ধরে জিজ্ঞেস করল, "এই জোজো, কী হল রে? গাড়িটা কোথায় গেল? কাকাবাবু?"

জোজো বলল, "তা জানি না! তুই কে রে, সন্তু? ঠিক তো, সত্যি সন্তু তো?"

"হ্যাঁ, আমি।"

"ওরে সন্তু, আমরা বেঁচে আছি না মরে গেছি রে? আমরা বোধহয় মরেই গেছি। গাড়ির অ্যাকসিডেন্টে। মরার পর এই রকম হয়, চোখে কিছুই দেখা যায় না।"

"ধ্যাত! কী পাগলের মতন বকছিস! তোর হাত-পা কিছু ভাঙেনি তো?"

"কী জানি, ভেঙেছে কি না! মরার পর আর ব্যথাট্যাথা টের পাওয়া যায় না।"

"তুই আগে ক'বার মরেছিস? মরার পর কী হয়, তুই জানলি কী করে?"

"গাড়িটা তাহলে নেই কেন? আমরা অন্য জায়গায় চলে এলুম কীভাবে?"

"গাড়িটা বোধহয় আরও অনেকটা গড়িয়ে নেমে গেছে। আমার হাত ধর, চল, আস্তে-আস্তে এগোই। কাকাবাবুকে খুঁজতে হবে। বেশি শব্দটব্দ করিস না। ভাল্লুক দুটো তো কাছাকাছি থাকতে পারে।"

"ভাল্লুক?"

জোজো এমনভাবে জড়িয়ে ধরল সন্তুকে যে, সে তাল সামলাতে পারল না, দু'জনে মিলে গড়িয়ে নেমে গেল খানিকটা।

সেই অবস্থাতেও সন্তুর একটু হাসি পেয়ে গেল। জোজো অন্য সময় খুব লম্বা-চওড়া কথা বলে, কিন্তু আসলে সে বেশ ভিতু।

অন্ধকার খানিকটা চোখে সয়ে গেলে সন্তু দেখতে পেল, ডান পাশে বেশ

খানিকটা দূরে গাড়িটা দুটো গাছের ফাঁকে আটকে আছে। সন্তুরা কি এত জোরে লাফিয়েছিল ? কিংবা গাড়িটা নামতে নামতে হঠাৎ বোধহয় ডান দিকে বেঁকে গেছে। ইঞ্জিন বন্ধ, আলোও জ্বলছে না। কোনও শব্দ নেই। কাকাবাবুর কী হল ? খোঁড়া পা নিয়ে উনি শেষ মুহূর্তে লাফাতে পেরেছিলেন তো ? আর লর্ডই বা কোথায় গেল ?

আর একটু কাছে এগোতেই দেখা গেল, গাড়ির পাশে দুটি ছায়া মূর্তি। দু'জনেই দাঁড়িয়ে আছেন যখন, তখন কাকাবাবু কিংবা লর্ড কেউই জখম হননি।

সন্তু কাকাবাবুকে চেঁচিয়ে ডাকতে যাওয়ার আগেই জোজো কাঁপা-কাঁপা গলায় বলে উঠল, "ভা-ভা-ভা..."

সন্তু বলল, 'তুই ভাবছিস বুঝি ভাল্লুক ? আরে না, গাড়িটার গাছে ধাক্কা খাওয়ার আওয়াজ শুনে নিশ্চয়ই ভাল্লুক দুটো পালিয়েছে।"

কিন্তু জোজো ঠিকই দেখেছে। একটা ছায়ামূর্তি এপাশে মুখ ফেরাতেই স্পষ্ট চেনা গেল। কোনও সন্দেহ নেই, ভাল্লুকই বটে। অন্ধকারের মধ্যে তাদের ঠিক ওভারকোট পরা মানুষের মতনই মনে হয়। কিন্তু এই গরমকালে কাকাবাবু কিংবা লর্ড কারও গায়েই কোট নেই।

তার পরেই যা ঘটল, তা দেখে সন্তু একেবারে শিউরে উঠল। গাড়িটার সামনের দরজা খোলা, সেখানে হাত ঢুকিয়ে একটা ভাল্লুক একজন মানুষকে টেনে বার করল। সঙ্গে-সঙ্গে মানুষটিকে চেনা গেল। কাকাবাবু !

কাকাবাবু অজ্ঞান হয়ে আছেন। ভাল্লুক দুটো কাকাবাবুকে মেরে ফেলবে। এখন কাকাবাবুকে বাঁচাবার একটাই মাত্র উপায় আছে। সন্তু উঠে দাঁড়িয়েই গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগল, "হেই ! হেই ! হেই !"

জোজো পেছন ফিরে দৌড় মারল। সন্তু পাগলের মতন চিৎকার করতে করতে মাটি থেকে পাথর তুলে তুলে ছুঁড়ে মারতে লাগল ভাল্লুক দুটোর দিকে। দূর থেকে জোজো বলল, "সন্তু গাছে উঠে পড় ! গাছে উঠে পড় !"

সন্তুর চিৎকারেই কাজ হল। বোঝা গেল যে, ভাল্লুকরা মানুষের চ্যাচামেচি একেবারেই পছন্দ করে না। কাকাবাবুকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তারা গুটগুট করে উলটো দিকে দৌড়তে শুরু করল।

সঙ্গে-সঙ্গে শোনা গেল একটা গুলির আওয়াজ।

সন্তু দেখতে পেল, মাটিতে পড়ার পরই কাকাবাবু সঙ্গে-সঙ্গে উঠে বসেছেন, তাঁরই হাতে রিভলভার।

সন্তু এবারে ছুটে এল গাড়ির কাছে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, গাড়ি থেকে আমার ক্রাচ দুটো বার কর তো ! উঃ, বাপরে বাপ, কী ঝঞ্ঝাট, কী ঝঞ্ঝাট ! কোথা থেকে দুটো ভাল্লুক এসে জুটে সব গণ্ডগোল করে দিল ! জোজো কোথায় ?"

সন্তু ক্রাচ দুটো বার করতে করতে বলল, "জোজো আছে। কাকাবাবু, তোমার কী হয়েছিল ? তুমি গাড়ি থেকে লাফাওনি ?"

কাকাবাবু গাড়িটা ধরে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "লাফাতে যাচ্ছিলুম, ঠিক সেই মুহূর্তে ওই লর্ড নামের ছোকরাটা আমার জামার কলার ধরে একটা হ্যাঁচকা টান দিল। তাতে আমাকে শুয়ে পড়তে হল। তার মধ্যে সে লাফিয়ে পালাল। আমি আর পারলাম না। গাড়িটা গাছের সঙ্গে ধাক্কা খেতেই অজ্ঞান হয়ে গেলাম।"

"একটা ভাল্লুক তোমাকে ধরেছিল..."

"হ্যাঁ রে, তখনও আমি অজ্ঞান ছিলাম। ভাল্লুকটা আমায় তুলতেই জ্ঞান ফিরে এল। প্রথমে তো বুঝতেই পারিনি ভাল্লুক, ভেবেছিলাম কোনও মানুষই বুঝি। তারপর বুঝতে পেরেও কিছু করতে পারছিলাম না, কোটের পকেট থেকে রিভলভারটা বার করার উপায় নেই, এমনভাবে ধরেছে, উঃ, কী নখের ধার, আমার উরুতে আর পাঁজরায় নখ বসে গেছে। তুই না চ্যাঁচালে বোধহয় আমাকে চেপ্টে পিষে মেরে ফেলত !"

যেদিকে ভাল্লুক দুটো গেছে, সেদিকে তাকিয়ে কাকাবাবু আবার বললেন, "গুলির শব্দ শুনেছে, আর বোধহয় এদিকে ফিরে আসবে না !"

"কাকাবাবু, লর্ড কোথায় গেল ?"

"যদি আহত না হয়ে থাকে, তা হলে নিশ্চয়ই দৌড়ে পালিয়েছে, দ্যাখ্ তো, গাড়ির মধ্যে একটা টর্চ ছিল না ?"

সন্তু গাড়ির মধ্যে টর্চ খুঁজতে লাগল। কাকাবাবু প্যান্টের পকেট চাপড়ে বললেন, "ও, আমার কাছেই তো লর্ডের টর্চটা রেখেছিলাম। এটা আবার ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল কি না কে জানে ?"

পকেট থেকে টর্চটা বার করে কাকাবাবু সুইচ টিপলেন। সেটা জ্বলল।

সন্তু জোরে ডাকল, "জোজো, এই জোজো। এদিকে আয়, ভয় নেই !"

একটু দূরে একটা গাছের ওপর থেকে চিঁচিঁ গলায় শোনা গেল, "আমি নামতে পারছি না !"

টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, একটা শাল গাছের ওপরে পাতলা ডালে গুটিসুটি মেরে বসে আছে জোজো। শাল গাছ মাটি থেকে অনেকখানি সোজা উঠে যায়, কোনও ডালপালা থাকে না। জোজো ওই গাছে উঠল কী করে ? বিপদের ভয়ে মানুষ কী না পারে !

কাকাবাবু বললেন, "এ যে দেখছি সেই ভাল্লুকের গল্পই সত্যি হয়ে গেল। এক বন্ধুকে ছেড়ে আর-এক বন্ধু গাছে উঠে গেল।"

সন্তু বলল, "যেমনভাবে উঠেছিস, তেমনভাবেই নেমে আয়।"

জোজো বলল, "পারব না, আমার মাথা ঘুরছে। আমি পড়ে যাব !"

"তা হলে তুই থাক ওখানে বসে। আমরা কী করে তোকে নামাব ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওহে, তুমি গাছের ডালটা ধরে ঝুলে পড়ো। তারপর হাত ছেড়ে দিলে আমরা নীচের থেকে তোমাকে লুফে নেব। করো, করো, তাড়াতাড়ি করো। বেশি সময় নষ্ট করা যাবে না।"

মাটিতে পা দিয়েই জোজো বলল, "আমার জুতো ?"

সন্তু এক ধমক দিয়ে বলল, "এখন আমরা তোর জুতো খুঁজব নাকি ? কোথায় ফেলেছিস নিজে দ্যাখ !"

কাকাবাবু চতুর্দিকে টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। লর্ডের কোনও চিহ্ন নেই। তার কোনও সাড়াশব্দও পাওয়া যায়নি। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমেই সে দৌড়ে পালিয়েছে।

কাকাবাবু গাড়ির ভেতরটাও ভাল করে খুঁজে দেখে বললেন, "গাড়িটা খুব সম্ভবত বেশি ড্যামেজ হয়নি। এখনও চালানো যায়, কিন্তু লর্ড চাবিটা নিয়ে গেছে। যাতে পরে আমরা আর চালাতে না পারি।"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে বলল, "ইস, চাবিটা নেই ! তা হলে আমি চালিয়ে নিয়ে যেতে পারতুম !"

সন্তু কাকাবাবুর অলক্ষ্যে জোজোর মাথায় একটা গাঁট্টা মারল। এত কাণ্ডের মধ্যেও জোজোর গুল মারার অভ্যাস যায়নি। জোজো আবার গাড়ি চালানো শিখল কবে ?

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "নারানপুর বাংলো থেকে আমরা কতটা দূর চলে এসেছি রে সন্তু ? খুব বেশি দূর হবে না।"

সন্তু বলল, "বড় জোর ছ-সাত মাইল।"

কাকাবাবু বললেন, লর্ড এ ছ-সাত মাইল হেঁটেই চলে যেতে পারবে। নিশ্চয়ই ও এদিককার রাস্তাঘাট চেনে। ওখানে আর একটা গাড়ি আছে। সেই গাড়ি নিয়ে সবাই মিলে আমাদের ধরতে আসতে পারে। ওদের কাছে আরও কোনও অস্ত্র থাকা আশ্চর্য কিছু নয়। অংশুমান চৌধুরী এবারে সহজে ছাড়বে না।"

সন্তু বলল, "আমাদের এই জায়গা থেকে সরে পড়তে হবে।"

কাকাবাবু জোজোর দিকে তাকিয়ে বললেন, "ওহে, তোমার পিসেমশাই মানুষটি খুব সুবিধের নয় !"

জোজো অমনি বলল, "ঠিক বলেছেন। সেইজন্যই তো আমার পিসিমার সঙ্গে ওঁর ঝগড়া। আমার বাবা বলেছেন, কক্ষনো ওই পিসেমশাইয়ের বাড়িতে যাবি না !"

"তা হলে বারুইপুরে তোমার পিসেমশাইয়ের বাড়িতে সন্তুকে নিয়ে গিয়েছিলে কেন ?"

"সে তো শুধু একবার দেখাবার জন্য। তখন কি আমি জানি যে, পিসেমশাই আপনাকে চেনেন আর আপনার ওপর ওঁর খুব রাগ ?"

"তা অবশ্য ঠিক। একেই বলে সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়। ভদ্রলোক আমাদের শুধু শুধু এই মধ্যপ্রদেশ পর্যন্ত টেনে এনে এই ঝঞ্ঝাট বাধালেন। এখন এ-জায়গাটা থেকে দূরে চলে যাওয়াই উচিত। কিন্তু আবার আমরা ভাল্লুক দুটোর খপ্পরে না পড়ে যাই।"

জোজো বলল, "আজকের রাতটা কোনও গাছে চড়ে কাটিয়ে দিলে হয় না?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি তো ক্রাচ বগলে নিয়ে গাছে চড়তে পারব না। তোমরা দু'জনে চেষ্টা করে দেখতে পারো।"

সন্তু জোজোকে জিজ্ঞেস করল, "তুই আবার ওই শালগাছটায় উঠতে পারবি?"

জোজো বলল, "আমি হিমালয়ে গিয়ে অনেক গাছে চড়েছি। তবে সেসব অন্য গাছ। শাল গাছে চড়া ঠিক প্র্যাকটিস নেই।"

"আপাতত আমরা হিমালয়ে যাচ্ছি না, সুতরাং এখানকার গাছেও ওঠা হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "গাড়িটা যেখানে আটকেছে, তার খানিকটা নীচেই একটা নদী আছে দেখলুম। ওই নদীর ধারে যাওয়ার দরকার নেই। রাত্তিরবেলা অধিকাংশ জন্তু-জানোয়ার নদীতে জল খেতে আসে। মধ্যপ্রদেশের এই সব জঙ্গলে বাঘও আছে। রাস্তার ধার ঘেঁষে ঘেঁষে যাওয়াই ভাল। ঠিক রাস্তার ওপর দিয়ে নয়।"

টর্চটা হাতে নিল সন্তু। সে মাঝে-মাঝে আলো জ্বেলে দেখে নিতে লাগল সামনেটা। অন্যরা চলল তার পেছনে পেছনে।

খানিক দূর যাওয়ার পরই একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল। সন্তু বলল, "ওই ওরা আসছে।"

কাকাবাবু বললেন, "এত তাড়াতাড়ি কি লর্ড নারানপুরে পৌঁছে যেতে পারবে? মনে হয় না। হয়তো অন্য কোনও গাড়ি। অন্য গাড়ি হলে আমরা লিফ্‌ট নিতে পারি।"

সন্তু বলল, "যদি কোনও সর্টকাট থাকে, লর্ড তাড়াতাড়ি পৌঁছে যায়?"

কাকাবাবু বললেন, "তা ঠিক। এসব জায়গায় সন্ধের পর গাড়ি বিশেষ চলেই না। এত রাতে আর কার গাড়ি আসবে? তবু, রাও-এর গাড়ি দেখলে তো আমরা চিনতে পারব। এখন আমাদের গা-ঢাকা দিয়ে থাকাই ভাল। খানিকটা ছড়িয়ে ছড়িয়ে। অন্য গাড়ি হলে চেঁচিয়ে থামাব।"

কাকাবাবু রিভলভারটা হাতে নিলেন। সন্তু নিভিয়ে দিল টর্চ।

গাড়িটা একটু আগেই থেমে গেল। প্রথম দু-এক মিনিট গাড়ি থেকে কেউ নামল না। ইঞ্জিনের শব্দ হতে লাগল ধক-ধক ধক-ধক করে। জ্বলতে লাগল হেডলাইট। তারপর গাড়ি থেকে প্রথমে নামল রাও, তারপর ভীমু, তারপর লর্ড, তার মাথায় একটা ফেট্টি বাঁধা। একেবারে শেষে অংশুমান চৌধুরী।

রাও-এর হাতে রাইফেল, অংশুমান চৌধুরীর হাতে তার লাঠি, ভীমুর হাতেও কী যেন একটা রয়েছে।

রাও জিজ্ঞেস করলেন, "এই জায়গাটাই তো ঠিক ?"

লর্ড বলল, "হ্যাঁ, আমার মনে আছে, এ রাস্তা দিয়ে কতবার গেছি। ডান দিকে একটু খুঁজলেই নিশ্চয়ই গাড়িটা পাওয়া যাবে।"

"কেউ কি সিরিয়াসলি ইনজিওর্ড হয়েছে ?"

"মনে তো হয় না। কাছাকাছি থাকবে ওরা।"

অংশুমান চৌধুরী জোরে দু'বার নিঃশ্বাস টেনে বললেন, "ভীমু এখানে একটা জন্তু-জন্তু গন্ধ পাচ্ছি।"

ভীমু বলল, "কই না তো স্যার। কিছু তো দেখা যাচ্ছে না !"

"দেখা না গেলেও গন্ধ পাওয়া যায়। খুব বিচ্ছিরি বোঁটকা গন্ধ।"

লর্ড বলল, "এইখানেই দুটো ভাল্লুক ছিল, সেই গন্ধ পেতে পারেন। জঙ্গলে এসে কোনও না কোনও জন্তুর গন্ধ পাবেনই ! এড়াবেন কী করে ?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "সে ব্যবস্থাও আমি করে এসেছি। ভীমু আমার লাঠিটা দাও তো !"

পকেট থেকে তিনি একটা মুখোশ বার করলেন। সেটা দু'হাত দিয়ে টেনে ঠিক করতে করতে বললেন, "এটা আমার নিজের তৈরি। জঙ্গলের জন্য স্পেশ্যাল, কোনও গন্ধ আমার নাকে আসবে না। হাওয়া ছেঁকে আসবে।"

অংশুমান চৌধুরী মুখোশটা পরে ফেললেন। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর মুখটা বদলে গেল, নাকের জায়গাটা এমন অদ্ভুত যেন একজন মানুষের দুটো নাক। সেই মুখোশ পরে এদিক-ওদিক তাকিয়ে তিনি বললেন, "এবার রাজা রায়চৌধুরীকে একটু শিক্ষা দিতে হবে। লোকটার বড্ড বাড় বেড়েছে।"

রাও বললেন, "অংশুমানবাবু আপনি আর ভীমু এই গাড়িটার কাছে দাঁড়ান, ভাল করে নজর রাখবেন। আমরা অন্য গাড়িটার অবস্থা দেখে আসছি।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ঠিক আছে, চটপট ঘুরে আসুন।"

নিস্তব্ধ রাত, ওদের প্রত্যেকটি কথাই স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। গাড়ির হেড লাইটটা জ্বালাই রয়েছে। মুখোশ-পরা অংশুমান চৌধুরীকে মনে হল অন্য গ্রহের মানুষ। হাওয়ায় একবার গাছের পাতার সরসর শব্দ হল। একটা বড় ঝুপসি গাছের মধ্যে কিসের যেন একটা ঝটাপটির আওয়াজ শোনা গেল।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ভীমু, দেখে আয় তো ওখানে কেউ লুকিয়ে আছে কি না ?"

ভীমু বলল, "না স্যার, মনে হচ্ছে, পাখির বাসায় সাপ ঢুকেছে।"

"কী করে তুই বুঝলি ? পাখির বাসায় সাপ কেন ঢুকতে যাবে, সাপ তো মাটির গর্তে থাকে।"

"সাপ পাখির ডিম কিংবা বাচ্চা চুরি করে খেতে যায়।"

"সাপেরা চোর হয় ? ঠিক আছে, তোর কথা সত্যি কি না দেখা যাক।"

অংশুমান চৌধুরী তাঁর লাঠিটা তুলে টিপ করলেন। ঝুপসি গাছটায় এখনও ঝটাপটির শব্দ শোনা যাচ্ছে। অংশুমান চৌধুরীর লাঠির ডগা থেকে কয়েক ঝলক আগুনের শিখা ছুটে গেল সেই দিকে। গুলি নয়, কারণ, কোনও শব্দ নেই, শুধু আগুন। সঙ্গে-সঙ্গে সেই গাছের খানিকটা অংশ ঝলসে গেল, আর চিঁচিঁচিঁ করে কয়েকটা বাচ্চা পাখির কান্না আর ক্রোয়াঁ ক্রোয়াঁ শব্দে একটা বড় পাখির আর্তনাদ। তারপর বাসা সমেত পাখিগুলো খসে পড়ল মাটিতে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "যা ভীমু, দেখে আয় ওর মধ্যে সাপ আছে নাকি ?"

প্রায় দু'শো গজ দূরে, একটা মোটা শিমুলগাছের গুঁড়ির আড়ালে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু সব দেখছেন। আস্তে-আস্তে সন্তু আর জোজোও তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল।

কাকাবাবু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ওদের নিঃশব্দ থাকতে বললেন। তারপর আর-একটা হাতের ইঙ্গিত করে ওদের বোঝালেন পিছিয়ে যেতে। তিনি নিজেও এক-পা এক-পা করে পেছোতে লাগলেন।

বড় রাস্তা ছেড়ে তাঁরা চলে এলেন অনেকখানি বনের গভীরে। কাকাবাবু রিভলভার হাতে নিয়ে মাঝে-মাঝেই ঘুরে দেখছেন চারদিক। হঠাৎ কোনও হিংস্র জানোয়ার সামনে পড়ে যাওয়া আশ্চর্য কিছু নয়।

একটা ফাঁকা জায়গা দেখেও তিনি থামলেন না। সন্তু আর জোজোকে ফিসফিস করে বললেন, "ওরা আমাদের খুঁজবে। প্রথমে রাস্তার ওই দিকটায়, যে দিকে গাড়িটার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, সেই দিকেই দেখবে। তারপর এদিকে আসবে। ওদের কাছে ভাল অস্ত্রশস্ত্র আছে। সম্ভবত রাও-এর গাড়ির বুটে কিংবা নারানপুরের ওই বাড়িতে এসব জমা করা ছিল। ওদের সামনাসামনি পড়ে গেলে আমাদের ধরা দিতেই হবে, বুঝলি ? সেই জন্য আমাদের আরও অনেকটা ভেতরে চলে যাওয়া দরকার।

এবারে কাকাবাবু টর্চটা মাটির দিকে মুখ করে জ্বালালেন। গোল করে খানিকটা জায়গা দেখে নিয়ে আবার বললেন, "বড়-বড় জন্তু-জানোয়ারকে বেশি ভয় নেই, তারা চট করে মানুষকে আক্রমণ করে না, কিন্তু দেখিস, হঠাৎ কোনও সাপের গায়ে পা না পড়ে। আমি আলো দেখাব, তোরা আমার পেছন-পেছন

আয়।"

আরও প্রায় এক ঘন্টা চলার পর কাকাবাবু থামলেন। বড়-বড় কয়েকটা নিঃশ্বাস নিয়ে বললেন, "ওঃ, হাঁপিয়ে গেছি। গাড়ি ছেড়ে ওরা এতটা দূরে আসবে না মনে হয়। এবারে বিশ্রাম নেওয়া যাক।"

জঙ্গলের মাঝখানে মাঝেমাঝে হঠাৎ-হঠাৎ খানিকটা ফাঁকা জায়গা দেখা যায়। এই জায়গাটাও সেরকম ফাঁকা, এমনকী সামান্য ঘাসও নেই। এদিক ওদিকে ছড়ানো কয়েকটা পাথর। এক পাশে একটা গাছ ঠিক মাঝখান থেকে ভাঙা, দেখলে মনে হয় হাতিতে ভেঙেছে। আকাশ মেঘলা। চাঁদ বা একটাও তারা দেখা যাচ্ছে না।

কাকাবাবু সেই ফাঁকা জায়গাটার ঠিক মাঝখানে বসে পড়ে বললেন, "এখানেই রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যাক। তোরা দু'জনে শুয়ে পড়, ঘুমিয়ে নে, আমি পাহারা দিচ্ছি।"

সন্তু বলল, "ঘুমোবার দরকার নেই। আমরাও জেগে থাকব।"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, আমরাও জেগে থাকব।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাই মিলে জাগার তো কোনও মানে হয় না। না ঘুমিয়ে পারা যাবে না। কাল অনেকখানি হাঁটতে হবে। আমাকেও ঘুমিয়ে নিতে হবে খানিকটা। রাত্তিরটা তোরা ঘুমো, ভোর হওয়ার পর আমিও ঘন্টা দু-এক ঘুমিয়ে নেব।"

সন্তু আর জোজো তবু আপত্তি করতে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, তোরা শুয়ে থাক। যদি ঘুম আসে তো ঘুমোবি!"

একটু পরেই জোজোর নাক দিয়ে পিঁচ-পিঁচ শব্দ হতে লাগল। সন্তু তখনও ঘুমোয়নি। হঠাৎ বহু দূরে একটা যেন রাইফেলের গুলির শব্দ হল। সন্তু তখনই উঠে বসল ধড়মড়িয়ে। কাকাবাবু বললেন, "ওরা কাকে গুলি করছে?"

সন্তু বলল, "বোধ হয় সেই ভাল্লুক!"

"হ্যাঁ, হতে পারে। ভাল্লুক খুব কৌতূহলী প্রাণী, সহজে ওই জায়গা ছেড়ে যাবে না। ওখানেই ঘুর ঘুর করবে।"

"কাকাবাবু, এদিকে কী যেন ছুটে আসছে।"

কাকাবাবু রিভলভার তুলে ডানদিকে ফিরলেন। জঙ্গলের শুকনো পাতার খসখস শব্দ হচ্ছে। কিছু যেন ছুটে আসছে এদিকেই।

কাকাবাবু কান খাড়া করে আওয়াজটা শুনে বললেন, "মানুষ নয়, বুনো শুয়োর হতে পারে।"

তারপরই তিনি দেখতে পেলেন বনের মধ্যে পাশাপাশি দু'জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। অন্ধকারে যে-কোনও জন্তুর চোখই আগুনের মতন জ্বলে, শিকারিরা ওই চোখের রং দেখে বুঝতে পারে কোনটা কী প্রাণী।

কাকাবাবু বললেন, "ও দুটো খরগোশ ! দ্যাখ, চোখ কতটা নিচুতে !"

সত্যিই দুটো খরগোশ জঙ্গল ছেড়ে চলে এল ফাঁকা জায়গায় । এখানে যে কয়েকজন মানুষ রয়েছে সে জন্য তারা ভ্রূক্ষেপও করল না, উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গেল অন্য দিকে ।

তারপর আর কোনও শব্দ নেই । আরও কিছুক্ষণ বসে থাকার পর সন্তু শুয়ে পড়ল । সঙ্গে-সঙ্গে ঘুম এসে গেল তার চোখে ।

একসময় একটা চিৎকার শুনে ঘুম ভেঙে গেল সন্তুর । চোখ মেলেই দেখল, ভোরের আলো ফুটে গেছে । পাখি ডাকছে । আর পাগলের মতো জোজো চিৎকার করছে, "মরে গেলুম, মরে গেলুম !"

ঘুমের ঘোরে জোজো গড়িয়ে গিয়েছিল খানিকটা দূরে । কাকাবাবু আর সন্তু সেখানে এসে দেখল কাটা পাঁঠার মতন ছটফট করছে জোজো, দু'হাতে মাটি চাপড়াতে চাপড়াতে বলছে, "বাঁচাও, বাঁচাও, মরে যাচ্ছি, মরে গেলুম ।"

সন্তু ভাবছে জোজো ঘুমের ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখছে !

কাকাবাবু দু'হাতে জোজোকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে খানিকটা সরে এসে আবার মাটিতে নামিয়ে দিয়ে বললেন, "ইস, এ যে সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার । জোজো, চোখ বুজে থাকো, চোখ খুলো না । ভয় নেই !"

সন্তু এবারে দেখতে পেল জোজোর সারা গায়ে অসংখ্য লাল পিঁপড়ে । তার মুখখানা এত পিঁপড়েতে ছেয়ে গেছে যে চেনাই যাচ্ছে না । যেন কোটি কোটি পিঁপড়ে এসে আক্রমণ করেছে জোজোকে ।

কাকাবাবু জোজোর জামার বোতাম খুলতে খুলতে বললেন, "সন্তু, তুই ওর মুখ থেকে পিঁপড়ে ছাড়া, মাটি থেকে ধুলো নিয়ে ঘসে দে, চোখ দুটো সাবধান ।"

জামা-প্যান্টের মধ্য দিয়েও পিঁপড়ে ঢুকে গেছে, তাই কাকাবাবু চটপট ওর সব পোশাক খুলে দিলেন । যন্ত্রণায় জোজো মাটিতে গড়াগড়ি খেতে লাগল । তাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না ।

সন্তু আর কাকাবাবু তাকে জোর করে সেখান থেকে তুলে আবার আর-একটা জায়গায় শোয়ালেন । সেখানে কয়েকটা ইউক্যালিপটাস গাছের পাতা ঝরে পড়ে আছে । সেই শুকনো পাতা ঘষা হতে লাগল তার গায়ে ।

এক সময় সব পিঁপড়ে ছাড়ানো হল বটে, কিন্তু ততক্ষণে জোজোর সারা শরীর ফুলে গেছে । মুখখানা পাকা বাতাবি লেবুর মতন । চেঁচিয়ে গলা ভেঙে গেছে তার । সে ফ্যাসফ্যাস করে নির্জীবভাবে বলতে লাগল, "জল, জল !"

পিঁপড়ে ছাড়াতে গিয়ে কাকাবাবু আর সন্তুরও কম পরিশ্রম হয়নি । তাঁদেরও জলতেষ্টা পেয়ে গেছে । এখন জল কোথায় পাওয়া যায় !

কাকাবাবু বললেন, "জোজোর দোষ নেই, গড়াতে গড়াতে খানিকটা দূরে চলে গেছে তো ! ওখানে একটা উঁচু মতন ঢিবি, ওটা লাল পিঁপড়ের বাসা ।

ঘুমের ঘোরে জোজো ওই ঢিবিটাকে বালিশ বলে জড়িয়ে ধরেছে। ঢিবিটা ভেঙে যেতেই পিলপিল করে পিঁপড়েরা বেরিয়ে এসে ওকে আক্রমণ করেছে।"

সন্তু বলল, "ওর গাঢ় ঘুম। আমার গায়ে প্রথমে একটা দুটো পিঁপড়ে উঠলেই আমি জেগে যেতুম।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকেও এর মধ্যে কয়েকটা পিঁপড়ে কামড়ে দিয়েছে, ওইটুকু প্রাণীর কী বিষ, আমার হাত জ্বালা করছে।"

সন্তু জোজোর সামনে মুখ ঝুঁকিয়ে বলল, "জোজো, জোজো, এখন উঠতে পারবি?"

জোজো ফিসফিস করে বলল, "আমি চোখ মেলতে পারছি না। আমি কি মরে গেছি?"

জোজোর চোখের পাতা দুটো ফুলে ঢোল হয়ে গেছে।

কাকাবাবু জোজোর প্যান্ট আর শার্ট ঝেড়েঝুড়ে দেখে নিলেন তার মধ্যে আর পিঁপড়ে আছে কিনা। তারপর সন্তুকে বললেন, "এগুলো পরিয়ে দে। ও যদি হাঁটতে না পারে, ওকে বয়ে নিয়ে যেতে হবে। আর নীলমূর্তি খুঁজতে যাওয়া হবে না। এখন ছেলেটার চিকিৎসা করানোই সবচেয়ে আগে দরকার।"

সন্তু জোজোর পোশাক পরিয়ে দিল। তারপর বলল, "জোজো, জোজো, আমি তোর হাত ধরছি, একটু উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা কর।"

জোজো বলল, "পারছি না। গলা শুকিয়ে গেছে। আমি মরে যাচ্ছি রে, সন্তু!"

এরই মধ্যে জোজোর গায়ে সাঙ্ঘাতিক জ্বর এসে গেছে। সে থরথর করে কাঁপছে।

সন্তু বলল, "আমি ওকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে পারি। কাকাবাবু, তুমি একটু ধরো..."

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো রেখে, জোজোকে তুলে দিতে গেলেন সন্তুর কাঁধে। হঠাৎ একটা কুকুরের ডাক শুনে দু'জনেই চমকে তাকালেন সামনের দিকে।

ফাঁকা জায়গাটার একধারে, জঙ্গলের প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে তিন জন মানুষ, তাদের খালি গা, পরনে নেংটি, হাতে তীর-ধনুক, আর প্রত্যেকের পাশেই একটা করে কুকুর।

॥ ১৫ ॥

গাড়ি থেকে স্যান্ডউইচ-এর প্যাকেট আর চা-ভর্তি ফ্লাস্ক নিয়ে এল ভীমু। নদীর ধারে বালির ওপর একটা ম্যাপ সামনে বিছিয়ে বসে আছেন অংশুমান চৌধুরী। ভীমু কাগজের গেলাসে চা ঢেলে একটা করে দিল সবাইকে।

সবে মাত্র ভোর হয়েছে। শোনা যাচ্ছে নানারকম পাখির ডাক। হাওয়ায়

বেশ শীত-শীত ভাব। নদীর ওপারের জঙ্গলে দেখা যাচ্ছে নতুন সূর্যের রেশমি-লাল ছটা।

অংশুমান চৌধুরীর মুখে সেই দুটো নাকওয়ালা-মুখোশ। দুই কানে লাগানো একটা ওয়াকম্যানের মতন যন্ত্র, যাতে বাইরের যে-কোনও আওয়াজের মধ্য থেকে ছেঁকে শুধু মানুষের গলার আওয়াজ যায়। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত গামবুটের মতো জুতো।

চা ও স্যান্ডউইচ খাওয়ার পর অংশুমান চৌধুরী বললেন, 'এবার দেখা যাক, রাজা রায়চৌধুরী আর ছেলে দুটো কোন দিকে যেতে পারে। এখানে জঙ্গল বেশি ঘন নয়, দিনের বেলা এখানে ওরা বেশিক্ষণ লুকিয়ে থাকতে পারবে না।"

লর্ড বলল, "আমার মনে হয়, রাস্তার অন্য কোনও গাড়িতে লিফ্ট নিয়ে ওরা এতক্ষণ কোণ্ডাগাঁওতে ফিরে গেছে। রাজা রায়চৌধুরী কলকাতায় ফেরার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিল।"

রাও বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে আর খোঁজাখুঁজি করে লাভ কী? আমাদের নীলমূর্তিটা উদ্ধার করা নিয়ে কথা। আপনিই তো সেটা পারবেন!"

রাও-এর দিকে ফিরে কটমট করে তাকিয়ে অংশুমান বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে আমি আগে ন্যাড়া করে তবে ছাড়ব!"

কয়েকবার জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেওয়ার পর তিনি একটু শান্ত হলেন। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে তোমরা চেনো না, অতি ধুরন্ধর লোক। একবার সে যখন ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে, তখন সহজে হাল ছাড়বে না! রাজা রায়চৌধুরী এখন দুটো ব্যাপার করতে পারে। হয় সে জগদলপুরে গিয়ে পুলিশকে সব কথা জানাবে, তারপর পুলিশবাহিনী নিয়ে এসে আমাদের আটকাবে। কিংবা, সে নিজেই অবুঝমাড়ের দিকে চলে গিয়ে আমাদের আগেই নীলমূর্তিটা হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করবে।"

রাও জিজ্ঞেস করলেন, "উনি আমাদের আগে ওখানে কী করে পৌঁছবেন? অনেকটা দূর তো!"

অংশুমান ম্যাপে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "এই দ্যাখো নারানপুর, এই দিকে জগদলপুর, আর এই এখানে অবুঝমাড়, এখান থেকেও আরও চোদ্দ-পনেরো মাইল যেতে হবে পাহাড়ি রাস্তায়।"

লর্ড বলল, "রাজা রায়চৌধুরী খোঁড়া লোক, পনেরো মাইল পাহাড়ে উঠতে তার সারাদিন লেগে যাবে! যদি শেষ পর্যন্ত উঠতে পারে!"

অংশুমান বললেন, "আমি ওকে কোনও ব্যাপারে বিশ্বাস করি না। আমাদের এখন উচিত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অবুঝমাড় পাহাড়ের কাছে পৌঁছে ঘাঁটি গেড়ে বসে থাকা!"

ভীমু বলল, "কারা যেন আসছে!"

সবাই মুখ তুলে তাকাল। নদীর ওপারের জঙ্গলের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল কয়েকজন লোক। তাদের হাতে একটা করে টাঙ্গি। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সরু পায়ে-চলা রাস্তা আছে। নদীতে জল কম, অনায়াসে হেঁটে পার হওয়া যায়।

লর্ড বলল, "ওরা নিরীহ সাধারণ লোক, জঙ্গলে কাঠ কাটতে এসেছে।"

রাও বললেন, "ওরা নদী পেরিয়ে এদিকেই আসছে মনে হচ্ছে।"

লর্ড বলল, "আসুক না, ওরা আমাদের দেখলেও কিছু বলবে না। এখানকার লোকেরা খুব কম কথা বলে।"

অংশুমান চৌধুরীর মুখে একটা দুষ্টুমির হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, এবার তোমাদের একটা এক্সপেরিমেন্ট দেখাচ্ছি। ভীমু, আমার হ্যান্ড ব্যাগটা নিয়ে আয় তো গাড়ি থেকে!"

ভীমু দৌড়ে গাড়ি থেকে একটা বেশ মোটাসোটা ব্যাগ নিয়ে এল। অংশুমান সেটা খুলে প্রথমে বেশ বড় সেন্টের শিশির মতন শিশি বার করলেন। তাতে স্প্রে করার ব্যবস্থা আছে। তারপর নিজে যেমন মুখোশ পরে আছেন, সে রকম আরও কয়েকটা মুখোশ বার করে অন্যদের বললেন, "এগুলো তোমরা মুখে লাগিয়ে নাও!"

লর্ড প্রতিবাদ করে বলল, "আমরা মুখোশ পরব কেন? এগুলো বিচ্ছিরি দেখতে!"

অংশুমান তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "যা বলছি করো! সময় নষ্ট করো না।"

উলটো দিকের লোকগুলো বোধহয় অনেকটা হেঁটে এসেছে। তাই তক্ষুনি নদী পার না হয়ে কয়েকজন বসে জিরোতে লাগল। কয়েকজন নদীর জলে চোখ-মুখ ধুতে শুরু করল। একজন গাছের নিচু ডালে উঠে দোল খেতে লাগল বাচ্চাদের মতন।

অন্যদের মুখোশ লাগানোর পর অংশুমান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "এই বার দ্যাখো আমার খেলা।"

তিনি এগিয়ে গিয়ে নদীর একেবারে ধারে গিয়ে দাঁড়ালেন। ওপারের লোকগুলো তাঁকে দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। অংশুমান হাতের শিশিটা উঁচু করে তুলে ফোঁসফাঁস করে স্প্রে করতে লাগলেন তাদের দিকে।

কয়েকবার মাত্র এই রকম করে তিনি ফিরে এসে আগের জায়গায় বসে পড়ে বললেন, "এইবার দ্যাখো মজাটা! কেউ কথা বলো না!"

ওপারের লোকগুলো মাথার ওপর হাত তুলে হাই তুলতে লাগল। যারা নদীর জলে নেমেছিল, তারা ওপারে উঠে গিয়ে বসে পড়ল, দু'জন শুয়ে পড়ল। অন্যরাও শুয়ে পড়ল একে-একে। যে লোকটা গাছের ডালে দোল খাচ্ছিল, সে ধপাস করে পড়ে গেল নীচে। সামান্য উঁচু থেকে পড়েছে। তার তেমন লাগবার কথা নয়। কিন্তু সে আর উঠে দাঁড়াল না, যেমনভাবে

পড়েছিল, সেইরকমভাবেই স্থির হয়ে রইল।

শিউরে উঠে রাও বললেন, "ওরা মরে গেল ?"

অংশুমান কোনও উত্তর না দিয়ে মুচকি-মুচকি হেসে মাথা নাড়তে লাগলেন।

রাও আবার উত্তেজিতভাবে বললেন, "আপনি ওদের মেরে ফেললেন ? ওরা অতি নিরীহ সাধারণ মানুষ !"

অংশুমান বললেন, "তোমার কি মাথা খারাপ ? আমি কি খুনি ? অতগুলো লোককে এমনি-এমনি মেরে ফেলব কেন ? ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিলুম !"

রাও তবু অবিশ্বাসের সঙ্গে বললেন, "আপনি এতদূর থেকে কী একটা স্প্রে করলেন, আর অমনি লোকগুলো সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ল ; এরকম কোনও ওযুধ আছে নাকি ? অসম্ভব !"

"মিস্টার রাও, বিজ্ঞানের কাছে অসম্ভব বলে কিছু নেই। এটা আমার নিজের আবিষ্কার ! এই ওযুধ স্প্রে করে আমি একটা গোটা গ্রামের লোককে ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি।"

"মাফ করবেন, মিস্টার চৌধুরী, আমার এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনাকে আমি আগেই বলেছি, আমরা কোনও খুন-জখমের মধ্যে যেতে চাই না।"

"তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তুমি নদীর ওপারে গিয়ে ওদের দেখে এসো।"

"লর্ড, আমার সঙ্গে যাবে ? একবার দেখে আসতে চাই।"

ওরা দু'জনে পা থেকে জুতো খুলে নদীতে নামল। নদীর মাঝখানেও হাঁটুর বেশি জল নয়। তবে স্রোতের বেশ শব্দ আছে।

রাও ওদিকের মানুষগুলোর নাকের কাছে হাত নিয়ে গিয়ে দেখল ওদের নিশ্বাস পড়ছে স্বাভাবিকভাবে। হাতের নাড়ি টিপে দেখল, তাও স্বাভাবিক। সবাই সত্যিই ঘুমন্ত। যে-লোকটা গাছ থেকে পড়ে গিয়েছিল, সে নাক ডাকছে।

রাও অস্ফুটভাবে বললেন, "আশ্চর্য ! আশ্চর্য !"

লর্ড বলল, "ওই অংশুমান চৌধুরী মোটেই সাধারণ নয়। ওর দিকে তাকালে আমারই মাঝে-মাঝে ভয় করে।"

রাও বললেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, দুটো পাখি পড়ে আছে। এ-দুটোও কি ঘুমিয়ে আছে, না মরে গেছে ?"

লর্ড বলল, "পাখি দুটোকে তুলে নিই, পরে মাংস রেঁধে খাওয়া যাবে !"

রাও বললেন, "না, না, থাক। শুধু শুধু পাখি মারা আমি পছন্দ করি না !"

ওরা আবার ফিরে এল নদীর এ-পারে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "দেখলে তো ? ওরা এখন ঠিক পাঁচ ঘন্টা ঘুমোবে। একেবারে গাঢ় ঘুম। যখন উঠবে, তখন আবার পুরোপুরি চাঙ্গা হয়ে

উঠবে। কাজে বেশি উৎসাহ পাবে। এই ঘুমের ওষুধে কোনও ক্ষতি হয় না!"

রাও বললেন, "আপনি এই ওষুধ বাজারে বিক্রি করলে তো বড় লোক হয়ে যাবেন! এরকম ইনস্ট্যান্ট ঘুমের ওষুধের কথা আমি কখনও শুনিইনি!"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আমার কোনও আবিষ্কার আমি বিক্রি করি না। আমার টাকাপয়সার কোনও অভাব তো নেই! এবারে তা হলে রওনা হওয়া যাক!"

লর্ড বলল, "দুটো গাড়িই নিয়ে যাওয়া হবে?"

রাও বললেন, "না, শুধু-শুধু দুটো গাড়ি নিয়ে গিয়ে লাভ কী! একটা এখানে রেখে গেলেই তো হয়।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "না, এখানে ফেলে রাখা চলবে না। রাজা রায়চৌধুরী যদি গাড়িটা ব্যবহার করতে চায়, সে রিস্ক আমরা নিতে পারি না। লর্ড তুমি ওই গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে চলো। ওটা আমরা ন্যারানপুরে রেখে যাব। তুমি আগে এগিয়ে পড়ো। আমরা রাও-এর গাড়িতে যাচ্ছি, তোমাকে তুলে নেব। কিছু খাবার দাবার জোগাড় করে নিতে হবে।"

রাত্তিরেই লর্ড তার গাড়িটাকে ঠিকঠাক করে নিয়েছিল। সবাই মিলে চলে এল সেই গাড়িটার দিকে। অংশুমান চৌধুরী চোখে একটা কালো চশমা পরে নিয়ে বললেন, "কাল যে ভাল্লুকটাকে গুলি করা হয়েছিল, সেটা কী মরেছে?"

রাও বললেন, "না, আমি শুধু ওকে ভয় দেখাবার জন্য গুলি চালিয়েছিলাম।"

"ওটা আবার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করছে না তো?"

"দিনের বেলা এদিকে আসবে না বোধহয়।"

"রাও তোমার গাড়িতে আমরা এদিক-ওদিক আর একটু খুঁজে দেখব। যদি রাজা রায়চৌধুরী আর ছেলে দুটিকে পাওয়া যায়। আধ মাইলের মধ্যে ওদের দেখা গেলেই আমাকে বলবে।"

দুটি গাড়িই স্টার্ট দিয়ে চলে এল বড় রাস্তায়। তারপর রাওয়ের গাড়িটা ঢুকে পড়ল রাস্তার উলটো দিকের জঙ্গলে।

তিনটে কুকুর এক সঙ্গে হিংস্রভাবে ডেকে উঠল। তীর-ধনুকওয়ালা মানুষ তিনজন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সন্তুদের দিকে। কাকাবাবু জোজোকে ছেড়ে দিয়ে আস্তে-আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। সন্তুকে বললেন, "ভয় পাসনি রে, এরা নিরীহ, শান্ত লোক। এরা আমাদের ক্ষতি করবে না।"

তারপর ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে হিন্দিতে বললেন, "আমাদের ওই ছেলেটিকে বিষ পিঁপড়ে কামড়েছে, তোমরা এর কিছু ওষুধ জানো?"

একজন লোক এগিয়ে গেল জোজোর দিকে। আর একজন কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করল, "ওকে কী করে পিঁপড়ে কামড়াল? তোমরা এখানে শুয়ে

ছিলে ?"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আমরা সারারাত এখানেই শুয়ে ছিলাম।"

লোকটি মাথা নেড়ে বলল, "ও।"

কেন যে এই তিনজন অচেনা মানুষ এই জঙ্গলের মধ্যে সারারাত শুয়ে ছিল, তা আর সে জানতে চাইল না। যেন এটা একটা খুব সাধারণ ঘটনা।

কুকুর তিনটে সন্তু আর কাকাবাবুর গায়ের কাছে এসে লাফালাফি করছে। সন্তু কুকুরকে ভয় পায় না, তার নিজেরই একটা কুকুর আছে। কিন্তু এই কুকুরগুলোর কেমন যেন হিংস্র আর জংলি-জংলি ভাব।

কাকাবাবুই বললেন, "তোমাদের কুকুর সামলাও তো।"

যে-লোকটি জোজোকে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েছিল, জোজো তাকে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল ভয়ে।

সন্তু বলল, "জোজো, জোজো, একটু চুপ করে থাক।"

সেই লোকটি মুখ ফিরিয়ে আগে নিজের সঙ্গীদের কী যেন বলল। তাদের সম্মতি পেয়ে কাকাবাবুকে বলল, "এ ছেলেটাকে আমাদের গ্রামে নিয়ে চলুন। আমরা সারিয়ে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই চল রে, সন্তু!"

জোজো তবু ভয় পাচ্ছে। এখন সে আর সন্তুর কাঁধে চড়তে রাজি হল না, নিজেই উঠে দাঁড়াল। সে যে খুবই কষ্ট পাচ্ছে তা বোঝা যায়। তার চোখ দুটো প্রায় দেখাই যাচ্ছে না। সন্তু ধরে ধরে নিয়ে চলল তাকে।

এই লোক তিনটি বড্ড তাড়াতাড়ি হাঁটে। এদের সঙ্গে তাল মেলানো সন্তুদের পক্ষে মুশকিল। কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "একটা ব্যাপার কী জানিস, এরা অনায়াসে আট-দশ মাইল হেঁটে যায়, এদের গ্রামটা কত দূর কে জানে!"

একটা টিলার কাছে এসে সেই তিনজনের মধ্যে দু'জন খুব বিনীতভাবে কাকাবাবুকে বলল যে, তাদের একটু অন্য দিকে যেতে হবে। কাজ আছে। বাকি লোকটি কাকাবাবুদের গ্রামে নিয়ে যাবে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তোমাদের গ্রামটা কত দূরে?"

তৃতীয় লোকটি হাত তুলে এমনভাবে দেখাল, যেন মনে হল খুবই কাছে। এতদূর আসার পর আর ফেরা যায় না। কাছে হোক বা দূরে হোক, যেতেই হবে। কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলো, তোমার নাম কী ভাই!"

লোকটি বলল, "লছমন।"

"লছমন, তোমরা কি ছত্রিশগড়ী না মুরিয়া?"

"মুরিয়া। আমাদের গ্রামের নাম ছোটা বাংলা।"

বাংলা কথাটা শুনে সন্তু অবাক হয়ে তাকাল কাকাবাবুদের দিকে। কাকাবাবু বললেন, "বাংলা হচ্ছে আসলে বাংলো। এদের গ্রামের কাছাকাছি কোথাও

বোধহয় সরকারি বাংলো-টাংলো আছে।”

আরও প্রায় আধ ঘন্টা হাঁটার পর ওরা পৌঁছল একটা গ্রামে। ছোট-ছোট গোল ঘর, কিন্তু মানুষজন বিশেষ দেখা গেল না। দু'চারজন শুধু অতি বুড়োবুড়ি এক-একটা বাড়ির সামনে বসে আছে। অন্য সবাই নিশ্চয়ই কাজ করতে গেছে মাঠে কিংবা জঙ্গলে।

লছমন ওদের একটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বড় বাড়িতে নিয়ে এসে বলল, "এটা ঘোটুল, ঘোটুল ! এখানে তোমরা বসো !"

কাকাবাবু বললেন, "ও ঘোটুল ! বুঝলি সন্তু। এখানে গ্রামের অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েরা রাত্রে এসে থাকে। এদের সমাজের ছেলেমেয়েরা বাবা-মা'র সঙ্গে থাকে না, বাচ্চা বয়েস থেকেই আলাদা থাকতে শেখে।"

ওদের বসিয়ে রেখে লোকটি চলে গেল। খানিক বাদেই সে দু'জন থুরথুরে বুড়ো মানুষকে নিয়ে ফিরে এল। সঙ্গে একটা মাটির হাঁড়ি আর এক গাদা ঘাস পাতা। বুড়ো দু'জন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখল জোজোকে। তারপর সেই ঘাসপাতার মধ্য থেকে বেছে-বেছে কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে নিয়ে মাটির হাঁড়ির ভেতরের কী একটা কালো রঙের তরল জিনিসের সঙ্গে মেশাতে লাগল।

আন্দামানের একটা দ্বীপে জারোয়াদের একটা গ্রামে গিয়েছিল সন্তু। সেই গ্রামের ঘরবাড়ি কিংবা মানুষজনের সঙ্গে এই গ্রামটার চেহারা কিংবা মানুষজনের বিশেষ কিছু তফাত নেই। কিন্তু জারোয়ারা হিংস্র, তারা পোশাক পরে না, তাদের দেখলেই ভয় করে। আর এই মুরিয়ারা কিন্তু খুবই ভদ্র। বুড়োদুটিও এসেই আগে কাকাবাবুকে হাতজোড় করে প্রণাম করেছিল।

কাকাবাবু বললেন, "এদের ওষুধে অনেক সময় ম্যাজিকের মতন কাজ হয়। আমার আগের অভিজ্ঞতা আছে। সন্তু, তুই দ্যাখ, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।"

পাশেই একটা চাটাই পাতা আছে। কাকাবাবু তার ওপর শুয়ে পড়লেন। একটু পরেই তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে বোঝা গেল যে, ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

সন্তু হিন্দি খুব কম জানে, এদের হিন্দিও অন্যরকম। তবু সে আকারে ইঙ্গিতে এদের সঙ্গে কথা চালিয়ে যেতে লাগল। কোনও অসুবিধে হল না। জোজোর সারা গায়ে কাদার মতন ওষুধ লেপে দিয়ে একটা তালপাতার পাখা এনে একজন জোরে জোরে হাওয়া করতে লাগল অনেকক্ষণ ধরে। জোজোও ঘুমিয়ে পড়ল সেই হাওয়া খেয়ে। সন্তু জেগে বসে রইল একা।

দুপুরবেলা একদঙ্গল লোক দেখতে এল ওদের। লছমন ভাত আর কলাইয়ের ডালও নিয়ে এসেছে। কাকাবাবুকে ডেকে তুলতে হল তখন।

কাকাবাবু উঠেই চোখ কচলাতে-কচলাতে বললেন, "জোজো কোথায় ?"

জোজোকে দেখে তিনি চিনতেই পারলেন না। চেনা সম্ভবও নয়।

জোজোর গায়ে মাখানো পুরু কাদার মতন ওষুধ এখন শুকিয়ে গিয়ে মাটি মাটি রং হয়েছে। জোজোকে এখন দেখাচ্ছে কুমোরটুলির রং-না-করা একটা মাটির মূর্তির মতন।

লছমন জোজোর পাশে বসে পড়ে সেই ওষুধ খুঁটে খুঁটে তুলতে লাগল। খানিকবাদে সব উঠে গেলে জোজোর হাত ধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে দু' হাঁড়ি জল ঢেলে দিল তার মাথায়। জোজো একটুও আপত্তি করছে না।

ভিজে গায়ে ফিরে এসে সে বলল, "এখন বেশ ভাল লাগছে রে, সন্তু। একটুও ব্যথা নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "দেখলি এদের আশ্চর্য চিকিৎসা।"

এরপর খেতে বসতে হল ওদের। গরম গরম লাল রঙের ভাত আর কলাইয়ের ডাল অপূর্ব লাগল। জোজো আর সন্তু দু'জনেই ভাত খেয়ে নিল অনেকখানি। কাকাবাবু বললেন, একটা করে আলুসেদ্ধ থাকলে আরও ভাল লাগত, কী বল ? তবে রাত্তিরে যদি থাকিস, তা হলে এরা শুয়োরের মাংস খাওয়াতে পারে। এরা রাত্তিরেই ভাল করে খায়।"

খাওয়া হয়ে গেলে কাকাবাবু তিন-চারজন বয়স্ক লোককে একপাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে নানারকম খোঁজখবর নিতে লাগলেন।

তারপর তিনি মাটিতে উবু হয়ে বসে একটা কাঠি দিয়ে ম্যাপ আঁকতে লাগলেন মাটির ওপরে।

ম্যাপের চর্চা করা কাকাবাবুর শখ। তিনি চোখ বুজে বঙ্গদেশের ম্যাপ এঁকে দিতে পারেন। কিন্তু এখানকার লোকরা ম্যাপ বোঝে না। কাকাবাবু যে জায়গাটার সন্ধান জানতে চাইছেন, সেটা এরা বুঝতে পারছে না কিছুতেই।

কাকাবাবু এবার একটা ছোট মন্দির আঁকলেন, তারপর তার সামনে একটা লম্বামতন মূর্তি। কাকাবাবু সেটার ওপর আঙুল দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই মন্দিরটা কোথায় বলতে পারো ?"

তিনজন বৃদ্ধ মাথা নেড়ে "হ্ হ্ হ্ হ্" করতে লাগল। কিন্তু কোথায় যে মন্দিরটা সেটা কিছুই বলতে পারে না।

বাইরে যে কয়েকজন লোক ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল, তাদের মধ্যে একজন লোক এগিয়ে এসে কাকাবাবুর আঁকা ছবিটা দেখল মন দিয়ে। তারপর সে ছবিটার সামনে শুয়ে পড়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে বলল, "আমি জানি। আমি দেখিয়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কত দূরে ? কতক্ষণ লাগবে যেতে ?"

লোকটি বলল, "এই সামনে একখানা পাহাড়, তার পরের পাহাড়ে।"

কাকাবাবু সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে জোজোকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি এখন হাঁটতে পারবে ? আমাদের মনে হয়, বেশি সময় নষ্ট করা উচিত নয়।"

জোজো বলল, "হ্যাঁ, হাঁটতে পারব।"

"তা হলে চলো, বেরিয়ে পড়া যাক !"

তিনজন বুড়ো তখন কাকাবাবুর হাত চেপে ধরল। তারা কাকাবাবুকে ছাড়তে চায় না। কাকাবাবুকে তারা রাত্তিরটা থেকে যেতে বলছে।

কাকাবাবু কিছু বলতে যেতেই তারা "না, না, না, না" বলে মাথা নাড়ছে। কাকাবাবু অতি কষ্টে তাদের বোঝালেন যে, এখন একটা বিশেষ কাজে তাঁকে চলে যেতেই হবে, ফেরার সময় তিনি এখানে আসবার চেষ্টা করবেন।

তারপর তিনি লছমনকে একপাশে ডেকে দু'খানা কুড়ি টাকার নোট তার হাতে দিতে গেলেন। লছমন সে টাকা কিছুতেই নেবে না। খুব জোরে জোরে মাথা নাড়তে লাগল।

শেষপর্যন্ত কাকাবাবু লজ্জিত হয়ে টাকাটা পকেটে পুরে ফেললেন।

সন্তুদের তিনি বললেন, "এরা কীরকম ভদ্র দেখছিস ? আমাদের যত্ন করে খাওয়াল, জোজোর চিকিৎসা করল...এরা গরিব হতে পারে কিন্তু খুব আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, কিছুতেই পয়সা নিতে চায় না। আবার রাত্তিরে থেকে যেতে বলছে। আমাদের উচিত ছিল, এদের কিছু উপহার দেওয়া, কিন্তু কিছুই তো নেই আমাদের কাছে।"

যে-লোকটি মন্দিরের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে, তার নাম শিবু। সে লছমনকেও সঙ্গে নিয়ে নিল। আবার শুরু হল হাঁটা।

সামান্য একটা জঙ্গল পার হওয়ার পরেই উঠতে হবে পাহাড়ে। ক্রাচ নিয়ে পাহাড়ে উঠতে কাকাবাবুর খুবই কষ্ট হয়। তবু তিনি দাঁতে দাঁত চেপে উঠতে লাগলেন। ঘাম গড়িয়ে পড়তে লাগল তাঁর কপাল দিয়ে। মাথার ওপর গনগন করছে দুপুরের সূর্য। জঙ্গলের মধ্যে তবু ছায়া-ছায়া ভাব ছিল, এই পাহাড়টা একেবারে ন্যাড়া।

সেই পাহাড়টি পেরিয়ে যাওয়ার পর একটা ছোট নদী পার হতে হল। সে-নদীতে এখন জল প্রায় নেই, বালিই বেশি। সামনেই একটা ছোট পাহাড়, সেটা ছোট-ছোট খাদে ভরা। এখানে ঢেউয়ের মতন একটার পর একটা পাহাড়।

তলা থেকেই দেখা যায়, সেই পাহাড়ের মাঝখানে একটা মন্দিরের চূড়া। শিবু হাত দেখিয়ে বলল, "ওই যে !"

কাকাবাবু বেশ উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। এত কাছে যে মন্দিরটা হবে, তা তিনি আশাই করেননি। আগের গ্রামের বৃদ্ধরা তা হলে বলতে পারল না কেন ? তারা কি ছবিটা দেখে বুঝতে পারেনি।

নতুন উৎসাহ নিয়ে কাকাবাবু এবারে উঠতে লাগলেন পাহাড়টায়। মন্দিরটা দেখে সন্তুর ইচ্ছে করছে দৌড়ে আগে আগে উঠে যেতে। কিন্তু কাকাবাবু তাড়াতাড়ি যেতে পারবেন না, জোজো কোনও রকমে তার কাঁধ ধরে ধরে হাঁটছে। বেচারি জোজো পিঁপড়ের কামড় খাওয়ার পর থেকে একেবারে চুপসে

গেছে, মুখে আর কোনও কথা নেই।

কপা কপ্ কপা কপ্ শব্দ শুনে সন্তু একবার পেছন ফিরে তাকাল। ছোট-ছোট ঘোড়ায় চেপে চারজন লোক আসছে এদিকে। এখানে একটা পায়ে-চলা পথ আছে, সন্তুরা একপাশে সরে দাঁড়াল। ঘোড়াগুলো তাদের পাশ দিয়ে চলে গেল, লোকগুলো তাদের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকাল বটে কিন্তু কোনও কথা জিজ্ঞেস করল না।

ছোট হলেও এই পাহাড়টা বেশ খাড়ামতন, ঘোড়াগুলোও উঠছে আস্তে-আস্তে। কাকাবাবু খুবই হাঁপিয়ে গেছেন, কিন্তু একবারও থামবার কথা বলছেন না।

মন্দিরটার কাছে পৌঁছতে আরও প্রায় এক ঘন্টা লেগে গেল।

একটা চৌকো মতন পাথরের মন্দির, তাতে সাদা চুনকাম। এমন কিছু পুরনো নয়। কাছাকাছি কোনও গ্রাম নেই, এখানে এরকম একটা মন্দির কে তৈরি করল কে জানে!

কাকাবাবু সামনের চাতালে দাঁড়িয়ে রুমাল বার করে মুখ মুছতে লাগলেন। সন্তু দৌড়ে গেল মন্দিরের ভেতরের মূর্তিটা দেখবার জন্য। ধুতি-পরা একজন লোক পেছন ফিরে বসে আছে মূর্তিটার সামনে। খালি গা, পিঠের ওপর বেশ মোটা একটা পৈতে।

মূর্তিটা প্রায় এক হাত উঁচু, নীলচে রং, ঠিক কোন্ যে ঠাকুর, তা বোঝা গেল না। অনেকটা যেন মা-কালীর মূর্তির মতন, কিন্তু জিভ-কামড়ানো নয়। পায়ের নীচে মহাদেবও নেই। ধুতি-পরা পুরোহিতটির চেহারা দেখেও এখানকার আদিবাসী মনে হয় না।

কাকাবাবু এবারে আস্তে-আস্তে এসে সন্তুর কাছে দাঁড়ালেন। তারপরই অবাক হয়ে বললেন, "আরে, এ মূর্তিটা তো নয়। এ তো অন্য মন্দির!"

সন্তু বলল, "নীল রং কিন্তু!"

কাকাবাবু বললেন, "তা হোক, অংশুমান চৌধুরীর কাছে আমি মূর্তিটার একটা কপি দেখেছি। সেটা একেবারে অন্যরকম। আরও লম্বা। সেটা পুরুষের মূর্তি, পায়ে গামবুট। আমরা ভুল জায়গায় এসেছি।"

মন্দিরের পুরোহিতটি এবারে মুখ ফিরিয়ে ওদের দিকে খুব অবাকভাবে চেয়ে রইলেন কয়েক পলক। তারপর পরিষ্কার বাংলায় বললেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছেন?"

বস্তারের জঙ্গলে, একটা ছোট পাহাড়ের ওপর মন্দিরের পুরোহিতকে বাংলায় কথা বলতে শুনে ওরা তিনজনেই অবাক। সন্তু জিজ্ঞেস করেই ফেলল, "আপনি বাংলা জানেন? কী করে বাংলা শিখলেন?"

পুরোহিতটি ফ্যাকাসেভাবে হেসে বললেন, "বাঙালির ছেলে বাংলা জানব না? অবশ্য বাঙালি ছিলাম অনেক আগে, এখন আর নেই।"

কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আপনাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আসুন, মন্দিরের মধ্যে বসে একটু বিশ্রাম করে নিন।"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে মন্দিরের সিঁড়িতে বসে পড়ে বললেন, "একটু জল খাব।"

পুরোহিত মন্দিরের পেছন দিয়ে গিয়ে একটা পেতলের ঘটি ভর্তি জল আনলেন। খুব ঠাণ্ডা জল। ওরা তিনজনেই জল খানিকটা পান করল, আর খানিকটা দিয়ে চোখমুখ ধুয়ে নিল।

জোজো বলল, "আর একটু জল খাব।"

এবারে পুরোহিত আর এক ঘটি জলের সঙ্গে আনলেন কয়েকটা তিলের নাড়ু। সেগুলো এগিয়ে দিয়ে বললেন, "একটু মিষ্টি খেয়ে তারপর জল খান। নইলে তেষ্টা মিটবে না।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি আগে দণ্ডকারণ্যে ছিলেন, তাই না ?"

পুরোহিত এবারে চমকে গেলেন খানিকটা। কাকাবাবুর মুখের দিকে একটুক্ষণ অবাকভাবে তাকিয়ে থেকে বললেন, "আপনি কী করে বুঝলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার বাংলার মধ্যে পূর্ববঙ্গের একটা টান আছে। তাই আন্দাজ করা এমন কিছু শক্ত নয়।"

পুরোহিত বললেন, "আমার নাম ধনঞ্জয় আচার্য। এক সময় দন্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু কলোনিতে ছিলাম। সেখানে কষ্ট ছিল খুব। একদিন মা কালী আমায় স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন, "তুই ডুমডুমি পাহাড়ে যা, সেখানে আমার ভাঙা মন্দির দেখতে পাবি। সেখানে গিয়ে আমার মূর্তি স্থাপন কর, তা হলে তুই উদ্ধার পেয়ে যাবি। ডুমডুমি পাহাড় কোথায় তা তো চিনতাম না। ক্যাম্প ছেড়ে তবু বেরিয়ে পড়লাম। দিনের পর দিন এই দিকের সব পাহাড়ে ঘুরেছি। কতদিন কিছু খাওয়া জোটেনি, কখনও গাছের ফলমূল খেয়ে কাটিয়েছি। তারপর এই পাহাড়ে এসে ভাঙা মন্দিরের সন্ধান পেলাম। তখন ভেবেছিলাম, এখানে মন্দিরে যদি থেকে যাই, তা হলে খাব কী ? এই পাহাড়ের ওপর কে আসবে ? তবু রয়ে গেলাম। প্রথম তিনদিন-চারদিন একজন মানুষও আসেনি, আমি একেবারে উপবাস করে কাটিয়েছি। ঠিক করেছিলাম, যদি না খেতে পেয়ে মরতে হয়, তবু এখান থেকে যাব না। তারপর আস্তে-আস্তে লোকেরা কী করে যেন এই মন্দিরের কথা জেনে গেল। এখন অনেকেই আসে।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, দেখছি তো, ঘোড়ায় চড়ে অনেক লোক আসছে।"

ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, "আমি ছাড়া আরও পাঁচজন লোক এখন এই মন্দিরে থাকে। আমি পাহাড় থেকে নীচে নামি না। ওরাই প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আনে। আপনারা এদিকে এলেন কী করে ? এ পর্যন্ত এখানে আর কোনও বাঙালি আসেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমরাও এদিকে এসেছি একটা মন্দিরের খোঁজে। কাছাকাছি গ্রামের একজন লোক আমাদের পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এল। কিন্তু আমি খুঁজছি একটা অন্য মন্দির। আপনি বোধহয় আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।"

কাকাবাবু তাঁকে গামবুটের মতন জুতো পরা পুরুষ-দেবতার মূর্তিটির কথা বুঝিয়ে বললেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এই মূর্তিটি এই তল্লাটে কোথায় আছে বলতে পারেন ?"

ধনঞ্জয় আচার্য দু'দিকে মাথা নেড়ে বললেন, "না, এরকম কোনও মূর্তির কথা আমি শুনিনি। বললাম তো, আমি এই পাহাড় থেকে নীচে নামি না। আপনি বলছেন, জুতো-পরা মূর্তি। এটা আবার কী ঠাকুর ?"

কাকাবাবু বললেন, "তা আমি জানি না। বইয়ে পড়েছি এই মূর্তিটার কথা, সেইজন্যেই সেটা দেখার এত কৌতূহল।"

ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, "দেখি আমার লোকেরা কেউ কিছু সন্ধান দিতে পারে কি না !"

তিনি দু'জন লোককে ডেকে অনেকক্ষণ ধরে ওখানকার ভাষায় কথা বলতে লাগলেন। সন্তুরা সেই ভাষা এক বর্ণ বুঝতে পারল না।

কাকাবাবু সন্তুকে জিজ্ঞেস করলেন, "সেবারে নেপাল গিয়ে তুই তো খুব ঘোড়ায় চেপেছিলি। মনে আছে ? এখন ঘোড়ায় চাপতে পারবি ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, পারব।"

জোজো এতক্ষণে খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। সে বলল, "আমি খুব ভাল ঘোড়া চালাতে জানি। বাবার সঙ্গে একবার টার্কিতে গিয়ে প্রত্যেকদিন ঘোড়ায় চড়ে কত মাইল যে গেছি !"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, তা হলে তো খুব ভাল কথা। ভাবছি, এই পুরুতমশাইয়ের কাছ থেকে দুটো অন্তত ঘোড়া ধার চাইব। এখান থেকে ঘোড়ায় যেতে পারলে অনেক পরিশ্রম বাঁচবে।"

কাছেই একটা গাছে কয়েকটা ঘোড়া বাঁধা আছে। সন্তু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "চল জোজো, আমরা একটু ঘোড়ায় চড়া প্র্যাকটিস করি। ওদের বললে ওরা নিশ্চয়ই একটু চাপতে দেবে।"

জোজো নাক সিঁটকে বলল, "এইটুকু ছোট ছোট ঘোড়া, এতে কী চাপব ! এগুলো তো গাধা ! আমি বিরাট-বিরাট ঘোড়া, যাকে ওয়েলার ঘোড়া বলে, সেই ঘোড়ায় চাপতে পারি !"

সন্তু বলল, "ওই গাঁট্টাগোট্টা লোকগুলো এই ছোট ঘোড়ায় চেপেই তো ঘুরে বেড়ায়। আমরা কেন পারব না ? চল না দেখি !"

সন্তু জোজোর হাত ধরে জোর করে টেনে নিয়ে গেল। গাছতলায় যে লোকগুলো দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে বলল, "আমাদের একটু

ঘোড়ায় চাপতে দেবেন ?"

ওদের সঙ্গে শিবু নামে যে লোকটি এসেছিল, সেও গল্প করছিল এখানকার লোকদের সঙ্গে। সেই শিবু সন্তুদের কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলল ওদের।

ওরা সঙ্গে-সঙ্গে রাজি। দুটো ঘোড়া খুলে এনে ওদের সাহায্য করল পিঠে চাপতে। তারপর একজন করে ঘোড়ার দড়ি ধরে হাঁটাতে লাগল ঘোড়াটাকে। ওরা গোল হয়ে খানিকটা জায়গা ঘুরল।"

সন্তু বলল, "এই ঘোড়াগুলো বেশ শান্ত রে, জোজো। কোনও অসুবিধেই হচ্ছে না।"

জোজো ঠোঁট উল্টে অবজ্ঞার সঙ্গে বলল, "বাঃ, এগুলো আবার ঘোড়া নাকি, গাধার অধম। আমি ঘোড়া ছুটিয়েছি, এইট্টি, নাইনটি মাইলস্ স্পিডে! আরব দেশের আসল ঘোড়া।"

সন্তু তার সঙ্গের লোকটিকে বলল, "আপনি একবার একটু ছেড়ে দিন না, নিজে নিজে চালাই!"

দু'জন লোকই ঘোড়ার দড়ি ছেড়ে দিল। জোজো তার ঘোড়ার পেটে একটা লাথি মেরে চেঁচিয়ে বলল, "হ্যাট, হ্যাট, হ্যাট..."

সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটা তড়বড়িয়ে ছুটতে শুরু করল, আর জোজো ছিটকে পড়ে গেল তার পিঠ থেকে। তবে সৌভাগ্যবশত সে পড়ল একটা ঝোপের ওপর, তার চোট লাগল না।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে জামা ঝাড়তে ঝাড়তে জোজো বলল, "দেখলি, দেখলি সন্তু, কীরকম একখানা ড্রাইভ দিলাম ? তুই পারবি ?"

কাকাবাবু মন্দিরের সিঁড়িতে বসে ওদের দেখছেন আর হাসছেন।

এরপর তিনি নিজে যখন ঘোড়ায় চাপবেন, তখন জোজো আর সন্তুও পেছনে আসবে। তাঁরও অনেকদিন ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস নেই, তা ছাড়া খোঁড়া পা নিয়ে অসুবিধে হবে। কিন্তু ঘোড়া ছাড়া এখানে পায়ে হেঁটে বেশি দূর ঘোরাঘুরি করা সম্ভব নয়।

ধনঞ্জয় আচার্য তাঁর লোকদের সঙ্গে কথা শেষ করে কাকাবাবুর কাছে এসে বললেন, "হ্যাঁ, ওদের একজন ওই মূর্তিটার কথা জানে। নিজের চোখে দেখেনি, তবে অন্যদের কাছে শুনেছে। ওর কথা বিশ্বাস করা যায়। কিন্তু ওখানে আপনার যাওয়ার দরকার নেই।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেন বলুন তো ?"

ধনঞ্জয় বললেন, "জায়গাটা অনেক দূর। অবুঝমাড় পেরিয়ে আরও অনেকখানি। আপনি তিরাংদের নাম শুনেছেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি মারিয়া, আর মুরিয়াদের কথা জানি। এই সব জায়গায় আগে একবার ঘুরেছি। কিন্তু তিরাংদের কথা তো শুনিনি।"

"এদের কথা খুব কম লোকই জানে। মাত্র দু'তিনখানা গ্রামে এরা থাকে।

এদের একটা গ্রামে এই মূর্তি আছে। সেখানে বাইরের লোক বিশেষ কেউ যায় আসে না।"

"এরা কি হিংস্র নাকি? বাইরের লোক দেখলে আক্রমণ করতে আসে?"

"সে-রকম কিছু শোনা যায়নি। মধ্যপ্রদেশের আদিবাসীরা এমনিতে বেশ শান্ত। কিন্তু কোনও কারণে রেগে গেলে তখন আর হিতাহিত-জ্ঞান থাকে না। তখন একেবারে খুন করে ফেলতেও এদের চোখের একটি পাতাও কাঁপে না। আপনি নিজে...মানে...আপনার দুটি পা ঠিক নেই, সঙ্গে দুটি অল্পবয়েসী ছেলে, এই অবস্থায় আপনাদের ওদিকে যাওয়া উচিত হবে না।"

কাকাবাবু মুচকি হেসে বললেন, "মুশকিল কী জানেন, আমি যদি যেতে নাও চাই ছেলেদুটি ছাড়বে না। ওরা বড্ড জেদি। জায়গাটা ঠিক কোথায়, আপনি একটু ম্যাপ এঁকে বুঝিয়ে দেবেন?"

"জেনেশুনে আপনাদের ওই বিপদের মধ্যে পাঠাই কী করে?"

"কাছাকাছি গিয়ে দেখে আসি অন্তত, সে-রকম বিপদ দেখলে ভেতরে ঢুকব না। আর একটা কথা, ধনঞ্জয়বাবু আপনার শিষ্যদের তো বেশ কয়েকটা ঘোড়া রয়েছে দেখছি। তার থেকে দুটো ধার নিতে পারি? ঘোড়া ছাড়া অতদূর যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না। আমরা ঘোড়াদুটো বাবদ কিছু টাকা জমা রেখে যাব আপনার কাছে।"

"টাকার কথা উঠছে না, আপনাদের আমি অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমি মনে শান্তি পাচ্ছি না।"

কাকাবাবু তবু বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ধনঞ্জয় আচার্যকে দিয়ে একটা ম্যাপ আঁকিয়ে নিলেন। ওখানে কোনও সাদা কাগজ নেই, মন্দিরের দেওয়ালে একটা ক্যালেন্ডার ঝুলছিল, তারই একটা পাতা ছিঁড়ে নেওয়া হল। কলম পাওয়া গেল সন্তুর কাছে।

ধনঞ্জয় আচার্য এককালে একটু-আধটু লেখাপড়া জানতেন, কিন্তু গত পঁচিশ বছর কিছুই লেখেননি, তাই বাংলা অক্ষর লিখতে ভুলে গেছেন। অবুঝমাড় লিখতে গিয়ে 'অ' অক্ষরটাই লিখতে পারেন না।

কাকাবাবু বললেন, "আপনি জায়গাগুলোর নাম বলুন, আমি লিখে নিচ্ছি।"

দেখতে-দেখতে সন্ধে হয়ে এল। মন্দিরের কাছাকাছি জঙ্গলের গাছে অনেক রকম পাখি ডাকছে। একটু দূরে একটা কোনও পাখি খুব জোরে পিঁয়াও পিঁয়াও করে ডাকছে, গলায় তার সাংঘাতিক জোর।

সন্তু বলল, "এটা কী পাখি? এরকম ডাক তো শুনিনি!"

জোজো বলল, "এটা মোটেই পাখি নয়, এটা ফেউয়ের ডাক। বাঘ বেরুলেই পেছন পেছন ফেউ বেরোয় শুনিসনি? আমি খুব ভাল চিনি।"

সন্তু বলল, "ভ্যাট্, ফেউ আবার কী? ফেউ তো আসলে শেয়াল, বাঘ দেখে ভয় পেয়ে শেয়ালের ডাক তখন বদলে যায়। এটা পাখিরই ডাক।"

জোজো বলল, "তুই কিছু জানিস না। এটা পাখি হতেই পারে না। এটা নির্ঘাত ফেউ।"

দু'জনে তর্ক করতে করতে এক সময় বাজি ধরে ফেলল। এক বোতল কোল্ড ড্রিংক।

ওরা কাকাবাবু আর ধনঞ্জয় আচার্যর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "ওটা কী ডাকছে?"

কাকাবাবু উত্তর দেওয়ার আগেই ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, "ওটা তো ময়ূর। এদিকের জঙ্গলে কিছু ময়ূর আছে।"

সন্তু প্রথমে লজ্জা পেল। ময়ূরের ডাক সে আগে অনেক শুনেছে, তার চিনতে পারা উচিত। এখানে ডাকটা খুব জোরে শোনাচ্ছে।

তারপরই সে জোজোকে বলল, "তুই হেরে গেছিস! কোল্ড ড্রিংকটা পাওনা রইল। কলকাতায় ফিরে গিয়ে খাওয়াতে হবে কিন্তু!"

জোজো বলল, "হেরেছি মানে? ময়ূর কি পাখি?"

আবার তর্ক লাগিয়ে দিল ওরা।

কাকাবাবু ধনঞ্জয় আচার্যকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই জঙ্গলের মধ্যে মন্দির করেছেন, এখানে বুনো জন্তু-জানোয়ার আসে না?"

ধনঞ্জয় আচার্য বললেন, "সন্ধের দিকে প্রায়ই হাতি আসে। আজ তো এখানেই থাকছেন আপনারা। হয়তো দেখতে পেয়ে যাবেন।"

॥ ১৬ ॥

ভোরবেলাতে আবার যাত্রা শুরু হল। একটি ঘোড়ার পিঠে জোজো আর সন্তু। আর একটি ঘোড়ায় কাকাবাবু। দুটোর বেশি পাওয়া গেল না। তা ছাড়া জোজো নিজে আলাদা একটা ঘোড়া চালাতেও পারত না।

কাকাবাবু তাঁর ক্রাচ দুটো বেঁধে এক পাশে ঝুলিয়ে নিয়েছেন। একটা পা প্রায় অকেজো হলেও তাঁর ঘোড়া চালাতে অসুবিধে হচ্ছে না। কাকাবাবুকে বেশ খুশি খুশি দেখাচ্ছে, খানিকটা যাওয়ার পর তিনি উৎফুল্ল ভাবে বললেন, "দ্যাখ, সন্তু, এখন কি কেউ আর আমাকে খোঁড়া লোক বলতে পারবে? ভাবছি, এরপর থেকে কলকাতা শহরেও একটা ঘোড়ায় চেপে ঘুরলে কেমন হয়। তা হলে আর ক্রাচ লাগবে না। গাড়ি চালাতে গেলেও অ্যাকসিলারেটর, ব্রেক আর ক্লাচ সামলাবার জন্য দুটো পা লাগে। ঘোড়া চালাবার জন্য সে ঝামেলা নেই। এই ঘোড়াটাও বেশ শান্ত। বিখ্যাত বীর তৈমুর লঙও নাকি খোঁড়া ছিল। সেও তো এক পায়ে ঘোড়া ছুটিয়েই কেল্লা ফতে করেছে!"

জোজো বলল, "জানেন কাকাবাবু, নেপোলিয়ন চলন্ত ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে নিতেন!"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি?"

জোজো বলল, "হ্যাঁ! নেপোলিয়ন বিছানায় শুয়ে ঘুমোনো একেবারে পছন্দ করতেন না!"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা নেপোলিয়নের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, আমি কিন্তু বাপু ঘোড়ার পিঠে ঘুমোতে পারব না!"

সন্তু বলল, "জোজো এমনভাবে বলছে, যেন ও নেপোলিয়নকে ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়তে নিজের চোখে দেখেছে! না-শুয়ে বুঝি ঘুমোনো যায় না!"

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে সুর পালটে বলল, "আমার এক কাকা আছেন, কানপুরে থাকেন, উনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারেন। এমন কী ঘুমোতে ঘুমোতে হাঁটেন।"

কাকাবাবু হাসতে লাগলেন।

তাঁর ঘোড়াটা যাচ্ছে আগে-আগে। ম্যাপ দেখে তিনি মনে-মনে একটা রাস্তা ছকে নিয়েছেন। পাকা রাস্তা এড়িয়ে জঙ্গলের মধ্য-দিয়েই এগোতে হবে। অংশুমান চৌধুরীরা গাড়িতে যাবেন, তাঁদের পাকা রাস্তা দিয়েই যেতে হবে, তাঁদের সামনে পড়া চলবে না। অংশুমান চৌধুরীরা দলে ভারী, তাঁদের সঙ্গে অস্ত্রও অনেক বেশি। কাকাবাবুর কাছে রয়েছে শুধু একটি রিভলভার, তাতে মোটে চারখানা গুলি। ওঁদের কাছ থেকে কাকাবাবু রিভলভারটা কেড়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এক্সট্রা গুলি তো আর নেওয়া হয়নি।

আদিবাসীদের একটা মূর্তির জন্য অংশুমান চৌধুরী প্রচুর টাকা খরচ করেছেন, অনেক রকম ব্যবস্থা করেছেন, সুতরাং কাকাবাবু বাধা দিতে গেলে তিনি সহজে ছাড়বেন না।

আগের রাত্তিরটায় নিরামিষ ডাল-ভাত-তরকারি খেয়ে, ভাল করে ঘুমিয়ে নেওয়া হয়েছে। সন্তু আর জোজো হাতি দেখার জন্য জেগে ছিল বেশ কিছুক্ষণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাতি আর আসেনি এদিকে, ওরা দূরে গাছপালা ভাঙার মড়মড় শব্দ শুনেছে শুধু।

ধনঞ্জয় পুরোহিত ওদের যত্ন করেছেন খুবই। আসবার সময় তিনি মস্ত এক পোঁটলা ভর্তি চিঁড়ে আর গুড় দিয়ে দিয়েছেন সঙ্গে, জঙ্গলের মধ্যে অন্য কোথাও খাবার না পাওয়া গেলে এই চিঁড়ে-গুড় খেয়েই পেট ভরানো যাবে।

এখানে জঙ্গল খুব ঘন নয়, মাঝে-মাঝে পার হতে হচ্ছে ছোট-ছোট টিলা। শোনা যাচ্ছে নানারকম পাখির ডাক। এক জায়গায় দেখা গেল এক ঝাঁক বাঁদর। তারা গাছের ডালে দোল খেতে-খেতে খুব কৌতূহলী চোখে দেখতে লাগল এই দলটাকে। যেন প্যান্ট-শার্ট পরা মানুষ তারা আগে কখনও দ্যাখেনি।

একটু পরে সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, ওদের দলটা তো আগে আগে এগিয়ে গেছে। তা ছাড়া ওরা গেছে গাড়িতে। এতক্ষণে কি ওরা মূর্তিটা চুরি করে নিয়ে যায়নি?"

কাকাবাবু বললেন, "ওরা গাড়িতে গেলেও সবটা গাড়িতে যাওয়া যাবে না। তিরাংদের ওই গ্রামটা পাহাড়ের একেবারে ওপরে। বেশ বড় পাহাড়। ওদের তুলনায় আমাদের বরং একটা সুবিধে আছে, আমরা ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ের ওপরে অনেকটা উঠে যেতে পারব।"

জোজো বলল, "একটা কাজ করলে হয় না? আমাদের পাহাড়ে ওঠার দরকার কী? আমরা পাহাড়টার কাছে পৌঁছে নীচে কোথাও লুকিয়ে থাকতে পারি। ওদের গাড়িটার আশেপাশে। তারপর ওরা মূর্তিটা চুরি করে নেমে এলে আমরা হঠাৎ ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেটা কেড়ে নেব। ব্যাস! তারপর ওদের গাড়িটাও পেয়ে যেতে পারি!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি যে এই কথাটা ভাবলে, ওরাও কি এটা ভাবতে পারে না? অন্যপক্ষকে কখনও বোকা ভাবতে নেই। ওরাও পাহাড়ের নীচে, গাড়িটার কাছে কোনও ফাঁদ পেতে রাখতে পারে, আমরা সেখানে পৌঁছলেই আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে আড়াল থেকে! এই জঙ্গলের মধ্যে আমাদের তিনজনকে খুন করে রেখে গেলেও কেউ টের পাবে না।"

সন্তু বলল, "আমাদের উচিত উলটো দিক দিয়ে ঘুরে যাওয়া!"

কাকাবাবু বললেন, "আমিও ঠিক সেটাই ভেবে রেখেছি। তিরাংদের গ্রাম যে-পাহাড়টার ওপর, সেটাকে দূর থেকে দেখতে অনেকটা গণ্ডারের মাথার মতন। দেখলেই চেনা যাবে। ধনঞ্জয় পুরুতের একজন আদিবাসী শিষ্যের কাছ থেকে আমি সে পাহাড়ের উলটো দিকে যাওয়ার রাস্তাটাও জেনে নিয়েছি। একটা শর্টকাট আছে।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, আমার পিসেমশাই আপনাকে একটা কমপিটিশানে নামাতে চেয়েছিলেন, আপনি রাজি হননি তখন। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আপনাকে সেই কমপিটিশানে নামতে হল।"

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, তা ঠিক। আমরা এখন অনায়াসে কলকাতার দিকে রওনা হতে পারতুম। কিন্তু মূর্তিটা সম্পর্কে খুবই কৌতূহল হচ্ছে। এমন কী দামি মূর্তি হতে পারে, যার জন্য পট্টনায়ক, রাও আর অংশুমান চৌধুরী কাঠ-খড় পোড়াচ্ছেন? সেই জন্যই একবার দেখে যেতে চাই।"

জোজো বলল, "কিন্তু ওদের আগে পৌঁছতে হবে আমাদের।"

সন্তু বলল, "আমরা তো পৌঁছবই! যদি তা না পারি, আগেই যদি তোর পিসেমশাই মূর্তিটা চুরি করে নিয়ে যায়, তা হলে বারুইপুর পর্যন্ত তাড়া করে যাব!"

জঙ্গলটা এক জায়গায় বেশ ঘন হয়ে এসেছিল, হঠাৎ সামনে দেখা গেল একটা মস্ত বড় জলাশয়। অনেকটা হ্রদের মতন। কাকাবাবু ঘোড়া থামিয়ে বললেন, "বাঃ, কী সুন্দর! অপূর্ব!"

জায়গাটা সত্যি ভারী সুন্দর। জল একেবারে স্বচ্ছ। মাঝখানেও ফুটে আছে

অনেক লাল রঙের শালুকফুল। একঝাঁক সাদা বক বসে আছে কাছেই। একটা মস্ত বড় শিমুল গাছ থেকে টুপটাপ করে ফুল খসে পড়ছে জলে।

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, তোরা এসে একটু ধর তো আমাকে, এখানে একবার নামব।"

খোঁড়া পা নিয়ে ঘোড়ায় উঠতে ও নামতে কষ্ট হয় কাকাবাবুর। সন্তু নিজের ঘোড়ার পিঠ থেকে এক লাফে নেমে এল।

জোজো বলল, "কাকাবাবু, এখানে থামলেন? আমাদের দেরি হয়ে যাবে না?"

কাকাবাবু বললেন, "যতই ব্যস্ততা থাক, কোনও সুন্দর জিনিসকে অগ্রাহ্য করতে নেই। সন্তু, তোকে আগে একবার রামায়ণের সেই অংশটার কথা বলেছিলুম না? রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে, সোনার হরিণ মেরে ফিরে এসে সীতাকে না পেয়ে রাম পাগলের মতন খুঁজছেন, খুঁজতে-খুঁজতে পম্পা সরোবরের তীরে এসে রাম মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সীতার কথা ভুলে গিয়ে তিনি দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য। এই জায়গাটা পম্পা সরোবরের চেয়ে খারাপ কিসে?"

ঘোড়া থেকে নেমে কাকাবাবু হ্রদটার তীরে গিয়ে আঁজলা ভরে জল নিয়ে মুখে ছেটালেন। তারপর বললেন, "আঃ, কী ঠাণ্ডা জল! এক-এক সময় আমার কী মনে হয় জানিস, সন্তু, এই যতসব বদমাস আর গুণ্ডাদের পেছনে ঘুরে বেড়িয়ে কত সময় নষ্ট করি। তার চেয়ে ওসব ছেড়েছুড়ে এই সব সুন্দর জায়গায় এসে সময় কাটালে কত ভাল লাগত! আজকাল আর ওই সব কাজের ভার নিতেও চাই না, তবু পাকেচক্রে জড়িয়ে পড়তে হয়।"

সন্তু বলল, "এখানে তো ওই অংশুমান চৌধুরী তোমাকে জোর করে টেনে এনেছে!"

কাকাবাবু বললেন, "যাই হোক, তবু তো এই একটা সুন্দর জায়গা দেখা গেল!"

মুখ-টুখ ধুয়ে, ঘাসের ওপর বসে পড়ে তিনি আবার বললেন, "ঘোড়া দুটোকে জল খেতে দে। ওদেরও তো বিশ্রাম দরকার।"

তারপর তিনি হাতে-আঁকা ম্যাপটা খুলে দেখতে লাগলেন। সন্তুও ঝুঁকে পড়ে বোঝবার চেষ্টা করল ম্যাপটা। কাকাবাবু আঙুল দিয়ে এক জায়গায় দেখিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ওরা বলেছিল, এখানে একটা বড় জলাও থাকবে। উলটো দিকে একটা ছোট পাহাড়। এখান দিয়ে কোনাকুনি যাওয়া যেতে পারে। আমার কী মনে হয় জানিস, সন্তু, এখন তো সবে শীত শেষ হয়েছে, এদিকে এখনও বর্ষা নামেনি, এই হ্রদের জল বেশি হবে না। আমরা ঘোড়া নিয়ে যদি এই হ্রদটা পার হয়ে যেতে পারি, তা হলে অনেকটা সময় বেঁচে যাবে!"

“যদি বুক-জলের বেশি হয় ?”

“তাতেও ক্ষতি নেই। ঘোড়া সাঁতার কাটতে পারে। আমরাও ডুবে যাব না। ও, ভাল কথা, তোর বন্ধু জোজো সাঁতার জানে তো ?”

“মনে তো হয় জানে। তবে বিশ্বাস নেই।”

জোজো ঘাসের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়েছে। সন্তু তাকে ধমক দিয়ে বলল, “এই জোজো, তুই আবার যেখানে-সেখানে শুয়ে পড়ছিস ? যদি ফের পিঁপড়ে কামড়ায় ?”

জোজো সঙ্গে-সঙ্গে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে বলল, “ওরে বাবা, এখানেও পিঁপড়ে আছে নাকি ?”

“শোন, তুই সাঁতার জানিস তো ?”

“সাঁতার ? হেঃ, কী বলছিস ? কতবার আমি সাঁতারে গঙ্গা এপার ওপার করেছি। একবার বাবার সঙ্গে রাশিয়ায় গিয়ে ক্যাস্পিয়ান সাগরে ঘোরার সময় আমাদের মোটরবোট উল্টে গেল, আমাদের গাইড যে ছিল, সে সাঁতার জানত না, আমি তাকে পিঠে করে নিয়ে গিয়ে বাঁচালুম !”

সন্তু হাসি মুখে বলল, “তা বেশ করেছিস ! এখন আমরা এই লেকটা পেরুব ঘোড়ায় চেপে, ঠিক আছে তো ?”

জোজো তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, “এটা ভারী তো একটা লেক, হাঁটুজল হবে কি না সন্দেহ। তবে কিনা, জামা প্যান্ট ভিজে যাবে, শুধু শুধু এটা পার হওয়ার দরকার কী ? পাশ দিয়ে গেলেই তো হয়।”

ঘোড়া দুটো জল খাচ্ছিল, হঠাৎ এক সঙ্গে মুখ তুলে তাকিয়ে কী যেন দেখার চেষ্টা করল বাঁ দিকে, কান দুটো লটপট করতে লাগল। তারপর পেছন ফিরে ছুট লাগাবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, “সন্তু, শিগগির ওদের লাগাম ধর !”

কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়েও নিজেই লাফিয়ে উঠে একটা ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললেন, অন্য ঘোড়াটাকে সন্তু আর জোজো দু'জনে মিলেও আটকাতে পারল না। সে তীরবেগে ছুটে মিলিয়ে গেল জঙ্গলে।

কাকাবাবু বললেন, “একটুও সময় নষ্ট করা যাবে না। এই ঘোড়াতেই তিনজন উঠতে হবে।”

তিনজন সওয়ার নিয়েই এই ঘোড়াটা তড়বড়িয়ে চলে এল লেকের প্রায় মাঝখানে।

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, “নিশ্চয়ই কাছাকাছি কোনও হিংস্র জানোয়ার এসেছিল, তাই ঘোড়া দুটো ভয় পেয়েছে। বাঘ-টাঘ হওয়াই সম্ভব।”

জোজো অবিশ্বাসের সুরে বলল, “দিনের বেলায় বাঘ ?”

সন্তু বলল, “কেন, দিনের বেলা বাঘ বেরুতে পারবে না, এমন কোনও

আইন আছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "এই জঙ্গলে লেপার্ড আছে জানি। লেপার্ডরা মানুষকে আক্রমণ করতে সাহস পায় না, কিন্তু ওরা ঘোড়ার মাংস খুব ভালবাসে। কিন্তু...একটা ঘোড়া চলে গেল...এখন তিনজনে মিলে এই একটা ঘোড়ায় কী করে যাব ? এ বেচারী বেশিক্ষণ আমাদের বইতে পারবে না।"

সন্তু বলল, "লেকটা পার হওয়ার পর আমি আর জোজো হেঁটে যাব। তুমি ঘোড়ায় যাবে। পাহাড়ে ওঠার সময় তিনজনে এর পিঠে বসে যাওয়ার তো প্রশ্নই ওঠে না।"

পেছন ফিরে তাকিয়েও ওরা অবশ্য বাঘ বা লেপার্ড দেখতে পেল না। ঘোড়াটা হ্রদ পার হয়ে এসে গা-ঝাড়া দিতে লাগল। হ্রদটায় সত্যিই জল বেশি ছিল না। কাকাবাবুর ক্রাচ দুটো ঘোড়াটার সঙ্গেই বাঁধা আছে, চিঁড়ে-গুড়ের পোঁটলাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে অন্য ঘোড়াটার সঙ্গে-সঙ্গে।

কাকাবাবু আপত্তি করলেন না, তিনি একা বসে রইলেন ঘোড়ার পিঠে, সন্তু আর জোজো হাঁটতে লাগল পাশাপাশি। এটাই সুবিধেজনক।

সামনের ছোট টিলাটার পাশ ঘুরে অন্য দিকে যেতেই চোখে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে দু'একটা কুঁড়েঘর। ঠিক গ্রাম নয়, সব মিলিয়ে তিনটে মাত্র বাড়ি।

কাকাবাবু বললেন, "দু'হাত উঁচু করে রাখ। ওরা যেন না ভাবে যে, আমরা এদের শত্রু।"

তিনি নিজেও হাত তুললেন মাথার ওপর।

একটা বাড়ির সামনে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসে আছে একজন লোক। পাশে তীর-ধনুক। কিন্তু ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনেও লোকটা একবারও নড়ল-চড়ল না, মুখ তুলে তাকালও না।

কাকাবাবু ফিসফিস করে বললেন, "লোকটা মরে গেছে নাকি ? কেউ ওকে মেরে রেখে গেছে ?"

॥ ১৭ ॥

কাছেই একটা ছোট ঝরনা, সন্তু আঁজলা করে জল এনে ছিটিয়ে দিতে লাগল লোকটির চোখে-মুখে। আগেই সে লোকটির নাকে হাত দিয়ে দেখে নিয়েছে যে তার নিঃশ্বাস পড়ছে। কোনও কারণে অজ্ঞান হয়ে গেছে সে। কাকাবাবু ঘোড়াটিকে একটা কুঁড়েঘরের কাছে নিয়ে গিয়ে অতিকষ্টে নিজেই নামলেন। সেই ঘরের সামনে আর একটি মেয়ে শুয়ে আছে। সেও অজ্ঞান। এই মেয়েটির মুখেও জলের ঝাপটা দেওয়া হল, তবু সে চোখ মেলল না।

জোজো অন্য ঘরগুলো ঘুরে দেখে এসে অবাক হয়ে বলল, "আরও চারজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। কী ব্যাপর বলুন তো, কাকাবাবু ?"

কাকাবাবু বললেন, "এ যে দেখছি রূপকথার মতন। ঘুমন্ত পুরী। এখন

বেলা সাড়ে এগারোটা, সবাই এখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে !"

সন্তু বলল, "এটা ঘুম নয়। এরা নিশ্চয়ই কিছু খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে, বিষাক্ত কোনও ফল-টল খেয়েছে বোধহয়।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাই মিলে বিষাক্ত ফল খাবে ? তা ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। যাই হোক; আমাদের তো এখানে কিছু করার নেই। ওদের নিশ্বাস পড়ছে যখন, বেঁচে উঠবে নিশ্চয়ই ! আমাদের আর এখানে সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না।"

জোজো কাকাবাবুকে আবার ঘোড়ায় চড়তে সাহায্য করল। সন্তু কাছাকাছি জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে ঘুরে দেখে এল। তার মনে একটা সন্দেহ হয়েছিল, সেটা মেলেনি। এদিকে গাড়ি যাওয়ার কোনও রাস্তা নেই, এমন জঙ্গলে গাড়ি চালাবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না। অংশুমান চৌধুরীরা তা হলে এদিকে আসেনি।

কাকাবাবু ঘোড়ায় চড়ে এগোলেন, সন্তু আর জোজো ঠিক পাশাপাশি না থেকে খানিকটা দূরে দূরে রইল। কেন যেন মনে হচ্ছে, কাছাকাছি কোনও বিপদ ওত পেতে আছে।

জঙ্গল ক্রমশ ঘন হচ্ছে, ওরা ক্রমশ উঠে যাচ্ছে ওপরের দিকে, কিন্তু পাহাড়ের মাথাটা দেখা যাচ্ছে না। তিরাং-রা যে-পাহাড়ে থাকে, সেই পাহাড়ের একটা চূড়া গণ্ডারের শিঙের মতন। ওরা কি সেই পাহাড়েই উঠছে ?

আরও খানিকটা যাওয়ার পর পাওয়া গেল একটা ফাঁকা জায়গা। তার এক কোণে তিন-চারটে মোষ ঘাস খাচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে জোজোর খিদে পেয়ে গেল। সকাল থেকে ওদের কিছু খাওয়া হয়নি। চিঁড়ে-গুড়ের পুঁটুলিটা চলে গেছে পলাতক ঘোড়াটার সঙ্গে। এখন দুপুর প্রায় দুটো।

জোজো বলল, "ওদিকে যখন মোষ চরছে, তখন কাছাকাছি নিশ্চয়ই গ্রাম আছে। তিরাংদের গ্রাম হতে পারে।"

কাকাবাবু ঘোড়া থামিয়ে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন সামনের দিকে। ঠোঁটে আঙুল দিয়ে জোজো আর সন্তুকে চুপ করতে বললেন। একেবারে স্থির হয়ে রইল ওরা। দু'একটা পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

প্রায় পনেরো মিনিট বাদে মোষগুলো ঘাস খাওয়া শেষ করে আস্তে-আস্তে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। কাকাবাবু একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "যাঃ ! ওগুলো তোরা সাধারণ মোষ ভেবেছিস ! ও তো বাইসন। জঙ্গলের সবচেয়ে সাঙ্ঘাতিক প্রাণী। বাঘেরা ওদের ভয় পায়। ওরা দল বেঁধে তাড়া করলে হাতিও সামনে দাঁড়াতে পারে না।"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, জংলিদের গ্রামের কী একটা মূর্তি সেটা দেখতে পাওয়া কি আমাদের খুবই দরকার ? এই ঝুটঝামেলা বাদ দিলে হয় না ?"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই ফিরে যেতে চাস নাকি ?"

জোজো বলল, “এখন ফিরে গিয়ে পরে একটা হেলিকপ্টার ভাড়া করে আসলেই তো হয়। এত কষ্ট করার কোনও মানে হয় না।”

কাকাবাবু বললেন, “তাই তো, জোজো একা তো ফিরে যেতে পারবে না ? কে ওর সঙ্গে যাবে ? সন্তু, তুই যাবি নাকি ?”

সন্তু বলল, “সে কোশ্চেনই ওঠে না। আমি মোটেই ফিরতে চাই না।”

জোজো অভিমানের সঙ্গে বলল, “কাকাবাবু, আপনি বারবার বলেছিলেন যে, আপনি আমার পিসেমশাইয়ের সঙ্গে কমপিটিশানে নামবেন না। এখন তো আমার পিসেমশাই কাছাকাছি নেই, তবু আপনি ইচ্ছে করে তাকে ফলো করছেন !”

কাকাবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “ঠিকই বলেছ। কিন্তু কী করি, কৌতূহল সামলাতে পারছি না যে। ওই মূর্তিটার ওপর বাইরের লোকের কেন এত লোভ, সেটাই জানতে ইচ্ছে করছে খুব। এতদূর এসে ফিরে যাওয়ার কোনও মানে হয় ?”

জোজো বাচ্চা ছেলের মতন বলল, “আমার খিদে পেয়েছে ! বেশিক্ষণ না খেয়ে থাকলে আমার মাথা ঝিমঝিম করে।”

সন্তু বলল, “আমাদের বুঝি খিদে পায় না ? কিন্তু এই জঙ্গলে কোনও ফল-টলের গাছও দেখছি না।”

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, “বরং তাড়াতাড়ি চলো, তিরাংদের গ্রামে গেলে ওরা নিশ্চয়ই কিছু খেতেটেতে দেবে !”

আবার শুরু হল চলা। যে দিকে বাইসনগুলো গেছে, তার উলটো দিকে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে খুব সন্তর্পণে আরও খানিকটা যাওয়ার পর চোখে পড়ে গেল গণ্ডারের শিং-এর মতন সেই পাহাড়। খুব কাছেই। মাঝখানে শুধু একটা সবুজ উপত্যকা। এই পাহাড় থেকে ওই পাহাড়ের গ্রামের ঘরবাড়িও চোখে পড়ে একটু একটু।

কাকাবাবু বললেন, “এই তো এইবার এসে গেছি ! আর কতক্ষণ লাগবে, বড়জোর এক ঘন্টা ?”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু এখানে গাড়িতে আসার কোনও উপায় নেই। ওদেরও হেঁটে আসতে হবে।”

কাকাবাবু বললেন, “ওরা আসবে পাহাড়ের উলটো দিক থেকে। অবুঝমাড়ের রাস্তা ওইদিকেই হবে। আমি ঘোড়া ছুটিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে তোদের জন্য নামব। একসঙ্গে যেতে গেলে তোরা হাঁপিয়ে যাবি। জোজো, এখন থেকে তুমি সন্তুর কাছাকাছি থাকো, দু'জনে আলাদা হয়ে গেলে আবার খুঁজতে সময় লাগবে।”

কাকাবাবু নেমে গেলেন ঢালু উপত্যকার দিকে।

সন্তু জোজোর একটা হাত ধরে বলল, “মোটে তো একবেলা খাসনি, তাতেই

তুই এত কাহিল হয়ে গেলি ?”

জোজো বলল, “কাল দু’বেলাই যে নিরামিষ খেয়েছি। নিরামিষে কি পেট ভরে ? উঃ, কতদিন যে একটা ডিমসেদ্ধ খাইনি !”

সন্তু বলল, “তিরাংরা যদি ভাল লোক হয়, তা হলে ওদের গ্রামে নিশ্চয়ই মুর্গির ডিম পাওয়া যাবে। মনে মনে ভাব। একটু পরেই ডিমসেদ্ধ খাব, একটু পরেই ডিমসেদ্ধ খাব, তা হলে দেখবি খিদেটা কমে যাবে।”

জোজো রেগে গিয়ে বলল, “ধ্যাত ! খাবার কথা ভাবলে খিদে আরও বেড়ে যাবে না !”

দু’জনে হাত ধরে দৌড় মারল নীচের দিকে। মাইলখানেক দূরে কাকাবাবু দাঁড়িয়ে আছেন একটা বড় গাছের নীচে। ওদের দেখে বললেন, “তোরা এখানে একটু জিরিয়ে নে, আমি আবার এগোচ্ছি !”

এইরকম তিনবার করবার পর, গণ্ডার পাহাড়ের সিকি ভাগ উঠে কাকাবাবু বললেন, “এইবার একটা পরীক্ষা আছে। সামনে চেয়ে দ্যাখ, একটা গাছের ওপর মাচা বাঁধা, ওখানে নিশ্চয়ই কোনও লোক বসে থাকবে। তার মানে, তিরাংরা তাদের গ্রামে ঢোকার মুখটা পাহারা দেয়। তিরাংদের ভাষা আমি জানি না। ওরা নাকি হিন্দি বোঝে না। আমরা এগোবার চেষ্টা করলেই যদি ওপর থেকে তীর ছুঁড়ে মারে ?”

একটা ঝোপের আড়ালে খানিকটা গুঁড়ি মেরে গিয়ে সন্তু দেখল, সামনের পাশাপাশি দুটো গাছের ডগার কাছে মাচা বাঁধা, সেই মাচাটা প্রায় একটা ঘরের মতন, সেখানে রাত্তিরে কেউ শুয়েও থাকতে পারে। মাচাটায় এমনভাবে বেড়া দেওয়া যে, এখন সেখানে কেউ রয়েছে কি না তা বোঝার উপায় নেই।

সন্তু ফিরে আসার পর কাকাবাবু বললেন, “আমি ঘোড়া ছুটিয়ে ওই ফাঁকা জায়গাটা পার হয়ে যেতে পারি। তীর ছুঁড়লেও আমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু তাতে লাভ কী ? তোদের তাতে আরও বিপদ হবে !”

সন্তু বলল, “তা হলে তো মনে হচ্ছে, সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। অন্ধকারে যদি যাওয়া যায়।”

জোজো আঁতকে উঠে বলল, “সন্ধে পর্যন্ত এখানে বসে থাকব, কেন অন্য কোনও দিক দিয়ে যাওয়া যায় না ?”

কাকাবাবু বললেন, “অন্য দিক দিয়ে যাওয়ার রাস্তা থাকলে সেখানেও নিশ্চয়ই পাহারা থাকবে। এদিককার আর কোনও গ্রামে এরকম পাহারার ব্যবস্থা দেখিনি। তা হলে বোঝা যাচ্ছে, ওদের মন্দিরের মূর্তিটাকে ওরাও খুব দামি মনে করে।”

সন্তু বলল, “কাকাবাবু, আর একটা কাজ করা যেতে পারে। তোমরা ওই ডান দিকটায় গিয়ে ঝোপের আড়াল থেকে খানিকটা শব্দ টব্দ করো। লোকটা তা হলে ওদিকেই মনোযোগ দেবে। সেই ফাঁকে আমি বাঁ দিক দিয়ে বুকে হেঁটে

হেঁটে মাচাটার কাছে এগিয়ে যাব।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "এগিয়ে যাওয়ার পর কী করবি?"

সন্তু বলল, "চুপিচুপি মাচাটায় উঠে লোকটাকে ঘায়েল করব!"

জোজো বলল, "ওখানে যদি একটা জোয়ান লোক হাতে তীর-ধনুক বা ছুরি নিয়ে বসে থাকে, তুই তাকে ঘায়েল করতে পারবি? ওসব সিনেমায় হয়! অত সোজা নয়!"

সন্তু বলল, "যদি রিভলভারটা সঙ্গে নিয়ে যাই?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ। এরকম ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। এদের আপত্তি থাকলে গ্রামে ঢোকা আমাদের সম্ভব হবে না। আমরা জানান দিই, দেখা যাক ওরা কী করে?"

কাকাবাবু খুব জোরে চেঁচিয়ে হিন্দিতে বললেন, "আমরা বন্ধু। আমরা কোনও ক্ষতি করতে আসিনি। আমরা গ্রামের সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।"

দু'তিনবার এরকম চিৎকারেও মাচা থেকে কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। কাকাবাবু মুখ ফিরিয়ে আস্তে বললেন, "ওরা হিন্দি না বুঝলেও কিছু তো একটা উত্তর দেবে!"

আরও কয়েকবার চেষ্টা করা হল। ওদিকে কোনও লোকই দেখা গেল না। এত চ্যাচামেচিতে গ্রাম থেকেও দু' একজনের ছুটে আসা উচিত ছিল।

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে তোরা এখানে দাঁড়া। আমি ঘোড়া ছুটিয়েই এই জায়গাটা পার হয়ে যাই। মাচার তলায় গিয়ে দাঁড়াব। দেখি কেউ নেমে আসে কি না।"

কাকাবাবু রিভলভারটা একবার হাতে নিয়েও পকেটে ভরে রাখলেন। সন্তু জানে কাকাবাবু রিভলভার নিয়ে শুধু ভয় দেখান, কোনও মানুষকে তিনি কিছুতেই গুলি করতে পারেন না।

জোজো আর সন্তু মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, কাকাবাবু খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। তাতেও কেউ তীর ছুঁড়ল না, মাচার ওপর কেউ একটু নড়াচড়াও করল না।

কাকাবাবু হেঁকে বললেন, "এখানে কেউ নেই মনে হচ্ছে। তোরা চলে আয়।"

মাথা নিচু করে সন্তু আর জোজোও দৌড় মারল। প্রতি মুহূর্তে তাদের মনে হচ্ছে, পিঠে এসে তীর বিঁধবে, কিন্তু হল না কিছুই।

কাকাবাবু বললেন, "যার পাহারা দেওয়ার কথা, সে বোধহয় এখন খেতে গেছে। তার বদলে অন্য কেউ ডিউটি দিতে আসেনি।"

সন্তু বলল, "ওপরটায় উঠে একবার দেখে আসব? মন্দিরটাও দেখা যেতে পারে!"

মাচায় উঠবার কোনও সিঁড়ি নেই। সন্তু গাছে চড়ায় ওস্তাদ, মোটা গাছটার গুঁড়ি ধরে তড়বড়িয়ে ওপরে উঠে গেল। মাচার মধ্যে ঢুকে পড়ে সে প্রথমেই অবাকভাবে বলল, "আরেঃ!"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল ?"

"এখানেও একটা লোক অজ্ঞান হয়ে আছে।"

"অজ্ঞান !"

"হ্যাঁ। নাক দিয়ে নিশ্বাস পড়ছে। মুখটা হাঁ করা। একটা কালো হাঁড়িতে সাদা সাদা কী যেন রয়েছে। বোধহয় ওই জিনিসটা খাচ্ছিল।"

"ঠিক আছে, তুই নেমে আয়।"

"কাকাবাবু, এখান থেকে দেখতে পাচ্ছি, খানিকটা দূরে, আমার পেছন দিকে আর একটা লোক শুয়ে আছে মাটিতে। সেই আগে যে গ্রামটা দেখেছিলুম, সেই রকম এখানকার লোকেরাও কিছু খেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু খানিকটা এগিয়ে গিয়ে সেই লোকটাকে দেখতে পেলেন। উপুড় হয়ে শুয়ে আছে। দু'চারবার তাকে ধাক্কা দিতেও সাড়া পাওয়া গেল না।

তারপর একটার পর একটা বাড়ি দেখতে পাওয়া গেল। কোনও কোনও বাড়ির সামনে, কোথাও কোথাও গাছের নীচে পড়ে আছে অজ্ঞান মানুষ। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো, বাচ্চা সবারই একই রকম অবস্থা। কোনও জাদুকর যেন এদের ঘুম পাড়িয়ে রেখে গেছে !

কাকাবাবু শুধু বলতে লাগলেন, "আশ্চর্য ! আশ্চর্য !"

সন্তু বলল, "আমি ওপর থেকে মন্দিরটাও দেখতে পেয়েছি। একটা ঝরনার ধারে। আধ মাইল মতন দূর হবে।"

জোজো বলল, "চলুন, চট করে আমরা মন্দিরটা দেখে এখান থেকে সরে পড়ি। জায়গাটা কীরকম ভুতুড়ে-ভুতুড়ে লাগছে !"

সারা গ্রামে আর কোনও আওয়াজ নেই, শুধু শোনা যাচ্ছে ঝরনার জলের শব্দ। সেখানে পৌঁছতে বেশি দেরি হল না। মাটির তলা থেকে ফুঁড়ে বেরোচ্ছে জল। তার পাশেই মন্দির।

মন্দিরটা পাথর দিয়ে তৈরি। চৌকোমতন একটা ঘর। ছাদে উড়ছে অনেকগুলো সাদা রঙের পতাকা। কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে মন্দিরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন।

একটা সাদা বেদীর ওপর রয়েছে মূর্তিটা। আড়াই ফুটের মতন উঁচু। নীল রঙের পাথরের তৈরি। মূর্তিটা কোনও পুরুষ দেবতার। পায়ে গামবুটের মতন জুতো, মাথায় মুকুট।

কাকাবাবু বললেন, "একটা আদিবাসী গ্রামে এরকম মূর্তি থাকা সত্যিই আশ্চর্যের ব্যাপার। ভুবনেশ্বরে লিঙ্গরাজ মন্দিরের এক পাশে একটা সূর্য মূর্তি আছে, অনেকটা সেইরকম।"

সন্তু বলল, "তা হলে আমরা ওদের আগেই এসে পৌঁছে গেছি। ওরা বোধহয় এখনও রাস্তা খুঁজছে। ঘোড়াটা পেয়ে আমাদের খুব সুবিধে হয়েছে।"

কাকাবাবু মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন। এখানেও একজন লোক অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। বোধহয় মন্দিরের পুরোহিত। কাকাবাবু মূর্তিটার গায়ে হাত বোলাতে বোলাতে কয়েকবার টোকা দিলেন। ভেতরটা ফাঁপা। টংটং শব্দ হল।

কাকাবাবু বললেন, "এই মূর্তিটা নকল !"

সন্তু আহত বিস্ময়ের সঙ্গে বলল, "নকল ?"

জোজো বলল, "এখানে হাওয়ায় যেন কিসের গন্ধ ? নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে না ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, তাই তো, মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ পাচ্ছি কিসের যেন..."

বলতে বলতে সন্তুর কথা জড়িয়ে গেল। জোজো বসে পড়ল মাটিতে। কাকাবাবু দারুণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "শিগগির, শিগগির এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে। ক্লোরোফর্মের গন্ধ। আমাদের ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। তিরাংরা জেগে উঠে আমাদের চোর বলবে। সন্তু, জোজো, বাইরে..."

সন্তু আর জোজো ততক্ষণে শুয়ে পড়েছে। কাকাবাবু ওদের দু'জনের কাঁধ ধরে টেনে হেঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। মন্দিরের দরজার কাছে এসে তিনি নিজেও ঘুমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।

॥ ১৪ ॥

পাহাড়ের গায়ে ছোট একটা জলাশয়, সেখানে পৌঁছে অংশুমান চৌধুরী বললেন, "এবারে এখানে একটু বসা যাক। ভীমু, তোর ফ্লাস্কে আর চা আছে ? খাবার টাবার কিছু আছে ? খিদে পেয়ে গেছে !"

ভীমু বলল, "হ্যাঁ, আছে, স্যার। চা আছে, সন্দেশ আছে।"

লর্ড বলল, "এবারে আমাদের মুখোশ খুলে ফেলতে পারি ? মাথাটা ভীষণ ভারী ভারী লাগছে।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "তোমাদের মুখোশ খুলে ফেলতে পারো। অনেকটা দূরে চলে এসেছি। তবে আমি খুলছি না। কতরকম পাখপাখালি, পোকামাকড় থাকতে পারে। ভীমু ভাল করে দেখে নে, এখানে খরগোশ-মরগোশ কিছু আছে কি না, তা হলে দূর করে দে !"

মাধব রাও বললেন, "এখানে থাকার দরকার কী ? একেবারে পাহাড় থেকে নেমে গেলে হত না ? আদিবাসীগুলো যদি জেগে উঠে হঠাৎ তাড়া করে আসে ?"

অংশুমান চৌধুরী হেসে বললেন, "ওরা অন্তত পৌনে চার ঘন্টা ঘুমিয়ে থাকবেই, আমার ঠিক হিসেব আছে। তা ছাড়া, ওরা জেগে উঠলেই বা, আমি

আবার ওদের ঘুম পাড়িয়ে দিতে পারি না ? আমি সঙ্গে থাকলে পৃথিবীতে কাউকে ভয় পাওয়ার দরকার নেই।"

মাধব রাও বললেন, "তবু যাই বলুন, আমার আর এই জায়গাটায় থাকতে ভাল লাগছে না। কাজ যখন হাসিল হয়েই গেছে, এত সহজে যে হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি, সত্যি ধন্য আপনার ক্ষমতা মিস্টার চৌধুরী। এবারে এখান থেকে তাড়াতাড়ি সরে পড়া উচিত না !"

অংশুমান চৌধুরী মুচকি হেসে বললেন, "আপনার কাজ হাসিল হয়েছে বটে, কিন্তু আমার কিছুটা কাজ এখনও বাকি আছে।"

ভীমু আর লর্ড ততক্ষণে মুখোশ খুলে ফেলেছে। লর্ড বলল, "এক কাপ চা না খেয়ে আমি নড়ছি না।"

মাধব রাও মুখোশ খুললেন, ভীমু চা ও সন্দেশ দিল সবাইকে।

আকাশে হঠাৎ কোথা থেকে যেন চলে এসেছে একদঙ্গল মেঘ। রোদের তাপ অনেকটা কম। ফিনফিনে হাওয়া বইছে, বোধহয় একটু পরেই বৃষ্টি নামবে। সামনের জলাশয়টায় ফুটেছে কয়েকটা লাল রঙের শালুক। কয়েকটা ফড়িং উড়ছে সেখানে।

চা-টা খাওয়ার পর লর্ড আর মাধব রাও ঘাসের ওপর গা এলিয়ে দিল। মাথার ওপরে একটা বড় তেঁতুল গাছ। পাহাড়ি রাস্তায় একবার বিশ্রাম নিতে বসলেই আর উঠতে ইচ্ছে করে না।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ভীমু তুই একবার ফিরে যা গ্রামটায়। দেখে আয় রাজা রায়চৌধুরী এসে পৌঁছেছে কি না !"

ভীমুর মুখখানা পাংশু হয়ে গেল, সে রাজা রায়চৌধুরীকে যতটুকু দেখেছে, তাতেই সে আর ওই লোকটার ধারেকাছে যেতে চায় না। সে ফ্যাঁসফেসে গলায় বলল, "আবার ওই গ্রামে ফিরে যেতে হবে স্যার ?"

অংশুমান চৌধুরী ধমক দিয়ে বললেন, "তুই কি ভয় পাচ্ছিস নাকি ? কিসের ভয় ? আদিবাসীরা সবাই এখনও ঘুমোচ্ছে। ওই এরিয়ার মধ্যে ঢুকলে রাজা রায়চৌধুরীও জেগে থাকতে পারবে না। তুই দেখে আয়, ওরা এসেছে কি না। মন্দিরের ভেতরটা ঢুকে দেখবি।"

ভীমু উঠে দাঁড়াতেই অংশুমান চৌধুরী আবার বললেন, "মাস্কটা পরে যা ! নইলে তুইও তো ঘুমিয়ে পড়বি !"

ভীমু এক পা দু'পা করে চলে গেল।

লর্ড বলল, "আমার এখানেই ঘুম পেয়ে গেছে। এখানেও কি আপনার ওষুধের এফেক্ট আছে নাকি ?"

"একটু-আধটু থাকতে পারে। ঘুম যদি পায়, মিনিট পনেরো ঘুমিয়ে নাও, জাগাবার ওষুধও আমার কাছে আছে।"

"আপনার কাছে সত্যি জাগাবার ওষুধও আছে ?"

"হ্যাঁ। এমনকী পাগল করে দেওয়ার ওষুধও আছে।"

"অ্যাঁ ? কী বললেন ?"

মাধব রাও কয়েকবার নাক ডেকেই হঠাৎ লাফিয়ে উঠে বললেন, "অ্যাঁ, কিসের ওষুধ আছে আপনার কাছে ? আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কেন ? আমি যদি আর না জাগতাম ? মিস্টার চৌধুরী, আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে চাই না। আমি এক্ষুনি চলে যেতে যাই ! চলুন, চলুন, আর এখানে বসে থাকবেন না।"

অংশুমান চৌধুরী একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মাধব রাও-এর দিকে। তারপর আস্তে-আস্তে বললেন, "বেশ তো, আপনি এখানে আর থাকতে চান না তো চলে যান ! আপনাকে কি আমি জোর করে ধরে রেখেছি ?"

মাধব রাও বিস্ময়ে ভুরু তুলে বললেন, "আমি চলে যাব...মানে, আমি একা চলে যাব ?"

"একা না যেতে চান, লর্ডকে নিয়ে যান !"

"আপনি যাবেন না ?"

"বললুম না, আমার কিছুটা কাজ এখনও বাকি আছে। আমার যেতে দেরি হবে। আপনার তাড়া আছে যখন, এগিয়ে পড়ুন।"

"আমরা চলে যাব... আপনি থাকবেন...মানে...তা হলে মূর্তিটা কী হবে ?"

"মূর্তিটা আপনি নিয়ে যান ! মূর্তিটা আমার কাছে রেখে কী হবে ?"

"আমি মূর্তিটা নিয়ে যাব ?"

"মূর্তিটা পাওয়ার জন্যই তো এতদূর এসেছেন, তাই না ? মূর্তিটা না নিয়ে চলে যাবেন কেন ?"

অংশুমান চৌধুরী একটা লম্বা ব্যাগ খুললেন, তার থেকে বার করলেন একটা নীল মূর্তি। সেই মূর্তির গাটা চকচক করছে।

দু'হাতে মূর্তিটা উঁচু করে তুলে ধরে মুগ্ধভাবে সেটার দিকে তাকিয়ে থেকে অংশুমান চৌধুরী বললেন, "দুর্দান্ত জিনিসটা ! এর এত দাম কেন জানেন ! এরকম নীল রঙের পাথর চট করে দেখা যায় না। এর আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে, মূর্তিটার পিঠে এই যে দুটো গোল গোল গর্ত আছে দেখুন। হাওয়া ঢুকলে এখানে কখনও কখনও বাঁশির মতন শব্দ বেরোয়। এলুউন সাহেবের বইতে সে কথা লেখা আছে। তবে, এমনি ফুঁ দিলে বাজে না, ঝড়ো হাওয়া উঠলে বেজে ওঠে, সেইজন্য এরা মনে করে, স্বর্গের দেবতা এই মূর্তির মধ্যে জাগ্রত হয়ে ওঠে।"

মাধব রাও বললেন, "মূর্তিটা দেখতেও খুব সুন্দর। কিন্তু এই মূর্তির পায়ে এরকম জুতো কেন, এখানকার আদিবাসীরা নিজেরাই জুতো পায় দেয় না, তারা এরকম একটা মূর্তি কী করে বানাল ?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আমার ধারণা কোনও সাহেবকে দেখেই

এখানকার কোনও শিল্পী এটা বানিয়েছিল এক সময়। তারপর আস্তে-আস্তে সেটা দেবতা হয়ে গেছে!"

মূর্তিটা মাধব রাও-এর হাতে তুলে দিয়ে অংশুমান চৌধুরী তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "ব্যাপারটা কী চমৎকারভাবে মিটে গেল, বলুন তো? আপনার বন্ধু পট্টনায়ক সাহেব এই মূর্তিটা চেয়েছিলেন, তিনি সেটা পেয়ে গেলেন। আদিবাসীদের মন্দিরে আমি অবিকল এর নকল একটা মূর্তি বসিয়ে দিয়েছি, ওরা ঘুম থেকে জেগে উঠে দেখবে, ওদের মন্দিরের মূর্তি ঠিকই আছে, ওদের গ্রাম থেকে কিছুই চুরি যায়নি। সবাই মিলে কেন যে হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিল, তাই ভেবে অবাক হবে শুধু। ওদের মূর্তিটা হয়তো আর বাঁশির মতন বাজবে না। কিন্তু সেটা ওরা ভাববে, দেবতারা দয়া করছে না!"

মাধব রাও বললেন, "সত্যি অদ্ভুত আপনার বুদ্ধি। আমরা রাজা রায়চৌধুরীর কাছে প্রথমে শুধু শুধু গিয়েছিলাম! ওঁকে দিয়ে এসব কিছুই হত না! এত টাকা-পয়সা খরচ করে রাজা রায়চৌধুরীকে এতদূর টেনে আনারও কোনও মানে হল না!"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে নিয়ে আসাটা আমার নিজস্ব ব্যাপার। যে টাকা-পয়সা আমি খরচ করেছি এবার সেটা উসুল করব। আপনারা এগিয়ে পড়ুন।"

লর্ড জিজ্ঞেস করল, "আমরা কি পাহাড় থেকে নেমে গিয়ে গাড়ির কাছে অপেক্ষা করব?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "হ্যাঁ, আমার ঘন্টা দু'এক লাগবে। চিন্তার কোনও কারণ নেই।"

লর্ড আর মাধব রাও এগিয়ে পড়বার পর অংশুমান চৌধুরী মনের আনন্দে গুনগুন করে একটা গান ধরলেন, তাঁর মুখে এখনও মুখোশ।

একটু বাদেই ভীমু ফিরে এল ছুটতে ছুটতে। সে-ও মহা আনন্দে চেঁচিয়ে বলল, "স্যার, স্যার, কেল্লা ফতে! ওই রাজা নামে খোঁড়া বদমাইশটা অজ্ঞান হয়ে উলটে পড়ে আছে। আর ওর সঙ্গের বাচ্চা ছেলে দুটোও কাত! এবারে ওদের খতম করে দেব স্যার?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "চোপ! তোকে বলছি না, খতম-টতমের কথা একেবারে উচ্চারণ করবি না! রাজা রায়চৌধুরী অজ্ঞান হয়ে গেছি, দেখলি?"

"হ্যাঁ, স্যার, নিজের চোখে দেখেছি! মন্দিরের সিঁড়িতে!"

"তাকে ধরে নিয়ে আসতে পারলি না?"

"আপনি তো ধরে আনতে বলেননি। শুধু দেখে আসতে বলেছেন।"

"মাথায় একটু বুদ্ধি খেলাতেও পারিস না? একটা লোক অজ্ঞান হয়ে আছে, তার পা দুটো ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেই তো ঝঞ্ঝাট চুকে যেত। চল, চল আমার সঙ্গে।"

অংশুমান চৌধুরীর লম্বা চেহারা। তিনি হনহন করে এগিয়ে গেলেন। মন্দিরটা সেখান থেকে বেশি দূর নয়। আকাশে মেঘ কালো হয়ে এসেছে। বৃষ্টি নামতে আর দেরি নেই।

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর হাত দু'খানা ধরে টেনে নিয়ে এলেন খানিকটা। তারপর কাকাবাবুর দু'গালে দুই থাপ্পড় দিয়ে দেখলেন, কাকাবাবু সত্যি অজ্ঞান কি না। কাকাবাবুর চোখের একটা পলকও পড়ল না। তিনি হিঃ হিঃ হিঃ হিঃ করে হেসে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী, এইবার? আমার সঙ্গে বুদ্ধির খেলা খেলতে এসেছিলে?"

ভীমু বলল, "স্যার, ওঁকে নিয়ে যাব আমি?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওকে আমি একাই টেনে নিয়ে যেতে পারব! তুই এক কাজ কর, সেই ছেলেদুটো কোথায়? তাদের এখানে ফেলে রেখে যাওয়া ঠিক হবে না। তাদের তুই নিয়ে আয়!"

"দুজনকে এক সঙ্গে নিয়ে যাব স্যার? না, দু'বারে এসে একজন একজন করে..."

"দুটো বাচ্চা ছেলেকে তুই নিয়ে যেতে পারবি না? তুই কী হয়েছিস? এরকম করলে তোর চাকরি ছাড়িয়ে দেব! কিংবা, কিংবা তোকে একেবারে অদৃশ্য করে দেব।"

"ঠিক আছে স্যার, যাচ্ছি স্যার, আপনি এগোন!"

অংশুমান চৌধুরীর তুলনায় ভীমুর গায়ের জোর বেশ কম। অসুখে ভুগে ভুগে বেচারা রোগা হয়ে গেছে। সন্তু আর জোজোকে মন্দিরের সিঁড়ি থেকে খানিকটা সরিয়ে আনতেই সে হিমশিম খেয়ে গেল, ঘাম বেরিয়ে গেল কপালে।

একসঙ্গে দু'জনকে টেনে নিয়ে যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। তা হলে উপায়? না নিয়ে গেলে অংশুমান চৌধুরী রেগে গিয়ে যে কী করবেন তার ঠিক নেই। ওই যে বলে গেলেন অদৃশ্য করে দেওয়ার কথা। সেরকম কোনও ওষুধও ওঁর কাছে আছে কি না কে জানে!

এমন সময় মচ্ মচ্ মচ্ মচ্ শব্দ শুনতে পেল। ঠিক যেন জুতোর আওয়াজ। ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল ভীমু। তবে কি মন্দিরের জুতো পরা দেবতা...

তারপরেই একটা ফ-র-র-র, ফ-র-র-র শব্দে তার ভুল ভাঙল। জুতোর আওয়াজ নয়, কোনও একটা প্রাণী ঘাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। শব্দটা আসছে মন্দিরের পেছন থেকে।

ভীমু আস্তে-আস্তে সেদিকে গিয়ে দেখল, একটা ঘোড়া সেখানে একলা একলা ঘাস খেতে খুব ব্যস্ত। দেখে মনে হয়, বেশ শান্ত ঘোড়া। ভীমুর এক সময় ঘোড়ায় চড়ার শখ ছিল। আফগানিস্তানে অংশুমান চৌধুরীর সঙ্গে থাকার

সময় সে নিয়মিত ঘোড়ায় চেপেছে। ঘোড়া দেখলেই তার চাপতে ইচ্ছা হয়।

কিন্তু এখন ঘোড়ায় চাপার সময় নয়। বরং তার মাথায় একটা বুদ্ধি এল, ওই অজ্ঞান ছেলে দুটোকে তো ঘোড়ার পিঠে শুইয়ে নেওয়া যায়! তা হলে আর বইতে হবে না!

সে আস্তে-আস্তে ঘোড়াটার পাশে গিয়ে তার গায়ে কয়েকটা চাপড় মারল। ঘোড়াটা পালাবার চেষ্টা করল না। তখন সে আরও কয়েকবার আদর করে তারপর লাগাম ধরে ঘোড়াটাকে টেনে আনল মন্দিরের সামনে। সন্তু আর জোজোকে টেনে তুলে ঝুলিয়ে দিল, ঘোড়ার পিঠে। এবার তার আর কোনও পরিশ্রম নেই। নিজের বুদ্ধিতেই নিজেরই কাঁধ চাপড়ে দিতে ইচ্ছে হল তার।

কয়েক পা এগিয়েই তার আবার একটা কথা মনে পড়ল। অংশুমান চৌধুরী কোনও জন্তু-জানোয়ার সহ্য করতে পারে না। ঘোড়াটাকে দেখলেই তো খেপে উঠবে!

কিন্তু সন্তু আর জোজোকে আবার ঘোড়ার পিঠ থেকে নামাতে তার ইচ্ছে করল না। ঘোড়াটাকে অন্তত কিছুটা দূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যাক। আস্তে-আস্তে। তারপর যা হয় তা হবে!

॥ ১৯ ॥

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর হাত দুটো ধরে টানতে টানতে নিয়ে এলেন জলাশয়টার ধারে। একটা পাতলা গাছের গায়ে কাকাবাবুকে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিয়ে তিনি হাঁফাতে লাগলেন। কাকাবাবুর বেশ বলশালী চেহারা, তাঁকে এতটা টেনে আনতে পরিশ্রম কম হয়নি। পরিশ্রান্ত হলেও অংশুমান চৌধুরী তাঁর মুখোশ পরা মাথাটা নাড়াতে লাগলেন বারবার, তাঁর খুব আনন্দ হয়েছে, এতদিন বাদে তাঁর জীবনের একটা বড় সাধ পূর্ণ হতে চলেছে।

নিজের ব্যাগ থেকে তিনি একটা শক্ত দড়ি বার করে কাকাবাবুকে খুব ভাল করে বাঁধলেন সেই গাছটার সঙ্গে। পকেট থেকে বার করে নিলেন রিভলভারটা।

টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে, কিন্তু অংশুমান চৌধুরী তা গ্রাহ্য করলেন না। তিনি উবু হয়ে বসে কাকাবাবুর দু'গালে দুটি চড় মেরে বললেন, "কী রাজা রায়চৌধুরী, এবার?"

কাকাবাবুর যে জ্ঞান নেই, তা যেন উনি ভুলেই গেছেন! কাকাবাবুর মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে সামনে, চোখ দুটো যেন আঠা দিয়ে আটকানো। সাধারণ ঘুম হলে মুখখানা এরকম অজ্ঞানের মতো দেখায় না।

অংশুমান চৌধুরী কাকাবাবুর চুলের মুঠি ধরে মাথাটাকে সোজা করে বিড়বিড় করে বললেন, "মাথা ভর্তি কালো চুল, অ্যাঁ? খুব গর্ব? এবারে বুঝবে ঠ্যালা! সারা জীবনের মতন ন্যাড়া!"

পেছনে একটা শব্দ হতেই অংশুমান চৌধুরী চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভীমু এসেছিস ?"

একটু দূর থেকে ভীমু উত্তর দিল, "হ্যাঁ, স্যার !"

ভীমু ঘোড়াটাকে থামিয়েছে খানিকটা দূরে একটা ঝোপের আড়ালে। অংশুমান চৌধুরী মুখোশ পরে আছেন বলে ঘোড়ার গন্ধ পাবেন না ভাগ্যিস ! ঘোড়াটার পিঠ থেকে সন্তু আর জোজোকে নামিয়ে, সে ঘোড়াটার পিঠে দু'বার আদরের চাপড় মেরে বলল, "যাঃ যাঃ ! বাড়ি যাঃ !"

তারপর সে সন্তু আর জোজোকে টানতে টানতে নিয়ে এল অংশুমান চৌধুরীর কাছে।

অংশুমান চৌধুরী বলল, "ঠিক আছে। এবারে তুই একটা কাজ কর তো ভীমু ! ওই পুকুরটা থেকে খানিকটা জল এনে রাজা রায়চৌধুরীর মাথায় ঢেলে দে। ওর চুলগুলো ভাল করে ভেজাতে হবে !"

ভীমু বলল, "বৃষ্টিতেই তো মাথা ভিজে গেছে, স্যার !"

অংশুমান চৌধুরী ধমক দিয়ে বললেন, "যা বলছি, তাই কর !"

ভীমু দু'তিনবার আঁজলা ভরে জল এনে কাকাবাবুর মাথা ভিজিয়ে দিতে লাগলেন। অংশুমান চৌধুরী নিজের ব্যাগ থেকে একটা ক্ষুর বার করলেন। বাঁ হাতের তেলোয় ক্ষুরটা ঘষতে ঘষতে মনের আনন্দে হাসতে লাগলেন, হ্যাঃ হ্যাঃ হ্যাঃ করে।

তারপর ক্ষুরটা ভীমুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "দে, এবার ব্যাটার মাথাটা কামিয়ে দে ভাল করে !"

ভীমু বলল, "আমি ! স্যার, আমি তো নাপিতের কাজ জানি না ! যদি গলাটা কেটে দিতে বলেন তো..."

অংশুমান চৌধুরী প্রচণ্ড জোরে চেঁচিয়ে বললেন, "চোপ ; তোকে বলেছি না খুনজখমের কথা আমার সামনে উচ্চারণ করবি না ! আমি যা বলব, শুধু তা-ই করবি। ভিজে চুল কামিয়ে ফেলা অতি সহজ কাজ, এর জন্য নাপিতের কাজ শিখতে হয় না !"

ভীমু ক্ষুরটা হাতে নিয়ে প্রথমেই এক পোঁচে কাকাবাবুর একদিকের ঝুলপি উড়িয়ে দিল। এমন জোরে সে ক্ষুরটা টানল যে খানিকটা রক্ত বেরিয়ে এল কাকাবাবুর কানের গোড়ায়।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "দেখিস ব্যাটা, কানটা উড়িয়ে দিস না ! তুই কি একটু আস্তে চালাতে পারিস না। আচ্ছা দে, আমাকেই দে !"

ক্ষুরটা ফেরত নিয়ে অংশুমান চৌধুরী কয়েক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন। তারপর আবার হেসে বললেন, "ভীমু, লোকটার জ্ঞান ফিরিয়ে আনেল আরও মজা হবে, তাই না ? চোখ প্যাটপ্যাট করে দেখবে যে ওর মাথার চুল শেষ হয়ে যাচ্ছে, ভুরুও কামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, তারপর ওখানে এমন একটা তেল মাখিয়ে

দেব যে জীবনেও আর ওর চুল গজাবে না !"

ব্যাগ থেকে একটা স্প্রে বোতল বার করে অংশুমান চৌধুরী বললেন, "এইবার দ্যাখ মজা। এই ওষুধ দিলে আধ মিনিটের মধ্যে জেগে উঠবে !"

ভাল করে কাকাবাবুর মুখের ওপরে সেই ওষুধ স্প্রে করে দিলেন অংশুমান চৌধুরী।

আধ মিনিট কাটবার আগেই সন্তু উঃ উঃ শব্দ করে উঠল। অংশুমান চৌধুরী পেছন ফিরে বললেন, "ওঃ হো ! ওদের কথা তো ভুলেই গেসলাম ! আমার এই জাগরণী ওষুধ এত স্ট্রং যে ওদের নাকে একটুখানি গেলে ওরাও জেগে উঠবে এক্ষুনি। ওদের হাত পা বাঁধা দরকার। নইলে ঝামেলা করতে পারে। আজকালকার বাচ্চারাও এক বিচ্ছু হয় ! তোর কাছে দড়ি আছে ?"

ভীমু বলল, "না তো স্যার ! ওদের আবার ঘুমের ওষুধ দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিন না !"

"সেইটাই তো মুশকিল রে ! একবার জাগরণ ওষুধ দিয়ে জাগালে আর সহজে ঘুম পাড়ানো যায় না। এটা বেশি স্ট্রং ! ঠিক আছে তুই এক কাজ কর, রিভলভারটা হাতে ধরে থাক। ওরা জেগে উঠলে ভয় দেখাবি।"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে চোখ মেলে অংশুমান চৌধুরীর মুখোশ-পরা মুখটা দেখে একটু চমকে উঠে বললেন, "কী ব্যাপার ?"

অংশুমান চৌধুরী থিয়েটারি কায়দায় প্রথমে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে একটা হাসি দিলেন। তারপর বললেন, "পরাজয় ! পরাজয় ! রাজা রায়চৌধুরী, তুমি হেরে গেছ আমার কাছে ! তুমি নীল মূর্তি উদ্ধার করতে পারোনি, তুমি আমাকে বাধা দিতে পারোনি, তুমি এখন আমার হাতে বন্দী !"

কাকাবাবু মাথাটা ঝাঁকালেন একবার। চোখ রগড়াবার কথা ভাবার পর বুঝলেন তাঁর হাত-পা বাঁধা। তিনি বললেন, "আপনি ওরকম একটা মুখোশ পরে আছেন কেন ? ওতে আপনাকে বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "সে আমাকে যেরকমই দেখাক, ও মুখোশ আমি খুলছি না। কার্য-উদ্ধার করেছি তো !"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, আপনার বুদ্ধি আর ক্ষমতা আছে, তা স্বীকার করছি। খুব হেভি ডোজের ক্লোরোফর্ম ছড়িয়ে আপনি গোটা গ্রামের লোকজনদের অজ্ঞান করে ফেলেছেন। এরকম আগে দেখিনি।"

"তা হলে হার স্বীকার করলে তো, রাজা রায়চৌধুরী ? এবারে তোমার শাস্তি হবে ! আমার মাথায় চুল নেই, তোমারও চুল থাকবে না। উপরন্তু তোমার ভুরুও থাকবে না। এই দ্যাখো ক্ষুর ! মনে আছে সেবারের কথা ?"

"হ্যাঁ মনে আছে। কিন্তু সেবারে আমি আপনার মাথা কামিয়ে দিইনি। দিয়েছিল পাহাড়িরা।"

"কিন্তু তুমি আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলে ! তুমি বাঙালি হয়ে আর একজন

বাঙালি বৈজ্ঞানিককে হিংস্র পাহাড়িদের হাতে তুলে দিয়েছিলে !"

"আপনি সরল পাহাড়িদের ঠকাচ্ছিলেন। যারা মানুষকে ঠকায়, তারা আবার বাঙালি-অবাঙালি কি ? তাও আপনাকে আমি একবার সাবধান করে দিয়েছিলাম। আপনি গ্রাহ্য করেননি। বাধ্য হয়েই আপনার বুজরুকি আমাকে ফাঁস করে দিতে হয়েছিল। পাহাড়িরাই আপনাকে শাস্তি দিয়েছে। আপনাকে মারধোর করেনি, শুধু মাথা কামিয়ে গাধার পিঠে উলটো করে চাপিয়ে ছিল।"

"এবার তোমাকে আমি কী শাস্তি দিই, তা দ্যাখো ! রাজা রায়চৌধুরী, তোমার মাথা কামাবার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কান দুটোও কেটে ফেললে কেমন হয় ? তুমি দু'কান কাটা হয়ে ঘুরে বেড়াবে এখন থেকে।"

কাকাবাবুর মুখে একটা পাতলা হাসি ফুটে উঠল। তিনি অংশুমান চৌধুরীর চোখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "তা আপনি পারবেন না !"

সন্তু আর জোজো পুরোপুরি জেগে ধড়মড় করে উঠে বসল। ভীমু তাদের দিকে রিভলভার উঁচিয়ে বলল, "খবরদার, একটুও নড়াচড়া করবে না। নড়লেই গুলি করে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব !"

জোজো কাঁচুমাচুভাবে বলল, "আমি তো তোমাদের দলে। উনি আমার পিসেমশাই ! আপন পিসেমশাই !"

সন্তু দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "বিশ্বাসঘাতক !"

অংশুমান চৌধুরী এদিকে কান না দিয়ে কাকাবাবুকে বললেন, "পারব না মানে ? এক্ষুনি কচাৎ কচাৎ করে যদি তোমার দুটো কান উড়িয়ে দিই, তা হলে কে আমাকে বাধা দেবে ? তুমি ? হে-হে-হে ! আমার দিকে ওরকম প্যাটপ্যাট করে তাকালে কী হবে ? তুমি আমাকে হিপনোটাইজ করবে নাকি ? তুমি কি ম্যানড্রেক ! ওসব আমি গ্রাহ্য করি না। আমাকে হিপনোটাইজ করার সাধ্য নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি হিপনোটাইজ করতে জানি না, তাও বলছি, আপনি পারবেন না !"

"কে বাধা দেবে, কে আমাকে আটকাবে ? তোমার হাত-পা বেঁধে রেখেছি, তুমি তা খুলতে পারবে ভেবেছ ? তুমি কি জাদুকর হুডিনি না পি সি সরকার ?"

"আমি তাও না ! কিন্তু আপনার থেকে আমার অনেকগুলো বেশি অ্যাডভান্‌টেজ আছে। আমি মুখোশ পরে থাকি না। আমি সাধারণ জীবজন্তু দেখে ভয় পাই না। ঠিকমতন বাঁচতে গেলে চোখ মেলে সব কিছু দেখতে হয়, কান খুলে সব শব্দ শুনতে হয়, নাক দিয়ে নিশ্বাসে সবরকম গন্ধ নিতে হয়। মানুষের চোখ-কান-নাক রয়েছে তো এই জন্যই ! বাঁচবার জন্য মানুষ প্রত্যেক মুহূর্তে এইগুলো ব্যবহার করে !"

"তুমি যত খুশি নাক-কান-চোখ ব্যবহার করো, তবু দেখব এই মুহূর্তে কে তোমাকে রক্ষা করে। আগে ভেবেছিলুম, তোমার চুল আর ভুরু কামিয়ে দেব,

এখন মনে হচ্ছে, তোমার কান দুটো কেটে দিলে আরও মজা হবে! ইচ্ছে করলে তোমার নাকটাও একটু ছোট করে দিতে পারি।"

সন্তু ঠিক করেছে, অংশুমান চৌধুরী ক্ষুরটা দিয়ে কাকাবাবুর কান কাটতে গেলে সে ভীমুর রিভলভার অগ্রাহ্য করেই অংশুমান চৌধুরীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর যা হয় দেখা যাবে। কিন্তু কাকাবাবুর সঙ্গে তার চোখাচোখি হল, কাকাবাবু সন্তুর মনের কথা বুঝতে পেরেছেন, তিনি দুবার চোখের পলক ফেলে ইঙ্গিতে সন্তুকে এক্ষুনি কিছু করতে নিষেধ করলেন।

কাকাবাবুর মুখে একটুও ভয়ের চিহ্ন নেই, ঠোঁটে হাসি মাখা। তিনি বললেন, "অংশুমানবাবু, বাংলায় একটা প্রবাদ আছে আপনি শোনেননি? 'অতি দর্পে হত লঙ্কা!' আপনারও সেই অবস্থা হবে। মাধব রাও আর লর্ড-এর কী হল? তাদেরও আপনি ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন নাকি?"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওদের কথা থাক, আগে তোমার কী অবস্থা হবে শোনো। আর বেশি সময় নষ্ট করতে চাই না। তোমার মাথা আর ভুরু কামিয়ে, কান দুটো কেটে এইখানে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় রেখে যাব। তারপর ত্রিবাংরা তোমার যা ব্যবস্থা হয় করবে। ছেলেদুটোকে অবশ্য আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। আমি বাচ্চাদের শাস্তি দেওয়া পছন্দ করি না। মাধব রাও-দের কী হয়েছে শুনবে? ওরা ত্রিবাংদের নীলমূর্তিটা চেয়েছিল, সেটা ওদের দিয়েছি। মূর্তিটা বহুমূল্য টারকোয়াজ পাথরের। তা ছাড়া হাওয়া ঢুকলে মূর্তিটার মধ্য থেকে বাঁশির মতন শব্দ হয়। আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউট মিউজিয়াম এই মূর্তিটা পেলে এক মিলিয়ান ডলার দাম দেবে। মূর্তিটা পেয়ে মাধব রাও-রা খুশি মনে ফিরে গেছে! হাঃ হাঃ হাঃ, ওরা জানে না যে ওদের মূর্তিটাও নকল। আমি দুটো নকল মূর্তি বানিয়ে এনেছিলুম। একটা বসিয়ে দিয়েছি ত্রিবাংদের মন্দিরে, আর একটা দিয়েছি মাধব রাওদের। আসলটা রয়েছে আমার কাছে! আগামী সপ্তাহেই আমি আমেরিকা চলে যাব।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার দেখছি, সত্যি বুদ্ধি আছে, এই বুদ্ধি যদি ভাল কাজে লাগাতেন..."

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "এবারে আমার শেষ কাজটা করি। অনেক কথা হয়েছে, অনেক সময় নষ্ট হয়েছে।"

অংশুমান চৌধুরী ক্ষুরটা নিয়ে এগোতেই কাকাবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, "সন্তু, ঘোড়া!"

সন্তু পেছন ফিরে দেখল ওদের ঘোড়াটা কখন যেন ওদের খুব কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। সে এক লাফ দিল সেদিকে। জোজো সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ল ভীমুর ওপর।

অংশুমান চৌধুরী ঘোড়াটাকে দেখে আঁতকে উঠলেন। ক্ষুরটা ফেলে দিয়ে তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর ব্যাগ হাতড়ে বার করতে চেষ্টা করলেন অন্য কোনও

অস্ত্র। কিন্তু তার সময় পেলেন না। সন্তু ঘোড়াসুদ্ধ হুড়মুড় করে এসে পড়ল তাঁর ওপর। অংশুমান চৌধুরীর সব কিছু ছিটকে গেল, তিনি আর্তনাদ করে উঠলেন, "না, না, না, আমাকে এ ভাবে মেরো না! ক্ষমা চাইছি।"

অংশুমান চৌধুরীকে দলিত মথিত করে ঘোড়াটা চলে গেল খানিকটা দূরে, সন্তু আবার সেটার মুখ ফেরাল। জোজো ততক্ষণে কয়েকটা ঘুঁষি মেরে ভীমুকে কাবু করে ফেলেছে, সন্তু এক পলক দেখে নিয়ে আবার অংশুমান চৌধুরীর দিকেই ছোটাল ঘোড়াটা।

অংশুমান চৌধুরী কোনওক্রমে উঠে দাঁড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করলেন, পারলেন না, ঘোড়াটার ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলেন জলাশয়টার মধ্য। সেই অবস্থাতেও চেঁচিয়ে বললেন, "মরে যাব, আমি সাঁতার জানি না!"

ঘোড়ায় চেপে সন্তুর এমন বীরত্ব এসে গেছে যে সে আর ঘোড়া থেকে নামতেই চাইছে না। সে ঘোড়া দাপিয়ে এদিক থেকে ওদিকে ঘুরছে আর চিৎকার করছে, "আমরা জিতেছি! আমরা জিতেছি! হু-র-রে, আমরা জিতেছি!"

জোজো এসে কাকাবাবুর বাঁধন খুলে দিতে লাগল। তার এক হাতে ভীমুর রিভলভার। সেও বেশ সিনেমার নায়কদের মতন ভীমুর দিকে রিভলভারটা উঁচিয়ে বলল, "কোনও রকম চালাকি করবার চেষ্টা করেছ কি, একখানা মোটে গুলি, আমার টিপ কী রকম জানো না, একবার ইটালিতে তিন-তিনটে গুণ্ডাকে..."

কাকাবাবু বললেন, "ওহে, তোমরা অংশুমান চৌধুরীকে আগে জল থেকে তোলো, ভদ্রলোক সাঁতার জানেন না বললেন..."

ভীমু হাত জোড় করে বলল, "স্যার, আমি কিন্তু রিভলভার দিয়ে ইচ্ছে করে গুলি করিনি! আমি ছোট ছেলেদের মারি না, আমি ঘোড়া খুব ভালবাসি, ঘোড়ার গায়েও গুলি করতে পারি না। আমি স্যার খুন জখমের লাইনে নেই!"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি গিয়ে তোমার স্যারকে জল থেকে তোলো! উনি ডুবে যাচ্ছেন যে!"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলেন। তারপর সন্তুকে ডেকে বললেন, "এই সন্তু, ঘোড়াটার সঙ্গে আমার ক্রাচ দুটো বাঁধা আছে। ওগুলো দে!"

সন্তু এবারে কাকাবাবুর কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল। তার মুখখানা আনন্দে ঝলমল করছে। সে বলল, "জোজোটাকে এক সেকেণ্ডের জন্য বিশ্বাসঘাতক মনে হয়েছিল, কিন্তু জোজোও খুব ভাল ফাইট দিয়েছে।"

জোজো বলল, "আমি ইচ্ছে করেই ওই কথা বলেছিলুম, যাতে আমাকে ওদের দলের মনে করে। ওই ভীমুর রিভলভারটা হাতানোই আমার মতলব ছিল। কী রকম একখানা স্কোয়ার কাট ওর নাকে ঝাড়লুম বল্! এক ঘুঁষিতেই

কাত ! এটা মহম্মদ আলীর টেকনিক ! কাকাবাবু, এবারে কিন্তু সন্তু আর আমিই আপনাকে বাঁচিয়েছি। আমার পিসেমশাই আর-একটু হলেই আপনার মাথায় ক্ষুর চালিয়ে দিত !"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ !"

ভীমু গিয়ে অংশুমান চৌধুরীকে জল থেকে তুলে এনেছে ততক্ষণে। দুটো নাকওয়ালা মুখোশটা এখনও খোলা হয়নি। অংশুমান চৌধুরী খুঁখুঁ করে কাঁদলেন আর বললেন, "গেল, গেল, আমার সব গেল ! হতচ্ছাড়া একটা ঘোড়া, কোথা থেকে এল একটা ঘোড়া, ওফ, মরে গেলাম !"

কাকাবাবু বললেন, "অংশুমানবাবু, এবার মুখোশটা খুলে ফেলুন !"

অংশুমান চৌধুরী আর্তকণ্ঠে বললেন, "না, না, ওরে বাবা, না, না !"

"আপনি নিজে থেকে না খুললে জোর করে খুলে দেওয়া হবে ! আপনি নিজেকে বলেন বৈজ্ঞানিক, অথচ এই সরল, নিরীহ, আদিবাসীদের গ্রাম থেকে তাদের দেবতার মূর্তি চুরি করতে এসেছিলেন। এটা কি কোনও বৈজ্ঞানিকের কাজ ? আপনি আমার হাত-পা বেঁধে রেখেছিলেন, আপনি কাপরুষ। আপনি এ-দেশ থেকে দামি মূর্তি পাচার করে আমেরিকায় বিক্রি করার চেষ্টা করেছিলেন...এই প্রত্যেকটা অপরাধের জন্য আপনাকে শাস্তি পেতে হবে।"

কাকাবাবু এগিয়ে এসে একটানে খুলে ফেললেন অংশুমান চৌধুরীর মুখোশ। প্রথমেই ঘোড়াটাকে দেখতে পেয়ে তিনি "ওরে বাবা রে ওরে বাবা রে" বলে চিৎকার করে চোখ ঢাকলেন, তারপর বললেন, "বিশ্রী দুর্গন্ধ, আমি অজ্ঞান হয়ে যাব !"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু, ঘোড়াটাকে তুই এই ভদ্রলোকের একেবারে কাছে নিয়ে আয় তো ! দেখি উনি কী রকম অজ্ঞান হয়ে যান !"

অংশুমান চৌধুরী শুধু 'ওরে বাবা রে, ওরে বাবা রে' বলে চ্যাঁচাতেই লাগলেন, কিন্তু অজ্ঞান হওয়ার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

কাকাবাবু বললেন, "আর কোনও জন্তু-জানোয়ার কিংবা পোকা মাকড় নেই কাছাকাছি ? সেগুলোও ছেড়ে দিতাম ওর গায়ে।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, জোজোকে যে-রকম লাল পিঁপড়ে কামড়েছিল, সেই রকম একটা পিঁপড়ের ঢিপি রয়েছে ওইখানে একটা গাছের গোড়ায় !"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি, বাঃ বাঃ, তা হলে তো খুবই ভাল !"

কাছেই একটা সন্দেশের খালি কাগজের বাক্স পড়ে আছে, সেটা দেখিয়ে সন্তুকে বললেন, "এটাতে করে বেশ কয়েক মুঠো পিঁপড়ে নিয়ে আয় তো !"

জোজো রিভলভারটা নিয়ে এদিক-ওদিক ঘোরাচ্ছে, কাকাবাবু তাকে বললেন, "এটা আমাকে দাও ! আমি এবার অংশুমান চৌধুরীর ব্যাগটা ঘেঁটে দেখি, ওতে আর কী কী সম্পত্তি আছে !"

কান্না থামিয়ে অংশুমান চৌধুরী বলে উঠলেন, "না, না, আমার ব্যাগে হাত

দেবেন না !"

হঠাৎ প্রচণ্ড চিৎকার করে কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, "চোপ ! আপনার লজ্জা করে না, একটু আগে আমাকে 'তুমি তুমি' করছিলেন, এখন আবার 'আপনি' বলতে শুরু করেছেন। আপনাকে দু'খানা থাপ্পড় মারার ইচ্ছে যে আমি কত কষ্টে দমন করছি..."

ভীমু ঘোড়াটার গায়ে হাত বুলোচ্ছে আর ঘোড়াটা অংশুমান চৌধুরীকে ঠেসে ধরে আছে একটা গাছের সঙ্গে। অংশুমান চৌধুরীর 'তিড়িং তিড়িং' নাচ আর কান্না দেখে ঘোড়াটাও বোধহয় মজা পাচ্ছে।

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওরে ভীমু, ঘোড়াটাকে সরা ! তুই আমাকে আগে বলতে পারিসনি যে, ঘোড়াটা এদিকে আসছে ? তোর চাকরি যাবে, তোর চাকরি যাবে, তোকে আমি এমন শাস্তি দেব..."

ভীমু বলল, "আমি আর চাকরির পরোয়া করি না, স্যার ! আপনি নিজে আগে বাঁচবেন কি না দেখুন ! তারপর তো আমায় শাস্তি দেবেন !"

"দেখবি, দেখবি, আমার কাছে এখনও এমন ওষুধ আছে !"

"স্যার, উনি আপনার দিকে রিভলভার তাক করে আছেন কিন্তু !"

সন্তু কাগজের বাক্সটা নিয়ে এসে বলল, "কাকাবাবু, অনেক পিঁপড়ে এনেছি ! মাথায় ঢেলে দেব ?"

অংশুমান চৌধুরী দু'হাতে মাথা চাপা দিয়ে হাহাকার করে বলে উঠলেন, "না, না, পিঁপড়ে আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না ! খুদে শয়তান ! ওরে জোজো, তুই আমার আত্মীয়, তুই আমাকে বাঁচা !"

জোজো বলল, "ওই পিঁপড়ের কামড় খেয়ে আমি মরে যাচ্ছিলুম আর একটু হলে, আপনার জন্যই তো ! এবার আপনি একটু পিঁপড়ের কামড় খেয়ে দেখুন ! সন্তু আমার বেস্ট বন্ধু, তার কাকাবাবুর আপনি কান কেটে দিতে যাচ্ছিলেন !"

কাকাবাবু বললেন, "দে সন্তু, পিঁপড়েগুলো ওঁর ওই ন্যাড়া মাথায় ছড়িয়ে দে !"

অংশুমান চৌধুরী যাতে বাধা দিতে না পারেন, সেইজন্য হঠাৎ ভীমুই নিজে থেকে চেপে ধরল তাঁর দু'হাত। সন্তু পুরো বাক্সটা খালি করে দিল অংশুমান চৌধুরীর মাথায়।

কাকাবাবু সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "বাঃ, বেশ হয়েছে, এবার তোরা ওর নাচ দ্যাখ !"

কাকাবাবু অংশুমান চৌধুরীর ব্যাগটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। রিভলভারটা পাশে নামিয়ে রেখে, ব্যাগটার ভেতর থেকে বার করে আনলেন আসল নীল পাথরের মূর্তিটা।

নকল মূর্তির মতন আসল মূর্তিটা অত চকচকে নয়। গায়ে একটা ধুলোর আস্তরণ। কাকাবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে সেটা ঘষতে লাগলেন।

এটা চিনে-মাটির নয়, দামি কোনও পাথরের, তাতে সন্দেহ নেই। মূর্তিটা এত ভারী যে, নিরেট পাথরের বলেই মনে হয়, কিন্তু পেছন দিকে দুটো গোল গোল গর্ত। কাকাবাবু একটা গর্তে ফুঁ দিলেন, ঠিক নিটোল বাঁশির মতন শব্দ হল!

কাকাবাবু মূর্তিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। অন্তত দু'তিন শো বছরের পুরনো মনে হয়। দু'পায়ে দুটো পরিষ্কার জুতোর মতন, এইটাই আশ্চর্যের।

"হ্যান্ডস আপ!"

কাকাবাবু চমকে তাকিয়ে দেখলেন, একটা ঝোপ ঠেলে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসেছে মাধব রাও আর লর্ড। মাধব রাওয়ের হাতে একটা রাইফেল।

কাকাবাবু মূর্তিটা ধরে রেখেই হাতদুটো তুললেন মাথার ওপরে। তাঁর রিভলভারটা পড়ে আছে ব্যাগটার আড়ালে, সেটা এখন আর নেওয়ার উপায় নেই।

মাধব রাও কর্কশ সুরে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, উঠে দাঁড়াও!"

লর্ড ছুটে গেল অংশুমান চৌধুরীর দিকে। সন্তুকে এক ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে সে দু'হাত দিয়ে অংশুমান চৌধুরীর মাথা থেকে পিঁপড়ে ছাড়াতে লাগল।

অংশুমান চৌধুরী হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন, "বাঁচাও, আমাকে বাঁচাও! এরা আমাকে নরক যন্ত্রণা দিয়েছে। এই ঘোড়াটাকে সরিয়ে দাও!"

লর্ড ঘোড়াটার পেটে একটা লাথি কষাতেই সেটা দৌড় লাগাল প্রাণপণে। তারপর সে অংশুমান চৌধুরীকে বলল, "ভাগ্যিস আমাদের ফিরে আসার কথা মনে হল! আপনার দেরি হচ্ছে দেখে মনে হল, আপনার হয়তো কোনও সাহায্য দরকার। খানিকটা উঠে আসার পর আপনার কান্নার আওয়াজ শুনে বুঝতে পারলুম, নিশ্চয়ই আপনি বিপদে পড়েছেন।"

অংশুমান চৌধুরী কয়েকবার হেঁচকি তুলে কান্না থামিয়ে বললেন, "এবারে আমি রাজা রায়চৌধুরীকে এমন শাস্তি দেব ও জীবনে ভুলবে না! ওর হাত দুটো বেঁধে ফ্যালো। ও ডেঞ্জারাস লোক আর এই ভীমুটা, ও পর্যন্ত বিট্রে করেছে, ওদের দলে ভিড়েছিল, ওকে আমি তিরাংদের হাতে ছেড়ে দিয়ে যাব!"

মাধব রাও রাইফেলটা একবার সকলের দিকে ঘুরিয়ে বলল, "কেউ এক পা নড়বে না। যে চালাকির চেষ্টা করবে, সে খোঁড়া হয়ে যাবে। রাজা রায়চৌধুরী তুমি আমার সামনে এগিয়ে এসো। হাতে ওটা কী, তুমি তিরাংদের মন্দির থেকে মূর্তিটা তুলে এনেছ? এই যে আগে তুমি খুব সাধু সেজেছিলে, ওদের মূর্তি চুরি করায় তোমার খুব আপত্তি ছিল..."

কাকাবাবু সামান্য হেসে বললেন, "মাধব রাও, তুমি এককালে সিভিলিয়ান ছিলে, এখন বন্দুক তুলে লোককে ভয় দেখাচ্ছ? আমি যদি তোমার হুকুম না

শুনি। তা হলে কি গুলি করে আমায় মেরে ফেলবে ? খুন করতেও তোমার আপত্তি নেই ?"

মাধব রাও চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, তোমার কাছে আমরা সাহায্য চাইতে গিয়েছিলাম, তুমি আমাদের অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এখন তুমি আমাদের পদে-পদে বাধা দিচ্ছ। মিস্টার অংশুমান চৌধুরী আমাদের দারুণ সাহায্য করেছেন, তুমি তাঁকে..."

কাকাবাবু এবার হা হা করে হেসে উঠে বললেন, "অংশুমান চৌধুরী তোমাদের সাহায্য করেছেন ? তাই নাকি ? তোমাদের একটা নকল মূর্তি দিয়ে বিদায় করে দিয়েছিলেন..."

অংশুমান চৌধুরী চেঁচিয়ে বলল, "মিথ্যে কথা ! মিথ্যে কথা ! ওর কথায় বিশ্বাস কোরো না !"

মাধব রাও বলল, "দেখি, ওই মূর্তিটা আমাকে দাও।"

কাকাবাবু বললেন, "এই নাও।"

প্রচণ্ড জোরে তিনি মূর্তিটা ছুঁড়ে মারলেন মাধব রাওয়ের রাইফেল-ধরা হাতটার ওপর। রাইফেলটা ছিটকে পড়ে গেল খানিকটা দূরে, ঠকাস করে শব্দ হল। হাতের যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠল মাধব রাও।

লর্ড আর অংশুমান চৌধুরী, অন্যদিক থেকে সন্তু আর জোজোও গেল রাইফেলটা আগে কুড়িয়ে নেওয়ার জন্য। সেটার কাছে পৌঁছবার আগেই অংশুমান চৌধুরী পেছনে ফিরে সন্তু আর জোজোকে কিল আর লাথি মারতে মারতে চেঁচিয়ে বললেন, "লর্ড, লর্ড তুমি রাইফেলটা হাত করো..."

লর্ড নিচু হয়ে রাইফেলটা ধরতে যেতেই তার হাতে একটা গুলি এসে লাগল।

কাকাবাবু বললেন, "ওহে লর্ড, ওখান থেকে সরে না গেলে এর পরের গুলিটা তোমার মাথার খুলিতে লাগবে ! সন্তু, রাইফেলটা নিয়ে আয় আমার কাছে।"

গুলির ধাক্কায় লর্ড পড়ে গেছে মাটিতে, উড়ে গেছে তার বাঁ হাতের দুটো আঙুল। অংশুমান চৌধুরী আতঙ্ক-বিহ্বল চোখে থমকে গিয়ে বললেন, "যাঃ !"

রিভলভারটা হাতে নিয়ে, ক্রাচ ছাড়াই কাকাবাবু এক পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এসে দাঁড়ালেন মাধব রাওয়ের কাছে। রাগে তাঁর মুখ থমথম করছে।

মাধব রাওয়ের চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে তিনি বললেন, "আমার দিকে যারা বন্দুক-পিস্তল তোলে, তাদের আমি কোনও না কোনও শাস্তি না দিয়ে ছাড়ি না। তোমাকে আমি কী শাস্তি দেব ? একটা হাত ভেঙে দেব মুচড়ে ?"

মাধব রাও উঠে বসে মাথা হেঁটে করে ফেলল। তার মাথা ভর্তি বাবরি চুল। লর্ড হাতের যন্ত্রণায় মাটিতে শুয়ে কাতরাচ্ছে। তারও মাথায় অনেক

চুল।

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে। অংশুমান চৌধুরী, আপনি আমার মাথা কামাতে চাইছিলেন না ? আপনার নাপিত সাজার খুব ইচ্ছে ? এবার এই দু'জন লোকের মাথা ন্যাড়া করে দিন।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "আমি পারব না, আমি পারব না !"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমার মতন আপনিও একটা পা খোঁড়া করতে চান ? আপনার সম্পর্কে আমার আর কোনও দয়া-মায়া নেই। আমি তিন গুনব, তার মধ্যে যদি ক্ষুরটা হাতে না নেন...এক, দুই..."

অংশুমান চৌধুরী ছুটে গিয়ে মাটি থেকে ক্ষুরটা তুলে নিয়ে রাওয়ের মাথার সামনে গিয়ে বসলেন, তারপর বললেন, জল দিয়ে চুল ভেজাতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "কোনও দরকার নেই। শুরু করুন !"

মাধব রাও মুখ তুলে একবার শুধু অংশুমান চৌধুরীর দিকে তাকাল, তারপর বলল, "আপনারা যা খুশি করুন।"

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাধব রাও ন্যাড়া হয়ে গেল। ক্ষুরের খোঁচায় তার মাথার খুলির মধ্য দিয়ে একটু-একটু করে রক্ত ফুঁড়ে বেরুচ্ছে।

কাকাবাবু বললেন, "এবারে লর্ডকে ধরুন, তার আগে একটা কথা...তিরাংদের ঘুম ভাঙতে আর কতক্ষণ বাকি আছে ?"

অংশুমান চৌধুরী হাতের ঘড়ি দেখে বললেন, "আরও প্রায় দু'ঘন্টা।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "সন্তু, একটা কাজ করতে পারবি ? তিরাংদের মন্দিরে গিয়ে ওদের এই মূর্তিটা ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারবি ?"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, দিয়ে আসব।"

অংশুমান চৌধুরী বললেন, "ওটা ফিরিয়ে দিচ্ছেন ? ওটা খুবই দামি...তিরাংরা ওর মূল্য বোঝে না...ওদের মন্দিরে একটা নকল মূর্তি থাকলেও ক্ষতি নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "চুপ ! এখনও চুরি করার শখ মেটেনি ? নিজের কাজ করুন। সন্তু, তুই যা। এই আসল মূর্তিটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে নকলটা নিয়ে চলে আসবি !"

জোজো বলল, "চল সন্তু, আমিও তোর সঙ্গে যাই !"

লর্ড নিজের মাথার চুল বাঁচাবার জন্য মাটিতে আরও জোরে জোরে গড়াগড়ি দিতে লাগল। ভীমু গিয়ে চেপে ধরল তাকে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে লর্ডের শখের চুলও ছড়িয়ে পড়ল মাটিতে।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, ঠিক হয়েছে। এবারে আপনি নিজের কান দুটো কেটে ফেলুন তো !"

অংশুমান চৌধুরী আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন, "অ্যাঁ ?"

কাকাবাবু বললেন, "কেন, আমার কান কাটতে চাইছিলেন, এখন নিজের

কান কাটতে আপত্তি কিসের ? নিজের হাতে পারবেন না ? তা হলে ভীমুকে ক্ষুরটা দিন ।"

ভীমু সাগ্রহে বলল, "দেব স্যার, আমি ওঁর কানদুটো কেটে দেব স্যার ? এক মিনিট লাগবে !"

অংশুমান চৌধুরী এবারে সটান শুয়ে পড়ে কাকাবাবুর পায়ে হাত দিয়ে বললেন, "দয়া করুন, দয়া করুন ! আমার কান কাটবেন না । তা হলে আর কোনও দিন মুখ দেখাতে পারব না ।"

কাকাবাবু পা'টা সরিয়ে নিয়ে বললেন, "ছিঃ ! আমি কি সত্যি-সত্যি আপনার কান কেটে দিতাম ? উঠে বসুন, এরপর একটা দরকারি কথা আছে !"

মাধব রাও, লর্ড আর অংশুমান চৌধুরীকে তিনি এক লাইন করে বসালেন । তারপর সন্তু আর জোজোকে ফিরে আসতে দেখে তিনি বললেন, "এবার আর একটা প্রতিযোগিতা শুরু হবে ! এই পাহাড়ের নীচে আপনাদের গাড়িটা আছে না ? সেই গাড়িটা চাই । আমরা এখান থেকে রওনা হওয়ার আধঘন্টা পরে আপনারা উঠবেন । তার আগে উঠলে আমি গুলি চালাব । আমি খোঁড়া লোক, আধঘন্টা গ্রেস তো পেতেই পারি, তাই না ? তারপরও গিয়ে যদি আপনারা আগে গাড়িটা দখল করতে পারেন, তা হলে আমাদের কিছুই বলার নেই !"

সন্তু আর জোজো ফিরে আসতেই তিনি বললেন, "রাইফেলটা, অংশুমান চৌধুরীর ব্যাগ এই সব নিয়ে নে । ওরা খুনে-গুণ্ডা, ওদের হাতে কোনও রকম অস্ত্র দেওয়া ঠিক নয় । ভীমু, তুমি ফ্রি । তুমি যেখানে খুশি যেতে পারো ! ঘোড়াটা পাওয়া গেলে খুব ভাল হত ।"

ক্রাচ বগলে নিয়ে কাকাবাবু তিনটি ন্যাড়ামাথার দিকে তাকিয়ে বললেন, "গুড বাই !"